The Most Circulated Bengali Newspaper in North America

শুক্রবারের পত্রিকা | উত্তর-আমেরিকায় বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত

সাপ্তাহিক আজকাল

find us online
www.ajkalusa.com
/weeklyajkal

The Weekly Ajkal | Vol.18, Issue 939 | 11 September 2026 | শুক্রবার ২৭ ভাদ্র ১৪৩৩

Trump hits Canada with import bans, 50% tariffs
→ Page 18

Air traffic control issue disrupts flights at major UK airports
→ Page 18

'Can't silence me like this': Badhan bravery said
→ Page 19

Mamdani Accuses Former N.Y.C. Leaders of Lying About 9/11 Air Quality
→ Page 19

ইরানে অন্তহীন যুদ্ধে ট্রাম্প!

মনোয়ারুল ইসলাম

ইরানের সাথে দীর্ঘস্থায়ী নির্বাচনের পথেই হাঁটছেন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আর এতে বিশ্বের শক্তিশালী ও ক্ষমতাধর রাষ্ট্রটি 'অন্তহীন যুদ্ধ বা ফরেভার ওয়ার' এর ঝুঁকিতে রয়েছে। এখান থেকে বেরিয়ে আসার কোনো স্পষ্ট পথ দেখা যাচ্ছে না। যুদ্ধের অর্থনৈতিক বোঝা যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ ভোক্তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। ৩ নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনেও শাসকদল রিপাবলিক্যান পার্টির ধরাশায়ী হবার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। তাও আবার এই ইরান যদ্ধের কারনেই। নির্বাচনী বৈতরনী পার হতে ও জনগনের আস্থা ফিরিয়ে আনতে অবশ্য ট্রাম্প বলেছেন, ৩ নভেম্বর মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর ইরান যুদ্ধের অবসান ঘটবে এবং জ্বালানির দাম কমবে। তাও আবার সাংবাদিকদেও বলেছেন, ডালাসে অনুষ্ঠিত রিপাবলিক্যান মিডটার্ম কনভেনশনে যাবার আগে 'এয়ারফোর্স ওয়ান' এ উঠার আগে। ডালাসে এই প্রশ্নের উত্তর জানতেই রিপাবলিক্যান প্রতিনিধিরা সেখানে অপেক্ষা করছিলেন।

প্রথম মেয়াদে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নিজেকে যুদ্ধ বিরোধী নেতা হিসেবে নিজেকে পরিচিত করেছিলেন। দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য নির্বাচনী প্রচারণাকালে বলেছিলেন, তিনি হবেন 'শান্তির প্রেসিডেন্ট'। তিনি নতুন কোনো যুদ্ধ শুরু করবেন না। বরং বিদেশের মাটিতে চলমান যুদ্ধগুলো বন্ধ করবেন। বিধিবাম, এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

ইরান যুদ্ধকে 'গোল আলু'র সাথে তুলনা করলেন ট্রাম্প

আজকাল রিপোর্ট

ইরান-ইউএস যুদ্ধকে 'গোল আলু'র সাথে তুলনা করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড টাম্প বললেন, এটা কোন যুদ্ধই না। গত ফেব্রুয়ারি থেকে চলা বিচ্ছিন্ন ও বিরতিহীন হামলাকে 'যুদ্ধ' বলা যাবে না-ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের এমন দাবির পক্ষেও তিনি যুক্তি তুলে ধরেন। ছোট আলু বলতে কি বলতে চেয়েছেন তার ব্যাখা দেননি। তবে অনেকে বলছেন, ছোট একটি যুদ্ধকেই বুঝাতে চেষ্টা করেছেন। ৪ সেপ্টেম্বর এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

আজ ৯/১১ ভয়াবহ হামলার ২৫ বছর

আজকাল রিপোর্ট

কেউ ভাবতেই পারেননি এমন বেদনাদায়ক একটি দিন অপেক্ষা করছে। এমন ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ সালের সকাল এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

প্রধানমন্ত্রীর সংবর্ধনা ২৫ সেপ্টেম্বর

ট্রাম্প-তারেকের সাক্ষাতের সম্ভাবনা

আজকাল রিপোর্ট

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে ২৫ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে নাগরিক সংবর্ধনা দেয়া হবে। যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনগুলোই এ অনুষ্ঠানের আয়োজক। বিশ্বখ্যাত টাইম স্কয়ারে অবস্থিত ম্যারিয়ট এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

পর্দা নামলো ৪০তম টরেন্টো ফোবানার

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশির অংশগ্রহণে ৪-৬ সেপ্টেম্বর কানাডার টরেন্টোতে অনুষ্ঠিত হয়েছে ৪০তম ফোবানা (ফেডারেশন অব বাংলাদেশি এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা) সম্মেলন। লেবার ডে উইকেন্ডে তিন দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্যদিয়ে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সুখ, সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের গল্প ও প্রবাসী জীবনের নানান চ্যালেঞ্জের কথা উচ্চারিত হয়েছে। সম্মেলনে অংশ নেন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডার প্রাবাসী এবং বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ব্যাবসায়িক অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যাক্তিত্বরা। তিন দিনের এ আয়োজনের মধ্যে প্রবাসে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে নতুন করে সংযোগ তৈরির পাশাপাশি প্রতিবেশি দুই দেশের প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির মধ্যেও সৌহার্দ্য গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখবে বলে মনে করেন আয়োজকরা।

টরেন্টোর ডন ভ্যালি হোটেলের হল কক্ষে গত ৪ সেপ্টেম্বর উপচেপড়া দর্শকদের উপস্থিতিতে জমকালো উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় ফোবানা চার দশকপূর্তীর এই সম্মেলন। প্রথম দিনেই বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও বিনোদন অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আজীবন সম্মাননা দেওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে কিংবদন্তি চিত্রনায়িকা ববিতা, জাদু শিল্পী জুয়েল আইচ, অভিনেত্রী শান্তা এরপর ১৫ পৃষ্ঠায়

ট্রাম্প মানচিত্রে নেই কানাডা, মেক্সিকো ও গ্রীনল্যান্ড

আজকাল রিপোর্ট

ইহাও কি সম্ভব? এটাই কি ম্যাগা (মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন) মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্বপ্ন? না কি পরিকল্পনা? নাকি অটোক্র্যাসি। সোমবার সকালে তাঁর এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

হোকুলকে 'হিজাব হোকুল' অ্যাখ্যায়িত

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কের গর্ভনর ক্যাথি হোকুলকে 'হিজাব হোকুল' বলায় রাজ্যজুড়ে তুমুল সমালোচনা ও বিতর্কের ঝড় বইছে। আর এ বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন খোদ যুক্তরাষ্ট্রের এরপর ২০ পৃষ্ঠায়

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR
ADULT DAYCARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
elderplan
Anthem
Hamaspik
RiverSpring Living
MetroPlus Health
SWH
Senior Whole Health
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
FUHAD HUSSAIN
CCO
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG
SHAH NAWAZ GROUP
Design by: ihopeprint.com, 929-536-7903
CONTACT US:
Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

নুরুল ইসলাম বাবুল-এর কলাম জিয়া থেকে তারেক: ৪৮ বছরে বিএনপির পথচলা
০৫ পৃষ্ঠায়

আশরাফুল হক রাজীব-এর কলাম সরকারের আকার আর কত বাড়বে
০৬ পৃষ্ঠায়

নিয়াজ মাহমুদ-এর কলাম দালিয়ান থেকে নিউইয়র্ক: জলবায়ু কূটনীতিতে বাংলাদেশের লড়াই
০৭ পৃষ্ঠায়

জাতিসংঘের স্বার্থেই কাজ করার শপথ নিলেন ড. খলিলুর রহমান

আজকাল রিপোর্ট

জাতিসংঘ ৮১তম সাধারণ পরিষদের (ইউএনজিএ) সভাপতি হিসেবে দায়িত্বভার নিতে গিয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান বলেন, জাতিসংঘে দায়িত্ব পালনকালে সংস্থার বাইরের কোনো সরকার বা অন্য কোনো উৎসের নির্দেশনা গ্রহণ করবেন না। সম্পূর্ণ সততা, আনুগত্য ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার করে তিনি জানিয়েছেন, জাতিসংঘের সনদ ও আচরণবিধি অনুযায়ী কেবল বৈশ্বিক এই সংস্থার স্বার্থেই তিনি সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। গত ৮ সেপ্টেম্বর, নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনে সভাপতি পদে আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণকালে তিনি এসব কথা বলেন। শপথ নেওয়ার পরপরই তিনি অধিবেশনের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমে সভাপতিত্ব শুরু করেন।

শপথ নেওয়ার সময় ড. খলিলুর রহমান বলেন, 'আমি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করছি, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতি হিসেবে আমার ওপর অর্পিত কর্তব্য ও কার্যাবলি সম্পূর্ণ আনুগত্য, বিচক্ষণতা এবং বিবেক ও সততার সঙ্গে পালন করব। জাতিসংঘের সনদ এবং সাধারণ পরিষদের সভাপতির আচরণবিধির আলোকে আমি শুধু জাতিসংঘের স্বার্থে এই কার্যাবলি সম্পাদন করব।' তিনি আরও স্পষ্ট করেন যে, দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তিনি জাতিসংঘের বাইরের কোনো সরকার বা অন্য কোনো পক্ষ থেকে কোনো ধরনের নির্দেশনা চাইবেন না বা গ্রহণ করবেন না। ড. খলিলুর রহমানের এ শপথ ও দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমে দীর্ঘ চার দশক পর সাধারণ পরিষদের সভাপতির পদ ফিরে পেল বাংলাদেশ। এর আগে ১৯৮৬- এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

আগামীর বাংলাদেশ সোসাইটি নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

আজকাল রিপোর্ট

'ভবিষ্যতে কেমন বাংলাদেশ সোসাইটি আমরা দেখতে চাই' শীর্ষক এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে নিউইয়র্কে। বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনের আগে এই তথ্যভিত্তিক মতবিনিময় এবারই প্রথম। গত ২১ আগস্ট জ্যাকসন হাইটসের সানাই রেস্টুরেন্টে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্টজনরা তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন 'ফাউন্ডেশন ফর বেটার ওয়ার্ল্ড'-এর প্রেসিডেন্ট এবং আহ্বায়ক ইঞ্জিনিয়ার আবদুস সোবহান। তিনি বলেন, আজকের প্যানেলে উপস্থিত অভিজ্ঞ নেতৃবৃন্দ ও কমিউনিটি প্রতিনিধিরা বিভিন্ন এরপর ৫২ পৃষ্ঠায়

সিডনিতে প্রথম বাংলাদেশি ডেপুটি মেয়র এলিজা রহমান

আজকাল রিপোর্ট

অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে নতুন এক ইতিহাসের সাক্ষী হলো বাংলাদেশি প্রবাসীরা। সিডনির ক্যামডেন সিটি কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হয়ে ইতিহাস গড়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এলিজা রহমান। স্থানীয় সময় গত মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কাউন্সিলরদের ভোটে তিনি ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হন। অস্ট্রেলিয়ার স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নারীর এমন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে আসীন হওয়ার ঘটনা প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে শুরু করে সিডনির বাংলাদেশি কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে চলছে অভিনন্দনের জোয়ার।

এলিজা রহমানের এই অর্জন শুধু একটি পদে নির্বাচিত হওয়ার ঘটনা নয়, অস্ট্রেলিয়ার মূলধারার স্থানীয় রাজনীতিতে এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে চট্টগ্রামের মেজবান

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে দোয়া মাহফিল ও চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবানের আয়োজন করা হয়। গত ৬ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক ধর্মপ্রাণ মানুষ অংশ নেন। এ অনুষ্ঠানে ধর্মীয় আলোচনা, মিলাদ ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন ইমাম কাজী কাইয়ুম। আয়োজকরা জানান, ঈদে মিলাদুন্নবী (সঃ) উপলক্ষে এ মেজবান ২০১২ সাল থেকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন স্টেট থেকে এ অনুষ্ঠানে সবাই অংশগ্রহণ করে। আয়োজন শুরুর প্রথম দিকে ৪শ-৫শ মানুষের মেজবান আয়োজন করা হলেও এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

চিকিৎসকের অবহেলায় ডা. ডোরার মৃত্যুর অভিযোগে স্মারকলিপি প্রদান

আজকাল রিপোর্ট

চিকিৎসায় অবহেলার অভিযোগে বাংলাদেশের চিকিৎসক ডা. ডোরা মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে বলে তার স্বজনরা অভিযোগ করেছেন। ঘটনায় সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্ত এবং ন্যায়বিচারের দাবিতে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের উদ্যোগে প্রতিবাদ সভা ও গণস্বাক্ষর কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ৯ সেপ্টেম্বর মিয়ামিতে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলের কাছে ডা. ডোরার মৃত্যুর ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও ন্যায়বিচারের দাবিতে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। ডা. ডোরা ঢাকার এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

সিলেট এমসি কলেজ এলামনাই অ্যাসোসিয়েশনের এলামনাই নাইট

আজকাল রিপোর্ট

সিলেট এম.সি. অ্যান্ড গভঃ কলেজ এলামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক'র বহুল প্রত্যাশিত এলামনাই নাইট-২০২৬ গত ৬ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের গুলশান টেরেসে আয়োজিত হয়। উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত এ বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি আজিজুর রহমান রোকন। এলামনাই নাইট-২০২৬-এর আহ্বায়ক ছিলেন আলতাফ চৌধুরী ইনবা, প্রধান সমন্বয়কারী ছিলেন দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী এবং সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করেন শাহনেওয়াজ চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে প্রাক্তন শিক্ষক-শিক্ষিকা, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, সম্মানিত অতিথি, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, কার্যকরী কমিটির এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কের কক্সবাজারবাসীর এডহক কমিটি গঠন

আজকাল রিপোর্ট

দীর্ঘ এক যুগের পর বিরোধের নিরসন ঘটিয়ে আবারো এক ছাতার নিচে আসছে নিউইয়র্কের কক্সবাজারবাসী। এ উপলক্ষে সব পক্ষ মিলে সংগঠনের কার্যক্রম গতিশীল করা ও আগামী নেতৃত্ব ঠিক করতে একটি এডহক কমিটি গঠন করেছে। গত ৩ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের সানাই রেস্টুরেন্টে এক বৈঠকে এ এডহক কমিটি গঠন করা হয়। প্রবীণ প্রবাসী ও কমিউনিটি সংগঠক মোহাম্মদ আল জুবায়ের মানিকের মধ্যস্থতায় বৈঠকে সকল পক্ষের নেতৃস্থানীয়রা অংশ নেন। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ প্রবাসী আবুল কালাম এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

JACKSON HEIGHTS OFFICE

GEHI & ASSOCIATES
Attorneys and Counselors at Law
www.gehilaw.com

ফ্রি কনসালটেশন

Naresh Gehi, Esq.

74-09-37th Ave, Suite:205, Jackson Heights, NY-11372. TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL: 718-764-6911

ইমিগ্রেশন ব্যাংক্র্যাপসি ক্রেডিট কার্ড মেটার ডিভোর্স চাইল্ড কাস্টডি চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন সিটিজেনশিপ সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং।

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

আমাদের রয়েছে বাঙালি স্টাফ, আমরা বাংলায় কথা বলি।

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTHING TO THEIR CREDITORS. PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTCOME.

আমরা ৭ দিন খোলা
We are open 7 days

Call: 718-263-5999

Asif Mortuza

• তুলনামূলকভাবে কম ফি • সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

NY INSURANCE BROKERAGE INC

আপনি কি TLC প্লেট নিতে চান??

NY INSURANCE দিচ্ছে আপনাকে সেই সুযোগ

যারা কোভিড-১৯ কালিন সময়ে (মার্চ ৭, ২০২০ থেকে সেপ্টেম্বর ১২, ২০২২)
প্লেট সারেন্ডার করেছেন কিন্তু নতুন করে প্লেট নেন নি,
তাদের জন্য টিএলসি নতুন করে প্লেট দিচ্ছে।

এই সুযোগ গ্রহন করতে চাইলে NY INSURANCE-এ দ্রুত যোগাযোগ করুণ

Design & Print by: Ihopeprint.com, 929-538-7903

CONTACT US:

SCAN ME

718-476-2025

71-16 35th Avenue, Jackson Heights, NY 11372

office@nyinsuranceb.com www.nyinsurancebrokerage.us

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশময় জাতিসংঘের ৮১তম অধিবেশন

বাংলাদেশ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতির আসনে এখন বাংলাদেশের ড. খলিলুর রহমান। আর কয়েক দিনের মধ্যেই একই মঞ্চে বাংলাদেশের সরকার প্রধান হিসেবে বক্তব্য রাখবেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। একজন সভাপতির আসনে বসে ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্রের বিতর্ক পরিচালনা করবেন। অন্যজন তুলে ধরবেন বাংলাদেশের জাতীয় অবস্থান ও স্বার্থ। একই মঞ্চে দুই বাংলাদেশ। জাতিসংঘ বাংলাদেশময়। একটি রাষ্ট্রের জন্য এর চেয়ে বড় কূটনৈতিক দৃশ্য খুব বেশি আসে না।

> অন্যজনের দায়িত্ব বাংলাদেশের স্বার্থ, নীতি ও প্রত্যাশা বিশ্বের সামনে তুলে ধরা। একজনের হাতে থাকবে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের হাতুড়ি। অন্যজনের কণ্ঠে থাকবে বাংলাদেশের জাতীয় অবস্থান। বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশ তাই এবার শুধু অতিথি নয়, মঞ্চের একেবারে কেন্দ্রে। চার দশক পর আবার বাংলাদেশের একজন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতির আসনে। আর সেই সময়েই দেশের সরকারপ্রধানও বিশ্বনেতাদের সামনে বাংলাদেশের কথা বলবেন।
> এ সুযোগ ইতিহাসে বারবার আসে না। এখন প্রশ্ন একটাই বাংলাদেশ কি এই ঐতিহাসিক মুহূর্তকে শুধু উদ্‌যাপন করবে, নাকি এটিকে দীর্ঘমেয়াদি কূটনৈতিক প্রভাব তৈরির সুযোগে পরিণত করবে? উত্তরটি নির্ভর করবে নিউইয়র্কের সেই একই মঞ্চে দুই বাংলাদেশের ভূমিকা কতটা বিচক্ষণ, ভারসাম্যপূর্ণ এবং দৃশ্যমান হয় তার ওপর

৮ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশন আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, পুরো এক বছরের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন বাংলাদেশের ড. খলিলুর রহমান।

জাতিসংঘ এখন এমন এক সময় পার করছে, যখন যুদ্ধ, ভূরাজনৈতিক বিভাজন, জলবায়ু সংকট, উন্নয়ন অর্থায়নের ঘাটতি এবং বহুপক্ষীয় ব্যবস্থার ওপর আস্থার সংকট একসঙ্গে চাপ তৈরি করছে। এমন সময়ে সাধারণ পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব হলো বিভক্ত রাষ্ট্রগুলোকে আলোচনার টেবিলে ধরে রাখা, মতপার্থক্যের মধ্যেও সংলাপের জায়গা তৈরি করা এবং সাধারণ পরিষদের মর্যাদা ও কার্যকারিতা ধরে রাখা। ড. খলিলুর রহমানের সামনে তাই শুধু সভাপতির চেয়ার নয়, আন্তর্জাতিক আস্থা ধরে রাখার পরীক্ষাও।

চার দশক পর আবার বাংলাদেশের একজন এই আসনে। পার্থক্য হলো, তখনকার বিশ্ব আর আজকের বিশ্ব এক নয়। স্নায়ুযুদ্ধের শেষ পর্বের সেই আন্তর্জাতিক রাজনীতির বদলে আজকের বিশ্ব বহুমেরুকেন্দ্রিক, সংঘাতপ্রবণ এবং অনেক বেশি বিভক্ত। এই বাস্তবতায় বাংলাদেশের একজন কূটনীতিকের জন্য সবচেয়ে বড় শক্তি হতে পারে তাঁর নিরপেক্ষতা।

ড. খলিলুর রহমান নির্বাচিত হওয়ার পর নিজ বক্তব্যে জোর দিয়েছেন অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ভারসাম্যপূর্ণ নেতৃত্বের ওপর। তিনি তাঁর দপ্তরে ভৌগোলিক, লিঙ্গ ও ভাষাগত ভারসাম্য নিশ্চিত করার কথা বলেছেন এবং ছোট দেশগুলোর প্রতিনিধিদের প্রয়োজনকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছেন। এখানেই তাঁর জন্য বড় সুযোগ।

কারণ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বড় শক্তিগুলোর পাশাপাশি ছোট ও উন্নয়নশীল দেশগুলোরও সমান ভোট রয়েছে। বাংলাদেশের নিজের অভিজ্ঞতাও উন্নয়নশীল বিশ্বের বহু দেশের সঙ্গে অভিন্ন। জলবায়ু পরিবর্তন, খাদ্য নিরাপত্তা, উন্নয়ন অর্থায়ন, অভিবাসন, ঋণ, বাণিজ্য এসব ইস্যুতে বাংলাদেশের অবস্থান বৃহত্তর গ্লোবাল সাউথের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে মিলে যায়। খলিলুর রহমানের সভাপতিত্বের সময়েই জাতিসংঘের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রক্রিয়া সামনে এসেছে। নতুন মহাসচিব নির্বাচন।

বর্তমান মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের মেয়াদ শেষ হচ্ছে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৬। ৮০তম অধিবেশনের সভাপতি আনালেনা বেয়ারবক ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মহাসচিব নির্বাচন প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করেছেন। এখন সেই প্রক্রিয়া হস্তান্তর করা হয়েছে ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি ড. খলিলুর রহমানের কাছে। এটি এরপর ২৭ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশ-চীন সম্পর্ক: এখনই সময় নতুন উচ্চতায় পৌঁছানোর

ড. মাহরুফ চৌধুরী

একটি রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থান পরিবর্তন করা যায় না, কিন্তু চাইলে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সেটাকে সুযোগ হিসেবে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা যায় এবং সেই অনুযায়ী দক্ষতা অর্জন করা যায়। যে রাষ্ট্র তার ভৌগোলিক অবস্থানের কৌশলগত গুরুত্ব বুঝতে পারে, সে রাষ্ট্র উন্নয়ন, বাণিজ্য, যোগাযোগ ও কূটনীতির নতুন পথ আবিষ্কার করে। আর যে রাষ্ট্র তা পারে না, সে অন্যদের ভূ-রাজনৈতিক কৌশলের উপকরণে পরিণত হয়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের 'বাস্তববাদী' দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের শেখায় যে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি অনেকাংশে নির্ভর করে তার অবস্থান, সংযোগ এবং কৌশলগত সক্ষমতার ওপর। বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী বাংলাদেশ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংযোগস্থলে অবস্থিত এমন এক ভূগোল, যা সঠিকভাবে কাজে লাগানো গেলে আমাদের দেশেটি আঞ্চলিক বাণিজ্য, জ্বালানি পরিবহন, সরবরাহ শৃঙ্খল এবং যোগাযোগ নেটওয়ার্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে। তাই একুশ শতকের পরিবর্তিত বিশ্ব বাস্তবতায় বাংলাদেশের সামনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর একটি হলো, আমরা কি আমাদের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানকে জাতীয় স্বার্থে অর্থাৎ নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার শক্তিতে রূপান্তর করতে পারব? বৈশ্বিক শক্তির প্রতিযোগিতা, ভারত মহাসাগরকেন্দ্রিক কৌশলগত পুনর্বিন্যাস, বাণিজ্যিক সরবরাহ শৃঙ্খলের পুনর্গঠন এবং আঞ্চলিক সংযোগের নতুন উদ্যোগগুলো এই প্রশ্নকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে। গণঅভ্যুত্থান-উত্তর প্রথম গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধানের চীন সফরের প্রেক্ষাপটে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদেরকে বাংলাদেশ-চীন সম্পর্কের দিকে নতুন করে তাকাতে হবে। কারণ আজকের বিশ্বে চীন কেবল রাজনৈতিক ও সামরিক দিক দিয়ে একটি ক্ষমতাধর রাষ্ট্রই নয়; এটি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি, বৃহত্তম উৎপাদন কেন্দ্র, অন্যতম বৃহৎ বাণিজ্যিক শক্তি এবং বৈশ্বিক অবকাঠামো বিনিয়োগের প্রধান উৎসগুলোর একটি। চীনের উদ্যোগে গড়ে ওঠা বন্দর, রেলপথ, সড়ক, জ্বালানি ও শিল্প অবকাঠামো ইতোমধ্যে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের বহু দেশের অর্থনৈতিক মানচিত্র বদলে দিয়েছে।

ফলে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের জন্য চীনের সঙ্গে সম্পর্কের প্রশ্নটি কোনো রাজনৈতিক আদর্শ বা আবেগনির্ভর বিষয় নয়; বরং এটি জাতীয় স্বার্থ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্বের জন্য আঞ্চলিক অবস্থান ও আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনীতিতে নিজস্ব অবস্থানকে শক্তিশালী করার প্রশ্ন। একটি আত্মবিশ্বাসী রাষ্ট্র কখনো একক নির্ভরতার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে না; বরং বহুমাত্রিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে নিজের কৌশলগত পরিসর প্রসারিত করে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও চীনের সঙ্গে সম্পর্ককে সেই বৃহত্তর বাস্তবতার আলোকে দেখতে হবে যেখানে অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রযুক্তি স্থানান্তর, শিল্পায়ন, বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং আঞ্চলিক সংযোগ একে অপরের পরিপূরক হয়ে জাতীয় সক্ষমতাকে শক্তিশালী করতে পারে। বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিবেশে এই সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় উন্নীত করার প্রশ্নটি তাই কেবল কূটনৈতিক সৌজন্যের বিষয় নয়; এটি বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক ও ভূরাজনৈতিক অবস্থান নির্ধারণের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত সিদ্ধান্ত। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের 'বাস্তববাদী' (রিয়েলিস্ট) তত্ত্ব আমাদের শেখায় যে রাষ্ট্রসমূহের স্থায়ী বন্ধু বা শত্রু থাকে না; আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কেন্দ্রে থাকে কেবল স্থায়ী জাতীয় স্বার্থ। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার 'অরাজক' (এনার্কিক) কাঠামোয় প্রতিটি রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব হলো নিজের নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং কৌশলগত সক্ষমতা নিশ্চিত করা। ফলে রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক আবেগ, আদর্শ কিংবা সাময়িক রাজনৈতিক পছন্দ-অপছন্দের ভিত্তিতে নয়; বরং জাতীয় স্বার্থের নিরিখে নির্ধারিত হয়। ব্রিটিশ রাষ্ট্রনায়ক লর্ড পামারস্টোনের (১৭৮৪-১৮৬৫) বহুল উদ্ধৃত বক্তব্যও একই সত্যকে প্রতিফলিত করে। অন্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'আমাদের কোনো এরপর ২০ পৃষ্ঠায়

> এই তিনটি নীতিকে সামনে রেখে যদি বাংলাদেশ আগামী দিনের কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক পথচলা নির্ধারণ করতে পারে, তাহলে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক শুধু দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং তা বাংলাদেশের বহুমাত্রিক উন্নয়ন, আঞ্চলিক নেতৃত্বের সম্ভাবনা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধির অন্যতম চালিকাশক্তিতে পরিণত হতে পারে। আর সেটিই হবে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির প্রকৃত সাফল্য যেখানে প্রতিটি রাষ্ট্রের সাথে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের চূড়ান্ত লক্ষ্য হবে একটি সমৃদ্ধ, আত্মমর্যাদাশীল, সার্বভৌম ও ভবিষ্যতমুখী বাংলাদেশ নির্মাণ

জিয়া থেকে তারেক: ৪৮ বছরে বিএনপির পথচলা

নুরুল ইসলাম বাবুল

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯৭৫ থেকে ১৯৮১-এই ছয় বছর কেবল ক্ষমতার পালাবদল, সামরিক অভ্যুত্থান ও পাল্টা অভ্যুত্থানের ইতিহাস নয়। এটি ছিল সদ্য স্বাধীন একটি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিচয়, অর্থনৈতিক দর্শন, প্রশাসনিক কাঠামো এবং পররাষ্ট্রনীতির পুনর্বিন্যাসের সময়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর রাষ্ট্রটি যে গভীর রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে, ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের পর সেই অস্থিরতার কেন্দ্রে উঠে আসেন সেনাবাহিনীর তৎকালীন প্রধান জিয়াউর রহমান। ১৯৭৭ সালে তিনি রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত হন এবং পরবর্তী চার বছরে বাংলাদেশের রাষ্ট্রচিন্তায় এমন কিছু পরিবর্তন আনেন, যার প্রভাব পরবর্তী কয়েক দশকের রাজনীতিতেও স্পষ্ট। তবে জিয়াউর রহমানের সময়কে কেবল 'উন্নয়নের যুগ' অথবা কেবল 'সামরিক শাসনের যুগ'-এই দুই সরল অভিধার কোনো একটিতে আটকে রাখা ইতিহাসের প্রতি সুবিচার হবে না। তাঁর শাসনামলে যেমন অর্থনীতি ও গ্রামীণ উন্নয়নে নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়, বহুদলীয় রাজনীতির ক্ষেত্রও সম্প্রসারিত হয়; তেমনি রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের পরিবর্তন, সামরিক বাহিনীর রাজনৈতিক ভূমিকা এবং ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের বিচার বন্ধের সাংবিধানিক বৈধতা তাঁর উত্তরাধিকারের গভীর বিতর্কিত অংশ।

জাতীয় পরিচয়ের পুনর্নির্মাণ ও স্বাধীন বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের সংবিধানে 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ', গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল রাষ্ট্র পরিচালনার চার মূলনীতি। জিয়াউর রহমানের সময় এই আদর্শিক কাঠামোতে বড় পরিবর্তন আসে। 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ'-এর পরিবর্তে 'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ'-এর ধারণা সামনে আনা হয়। এর কেন্দ্রে ছিল ভূখণ্ড ও নাগরিকত্বভিত্তিক পরিচয়-অর্থাৎ বাংলাদেশের রাষ্ট্রসীমার মধ্যে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে একটি পৃথক রাজনৈতিক জাতিসত্তার অধীনে সংজ্ঞায়িত করা। এই পরিবর্তনের একটি রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল সুস্পষ্ট। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের ভাষিক-সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে এটি বাংলাদেশের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রসত্তাকে সামনে আনতে চেয়েছিল। একই সঙ্গে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সাদৃশ্যের পাশাপাশি বাংলাদেশের পৃথক ভূরাজনৈতিক ও রাষ্ট্রিক পরিচয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

কিন্তু এই পরিচয় পুনর্গঠনের সঙ্গে ধর্মীয় মূল্যবোধও সাংবিধানিক কাঠামোয় প্রবেশ করে। সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম' যুক্ত হয় এবং 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' রাষ্ট্রনীতির অংশ করা হয়। একই সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতার সাংবিধানিক অবস্থান পরিবর্তিত হয় এবং মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদারের একটি নীতিগত ভিত্তি তৈরি হয়। পরে ১৯৭৯ সালের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৭৫ সালের পর সামরিক ফরমানের মাধ্যমে আনা এসব পরিবর্তনের সাংবিধানিক বৈধতা দেওয়া হয়।

এই পরিবর্তন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপরিচয়ের ক্ষেত্রে একটি দীর্ঘস্থায়ী আদর্শিক বিতর্কের জন্ম দেয়। এক পক্ষের কাছে এটি ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতার স্বীকৃতি; অন্য পক্ষের কাছে এটি ছিল মুক্তিযুদ্ধের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রদর্শন থেকে সরে যাওয়া।

স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা দ্রুত বেড়ে গিয়েছিল। শিল্পের জাতীয়করণ, খাদ্যসংকট, অবকাঠামোগত বিপর্যয় এবং প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণে অর্থনীতি বড় ধরনের সংকটে পড়ে। জিয়াউর রহমানের সময় অর্থনৈতিক নীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁক আসে। রাষ্ট্রের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগ, কৃষি উৎপাদন, শিল্প ও বিনিয়োগকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। তবে এটিকে সরাসরি 'মুক্তবাজার অর্থনীতি' বলা অতিসরলীকরণ। বরং রাষ্ট্রনির্ভর সমাজতান্ত্রিক কাঠামো থেকে একটি অপেক্ষাকৃত বাজারমুখী ও মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামোর দিকে বাংলাদেশের যাত্রা ত্বরান্বিত হয়। পরবর্তী কয়েক দশকে যে বেসরকারি খাত, রপ্তানিমুখী শিল্প ও উদ্যোক্তা অর্থনীতি বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির অন্যতম চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে, তার প্রাথমিক নীতিগত পরিবেশ তৈরির সঙ্গে এই সময়ের সম্পর্ক ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এই অর্থনৈতিক দর্শনের রাজনৈতিক রূপরেখা ছিল ১৯ দফা কর্মসূচি। ১৯৭৭ সালের ৩০ এপ্রিল ঘোষিত এই কর্মসূচিতে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা, আত্মনির্ভরতা, কৃষির উন্নয়ন, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা, জনসম্পৃক্ত প্রশাসন, শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা ও উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। খাল খনন থেকে কৃষির পুনরুজ্জীবন জিয়ার উন্নয়ন-দর্শনের সবচেয়ে দৃশ্যমান দিক ছিল গ্রাম ও কৃষিকে কেন্দ্র করে উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা। খাল খনন ও পুনঃখনন কর্মসূচি এর প্রতীক হয়ে ওঠে। শুষ্ক মৌসুমে সেচের পানির সংকট এবং বর্ষাকালে জলাবদ্ধতা-দুই সমস্যার মোকাবিলায় পানিসম্পদের ব্যবহার বাড়ানো ছিল এর অন্যতম উদ্দেশ্য। সমসাময়িক ও পরবর্তী গবেষণায় দেখা যায়, তাঁর সময়ে বিপুলসংখ্যক খাল পুনঃখনন করা হয় এবং ১৯৭৬-৭৮ সময়ে খাদ্যশস্য উৎপাদনেও এরপর ২৪ পৃষ্ঠায়

> এই উত্তরাধিকারকে তিনি কি নতুন প্রজন্মের আকাঙ্ক্ষা, প্রযুক্তিনির্ভর অর্থনীতি, প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্র এবং পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি নতুন রাষ্ট্রচিন্তায় রূপ দিতে পারবেন? এই প্রশ্নের উত্তর ভবিষ্যৎই দেবে। আর সেই ভবিষ্যৎ নির্ধারণের আগে নতুন প্রজন্মের জন্য জরুরি হলো ইতিহাসকে আবেগ দিয়ে নয়, তথ্য, যুক্তি ও সমালোচনামূলক দৃষ্টিতে পড়া। কারণ যে জাতি তার রাজনৈতিক অতীতকে বুঝতে শেখে, তার পক্ষেই নিজের ভবিষ্যৎকে নতুন করে নির্মাণ করা সম্ভব

Editor & Publisher : Shah Nawaz
Managing Editor : Rano Nawaz
City Editor : Anik Raj
General Manager : Abubakar Siddique

সম্পাদক ও প্রকাশক : শাহ্ নেওয়াজ
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : রানো নেওয়াজ
সিটি এডিটর : অনিক রাজ
জেনারেল ম্যানেজার : আবুবকর সিদ্দিকী

Weekly Ajkal
71-16 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372, USA.
Ph: 646-267-7751, Fax: 718-865-9130
web: www.ajkalnewyork.com
e-mail: ajkalnews@gmail.com

সরকারের আকার আর কত বাড়বে

আশরাফুল হক রাজীব

নতুন কাঠামোয় পেছনের দিকের গ্রেডের বেতন বেড়েছে বেশি। এজন্য বাহবা পাবে সরকার। কারণ, অন্য কমিশনের তুলনায় এবার একটু বেশিই বেড়েছে। নিম্ন পদের কর্মচারীদের বেতন বাড়িয়ে বৈষম্য কমিয়ে আনার চেষ্টা আপাতদৃষ্টিতে প্রশংসনীয়। আন্তবৈষম্যও সংকুচিত হবে। কিন্তু বেতন কাঠামো কি শুধু বৈষম্যের অঙ্ক দিয়ে বিচার করলে বড় একটি প্রশ্ন আড়ালে থেকে যায়। এ কাঠামো কতটা রাষ্ট্রের প্রশাসনিক দক্ষতা, উৎপাদনশীলতা ও দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক সক্ষমতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বেতনের ব্যবধান কমে আসাকে তাই একমাত্র ইতিবাচক সূচক হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। বরং বেতন কাঠামো নির্ধারণে দায়িত্ব, দক্ষতা, যোগ্যতা এবং কাজের জটিলতার বিষয়গুলোকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

প্রশাসনের নিম্ন স্তরের বিপুলসংখ্যক পদ নিয়ে নতুন করে ভাববার সময়ও এসেছে। প্রযুক্তির দ্রুত বিস্তারের ফলে একসময় যে কাজের জন্য একাধিক কর্মচারী প্রয়োজন হতো, এখন তার অনেকটাই অনায়াসে করা যায়। ই-ফাইলিংয়ের প্রসারে চতুর্থ শ্রেণির সহায়ক কর্মচারীদের কাজের প্রাসঙ্গিকতা কমেছে। বিশেষ করে কম্পিউটার অপারেটর, অফিস সহায়ক ও অন্যান্য সহায়ক পদে জনবল কাঠামো সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না- তা পর্যালোচনা জরুরি। প্রয়োজনে সরকার ব্যয় নিয়ন্ত্রণ কমিশন করতে পারে। বিএনপি সরকার ২০০১-০৬ মেয়াদে সাবেক মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক হাফিজ উদ্দীন খানের নেতৃত্বে এ ধরনের কমিশন করেছিল। তাদের পরামর্শে বিভিন্ন সংস্থা বিলুপ্ত হয় এবং একাধিক প্রতিষ্ঠান একীভূত হয়। রাজনৈতিক রেষারেষিতে পরে তা এগিয়ে নেওয়া হয়নি।

ব্যয় নিয়ন্ত্রণের অর্থ কর্মচারী ছাঁটাই? অবশ্যই তা নয়। স্বাভাবিক অবসর বা অন্যান্য প্রচলিতভাবে পদ শূন্য হওয়ার পর প্রয়োজনের অতিরিক্ত পদে নতুন নিয়োগ না দিয়ে ধীরে ধীরে জনবল কাঠামো পুনর্বিন্যাস করা যায়। একই সঙ্গে একজন দক্ষ কর্মী যাতে একাধিক কাজ সামলাতে পারেন, সে ধরনের আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা দরকার। অনেক দিন ধরেই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও উন্নত দেশে কমিয়ে আনা হচ্ছে সহায়ক কর্মীর সংখ্যা। জোর দেওয়া হচ্ছে পেশাদার ও প্রযুক্তিনির্ভর কর্মব্যবস্থায়।

জনতুষ্টির জন্য বেতন কাঠামো পরিবর্তন করা সহজ। কঠিন হলো এমন একটি কাঠামো তৈরি করা, যেখানে একজন কর্মচারীর বেতন তার দায়িত্ব, দক্ষতা ও অবদানের সঙ্গে যুক্ত থাকবে

তবে বেতনবৈষম্য কমানোর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। নিম্ন পদের কর্মচারীদের বেতন দক্ষতা ও দায়িত্বের তুলনায় বেশি হয়ে গেলে তা নতুন বিপদ ডেকে আনে। সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্মকর্তাদের বেতন তুলনামূলকভাবে কম থাকলে দীর্ঘমেয়াদে প্রশাসনে মেধা ধরে রাখা কঠিন হতে পারে। সরকারি চাকরির বেতন কাঠামো এমন হওয়া উচিত- যাতে অধিক দায়িত্ব ও দক্ষতার যথাযথ আর্থিক মূল্যায়ন হয়। পদের গরিমা নষ্ট না হয়।

এখানে বেসরকারি খাতের অভিজ্ঞতাও বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে। করপোরেট প্রতিষ্ঠানে সাধারণত দায়িত্ব, দক্ষতা ও ফলাফলের সঙ্গে পারিশ্রমিকের একটি সম্পর্ক থাকে। কারণ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য শুধু কর্মসংস্থান সৃষ্টি নয়, সীমিত জনবল দিয়ে সর্বোচ্চ উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করা।

সরকারি কর্মচারীরা রাষ্ট্রের সেবা দেন ঠিকই; কিন্তু তাদের বেতন-ভাতা শেষ পর্যন্ত জনগণের করের অর্থ থেকেই আসে। সরকার তাদের বাড়তি বেতন দিতে হয় ঋণ করবে অথবা অতিরিক্ত টাকা ছাপাবে। দুটোই মূল্যস্ফীতি বাড়াবে। এর সহজ ও সহনশীল সমাধান হচ্ছে রাজস্ব বাড়ানো। সেটা কোথা থেকে আসবে? এই আমজনতার পকেট থেকে। তবে সরকার এক্ষেত্রে বেসরকারি খাতকে উঠতে সাহায্য করার কৌশল নিতে পারে। প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপ করলে তারা বেশি আয় করবে এবং বেশি কর দেবে।

মূল্যস্ফীতি ও জীবনযাত্রার ব্যয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বেতন বাড়ানোর প্রয়োজন অবশ্যই আছে। কোন পদ প্রয়োজন, কোন পদ প্রযুক্তির কারণে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ছে, কোথায় জনবল কমানো সম্ভব, কোথায় দক্ষ জনবল বাড়ানো দরকার- এসব প্রশ্নের উত্তরও একই সঙ্গে খুঁজতে হবে।

জনতুষ্টির জন্য বেতন কাঠামো পরিবর্তন করা সহজ। কঠিন হলো এমন একটি কাঠামো তৈরি করা, যেখানে একজন কর্মচারীর বেতন তার দায়িত্ব, দক্ষতা ও অবদানের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। রাষ্ট্রও সেই ব্যয় বহন করতে পারবে। আধুনিক প্রশাসনের চ্যালেঞ্জ সেখানেই।

বেতন পুনর্নির্ধারণ করতেই হবে। সারা বিশ্বেই তা করা হয়। ভারতের মতো প্রতিবেশী দেশের তুলনায় বাংলাদেশের বেতন কাঠামো এখনো পিছিয়ে। তবে নতুন কাঠামো ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই বাজারে জিনিসপত্রের বাড়বাড়ন্ত এক অনাকাঙ্ক্ষিত বাস্তবতা। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, সরকারি কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির কারণে বাজারে এ এরপর ২৭ পৃষ্ঠায়

> কিন্তু সেই সফলতা আসা উচিত সমান প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে, বিশেষ সুবিধার মাধ্যমে নয়। কারণ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান দায়িত্ব কেবল শিক্ষার্থী নির্বাচন নয়; বরং সমাজকে একটি নৈতিক বার্তা দেওয়া যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ সব ধারার শিক্ষার্থীদের জন্য সমান; কিন্তু স্বীকৃতি অর্জিত হবে নিজ নিজ মেধা, শ্রম এবং যোগ্যতার মাধ্যমে। আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে তাই প্রশ্ন একটাই: সে কি তার শতবর্ষের প্রতিষ্ঠাদর্শন, সামাজিক ন্যায়বিচারের ঐতিহ্য এবং জনগণের বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে অর্জিত মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখবে, নাকি উচ্চশিক্ষায় দেশের মূলধারার শিক্ষার্থীদের বঞ্চিত করে বিশেষ ধারার শিক্ষার্থীদের ভর্তি সুযোগ তৈরি করার জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদানের একটি নজির স্থাপন করবে?

‘সব শালা কবি হতে চায়’

আবু জুবায়ের

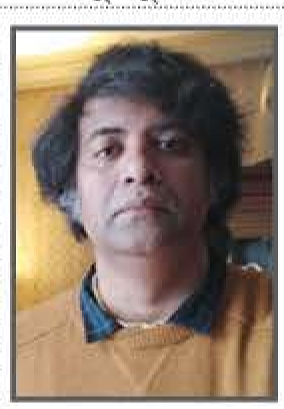

সব শালা কবি হতে চায়! বাংলাদেশে কবি হওয়ার পথটা বোধহয় এখন আর কবিতা দিয়ে তৈরি হয় না; তৈরি হয় ক্ষমতা, পদ-পদবি, সংবর্ধনা আর পরিচিতির সিঁড়ি দিয়ে। একটা সময় কবি হতে হলে বছরের পর বছর লিখতে হতো, কবিতার জন্য নিজের জীবনটাকে পোড়াতে হতো, পাঠকের প্রত্যাখ্যান সহ্য করতে হতো, সাহিত্যিক সমাজের কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হতো। এখন দৃশ্যপট অনেকটাই বদলে গেছে। এমপি হলেই কবি হওয়ার ইচ্ছা জাগে, মন্ত্রী হলেই কবিতা পাঠের মঞ্চ দরকার হয়, ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকলেই চারপাশে কবি-সাহিত্যিক জড়ো করে নিজের সাহিত্যিক পরিচয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন শুরু হয়।

এই রোগ অবশ্য আজকের নয়। এরশাদ আমলেই বাংলাদেশ দেখেছে ক্ষমতার সঙ্গে কবিত্বের এক অদ্ভুত সম্পর্ক। হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ রাষ্ট্রপতি থাকা অবস্থায় নিজেকে কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছিলেন; তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়েছে, তাঁকে ঘিরে সাহিত্যিক আয়োজন হয়েছে, রাষ্ট্রের প্রচারযন্ত্রও সেই কবি-পরিচয়কে সামনে এনেছে। সেই সময় কবি মোহাম্মদ রফিকের ‘খোলা কবিতা’ ক্ষমতাসীন শাসকের কবি হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষাকে তীব্র ব্যঙ্গের ভাষায় আঘাত করেছিল। অর্থাৎ ক্ষমতা ব্যবহার করে কবি হয়ে ওঠার প্রবণতা আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে নতুন কোনো আবিষ্কার নয়; শুধু চরিত্র বদলেছে, পদ্ধতি বদলেছে, দল বদলেছে।

আজ আবার সেই পুরোনো দৃশ্য নতুন সাজে ফিরে আসছে। সাম্প্রতিক সময়ে বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন এমপি ও মন্ত্রীর মধ্যে হঠাৎ কবি হয়ে ওঠার যে প্রবল আগ্রহ দেখা যাচ্ছে, তা দেখলে মনে হয় বাংলাদেশের রাজনীতিতে কবিত্বও বুঝি একটি রাজনৈতিক পদ। ক্ষমতায় থাকার সময় যাঁদের প্রধান পরিচয় ছিল রাজনীতিবিদ, মন্ত্রী বা সংসদ সদস্য, তাঁরা এখন কবি পরিচয়টিও বেশ জোরেশোরে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন। সমস্যা কবিতা লেখা নয়-কবিতা লিখবেন, অবশ্যই লিখবেন। রাজনীতিবিদও মানুষ, তাঁরও অনুভূতি আছে, তাঁরও কবিতা লেখার অধিকার আছে। সমস্যা শুরু হয় তখন, যখন রাষ্ট্রক্ষমতা, রাজনৈতিক প্রভাব ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করে সেই ব্যক্তিগত কবি-পরিচয়কে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়।

আরও বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, নিজেদের কবি প্রমাণ করার জন্য তাঁরা কখনো কখনো এমন কবিদেরও খুঁজে বেড়াচ্ছেন, যাঁরা রাজনৈতিকভাবে তাঁদের বিপরীত শিবিরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বা আওয়ামী লীগ-সমর্থক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁদের জন্মদিনে সংবর্ধনা, তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে ছবি, তাঁদের কাছ থেকে সাহিত্যিক স্বীকৃতি-সব মিলিয়ে যেন নিজের কবিত্বের জন্য একটি সার্টিফিকেট সংগ্রহের প্রতিযোগিতা। যে মানুষটি সারাজীবন শহীদ জিয়াউর রহমানকে কটাক্ষ করে কবিতা লিখেছেন বা রাজনৈতিকভাবে জিয়া-বিরোধী অবস্থান নিয়েছেন, তাঁর কাছ থেকেই যদি এখন নিজের কবি পরিচয়ের বৈধতা নেওয়া যায়, তাহলে রাজনীতির হিসাব-নিকাশ সত্যিই মজার জিনিস। গতকাল যিনি ছিলেন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, আজ তিনি হয়ে গেলেন সাহিত্যিক অভিভাবক; কারণ এখন দরকার কবি হিসেবে পরিচিতি।

এখানে প্রশ্নটা ব্যক্তির কবিতা লেখার অধিকার নিয়ে নয়। প্রশ্নটা হলো-ক্ষমতা কি সাহিত্যিক পরিচয় তৈরির হাতিয়ার হতে পারে? একজন মন্ত্রী যদি রাষ্ট্রের অধীন কোনো সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মঞ্চ ব্যবহার করে নিজের কবিতা পাঠের মহা আয়োজন করেন, সেখানে স্বাভাবিকভাবেই ঈড়হভষরপঃ ভত ওহঃবৎবংঃ-এর প্রশ্ন উঠবে। তিনি একই সঙ্গে রাষ্ট্রের একজন ক্ষমতাবান ব্যক্তি এবং একজন কবি। মঞ্চটি যদি সরকারি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের হয়, আয়োজন যদি রাষ্ট্রের ক্ষমতার বলয়ে হয়, উপস্থিতি যদি প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে নিশ্চিত হয়, তাহলে সেটি নিছক সাহিত্যিক অনুষ্ঠান থাকে কোথায়? তখন সেটি ব্যক্তিগত সাহিত্যিক ব্র্যান্ডিংয়ের অনুষ্ঠান হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি করে।

কবিতা তো ক্ষমতার অলংকার হওয়ার কথা নয়। কবিতা ক্ষমতাকে প্রশ্ন করবে, ক্ষমতার সামনে দাঁড়াবে, অন্যায় দেখলে অস্বস্তি তৈরি করবে। অথচ আমাদের দেশে বারবার এমন এক সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে যেখানে ক্ষমতাবান মানুষ কবিদের কাছে নিজের কবিত্বের স্বীকৃতি চান, আর কবিরাও কখনো কখনো ক্ষমতার কাছ থেকে মঞ্চ, পুরস্কার, সংবর্ধনা ও সুযোগ পাওয়ার আশায় সেই স্বীকৃতির মালা পরিয়ে দেন। ফলে সাহিত্য আর সাহিত্য থাকে না; তৈরি হয় এক ধরনের সাংস্কৃতিক দরবার।

এরশাদ আমল আমাদের সেই দরবারের ইতিহাস দেখিয়েছে। রাষ্ট্রক্ষমতার ছায়ায় কবি হয়ে ওঠার সেই প্রচেষ্টা তখন প্রবল হাস্যরস ও প্রতিবাদের জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু এত বছর পরও যদি আমরা একই দৃশ্য দেখি, তাহলে বুঝতে হবে সমস্যাটি কোনো একটি দলের নয়; সমস্যাটি আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির গভীরে। ক্ষমতায় যে-ই আসুক, তার চারপাশে একটি সাংস্কৃতিক বলয় তৈরি হয়। কেউ মন্ত্রী থেকে কবি হন, কেউ রাষ্ট্রপতি থেকে কবি হন, কেউ রাজনৈতিক নেতা থেকে সাহিত্যিক হন। তারপর শুরু হয় সংবর্ধনা, স্মারকগ্রন্থ, কবিতা পাঠ, বিশেষ সংখ্যা, সাহিত্য সম্মেলন। একসময় মনে হয়-দেশে এরপর ২৯ পৃষ্ঠায়

> আপনি একশোটি কবিতা লিখতে পারেন, দশটি বই প্রকাশ করতে পারেন, একশো জন কবিকে ডেকে নিজের জন্মদিনে সংবর্ধনা দিতে পারেন-তবু পাঠক যদি আপনার কবিতায় কবিতা না পান, আপনি কবি হয়ে যাবেন না। আবার কোনো মন্ত্রী বা এমপি সত্যিই ভালো কবিতা লিখলে তাঁকে কবি বলতে আপত্তিরও কোনো কারণ নেই। কবিতার বিচার হওয়া উচিত কবিতায়, লেখকের রাজনৈতিক পরিচয়ে নয়। সমস্যা তখনই, যখন ক্ষমতা সাহিত্যিক মূল্যায়নের বিকল্প হয়ে দাঁড়ায়। যখন মন্ত্রী হওয়া কবি হওয়ার প্রমাণ হয়ে যায়। যখন সরকারি মঞ্চে কবিতা পাঠ করলেই মনে করা হয় সাহিত্যিক মর্যাদা অর্জিত হয়েছে। যখন রাজনৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে সাহিত্যিক পরিচয় জুড়ে দিয়ে একজন ব্যক্তি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। তখন প্রশ্ন করতেই হয়-আপনি কবি হতে চাইছেন, নাকি কবি হিসেবে পরিচিত হতে চাইছেন?

দালিয়ান থেকে নিউইয়র্ক: জলবায়ু কূটনীতিতে বাংলাদেশের লড়াই

তখন বাংলাদেশ আর শুধু বলবে না 'আমরা ক্ষতিগ্রস্ত।' বলবে 'আমরা ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু আমরা প্রস্তুত। আমরা বিনিয়োগ চাই, প্রযুক্তি চাই, ন্যায্য অর্থায়ন চাই। আর সেই সহযোগিতাকে বাস্তব ফলাফলে রূপ দেওয়ার সক্ষমতাও আমাদের আছে।' এটাই হবে নতুন বাংলাদেশের জলবায়ু কূটনীতির সবচেয়ে শক্তিশালী বার্তা। বিশ্বের কাছে সহানুভূতি চাওয়ার দিন শেষ করার অর্থ এই নয় যে বাংলাদেশের ক্ষতির কথা আর বলা হবে না। বরং ক্ষতির নৈতিক দাবিকে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক শক্তিতে রূপান্তর করতে হবে। দালিয়ানে সেই রাজনৈতিক বার্তা শুরু হয়েছে। এখন নিউইয়র্কে তার হিসাব চাইতে হবে। আর শেষ পর্যন্ত ঢাকায় তার ফল দেখাতে হবে। কারণ জলবায়ু কূটনীতিতে বক্তৃতা দরজা খুলতে পারে; দরকষাকষি অর্থ আনতে পারে; কিন্তু বাস্তবায়নই একটি দেশের নেতৃত্বের প্রমাণ দেয়

নিয়াজ মাহমুদ

চীনের দালিয়ানে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান যে বার্তা দিয়েছেন, সেটি ছিল অবস্থান জানানোর বার্তা। নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের মঞ্চ হতে পারে সেই অবস্থানকে আন্তর্জাতিক দরকষাকষির শক্তিতে পরিণত করার জায়গা। আর ঢাকায় সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তব প্রকল্পে রূপ নেওয়াই হবে সবচেয়ে বড় পরীক্ষা।

এই তিনটি যদি একই সুতোয় বাঁধা যায়, তাহলে বাংলাদেশ সত্যিই জলবায়ু কূটনীতিতে নতুন অবস্থান তৈরি করতে পারে। বাংলাদেশ বহুদিন ধরেই জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরিচিত।

এই পরিচয়ের পেছনে বাস্তবতা আছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, উপকূলীয় লবণাক্ততা, নদীভাঙন, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা ও জলবায়ুজনিত বাস্তুচ্যুতি বাংলাদেশের মানুষের জীবন ও অর্থনীতির ওপর বড় চাপ তৈরি করছে। কিন্তু শুধু ক্ষতির কথা বললে গল্পের অর্ধেক বলা হয়। অন্য অর্ধেক হলো বাংলাদেশ কী করতে পারে এবং বিশ্বকে কী দিতে পারে।

চীনের দালিয়ানে প্রধানমন্ত্রী সেই দ্বিতীয় গল্পটি সামনে এনেছেন। বাংলাদেশ শুধু জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিগ্রস্ত দেশ নয়; জলবায়ু অভিযোজন, সবুজ অর্থনীতি এবং সহনশীল উন্নয়নের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে চায়। এই বার্তা বাংলাদেশের কূটনীতিতে একটি ইতিবাচক পরিবর্তনের ইঙ্গিত। কারণ জলবায়ু এখন আর শুধু পরিবেশের বিষয় নয়।

এটি বিনিয়োগের বিষয়। জ্বালানি নিরাপত্তার বিষয়। এটি প্রযুক্তির বিষয়। কর্মসংস্থানের বিষয়। এটি বাণিজ্যের বিষয়। এমনকি ভূরাজনীতিরও বিষয়।

তাই দালিয়ানের বক্তব্যকে শুধু জলবায়ুবিষয়ক বক্তৃতা হিসেবে দেখলে ভুল হবে। এটি ছিল বাংলাদেশকে একটি সম্ভাবনাময় সবুজ অর্থনীতির অংশীদার হিসেবে তুলে ধরার প্রচেষ্টা।

কিন্তু বক্তব্যের পরের ধাপ কী? নিউইয়র্ক। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশন বাংলাদেশের জন্য একটি বিশেষ সুযোগ তৈরি করেছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান এই অধিবেশনের সভাপতি। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানও নতুন সরকারের পর প্রথমবারের মতো সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে অংশ নিচ্ছেন।

এটি কেবল প্রটোকল বা মর্যাদার বিষয় নয়। এটি কূটনৈতিক পুঁজি। এই মঞ্চে বাংলাদেশের জলবায়ু কূটনীতিকে এবার আরও স্পষ্ট লক্ষ্য নিয়ে এগোতে হবে। বাংলাদেশ কত টাকা জলবায়ু অর্থায়ন চাইছে, শুধু সেটি নয়। কী ধরনের অর্থায়ন চাইছে, সেটিও বলতে হবে। অনুদান কত? স্বল্পসুদের ঋণ কত? প্রযুক্তি হস্তান্তর কীভাবে হবে? বেসরকারি বিনিয়োগ কীভাবে আসবে? ক্ষয়ক্ষতি তহবিল থেকে অর্থ কীভাবে দ্রুত পাওয়া যাবে?

অর্থাৎ এবার আবেদনের ভাষা থেকে দরকষাকষির ভাষায় যেতে হবে। কারণ আন্তর্জাতিক জলবায়ু রাজনীতিতে প্রতিশ্রুতির অভাব নেই। অভাব বাস্তব অর্থপ্রবাহে।

বছরের পর বছর উন্নয়নশীল দেশগুলো জলবায়ু অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি শুনেছে। কিন্তু প্রতিশ্রুতি আর হাতে পাওয়া অর্থ এক জিনিস নয়। তাই বাংলাদেশের উচিত হবে শুধু নতুন প্রতিশ্রুতি সংগ্রহ না করে পুরনো প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়নের হিসাবও চাওয়া।

এখানে বাংলাদেশ একা নয়। বৈশ্বিক দক্ষিণের বহু দেশ একই সমস্যার মুখোমুখি। বাংলাদেশ চাইলে জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর একটি কার্যকর কূটনৈতিক জোট গড়ে তুলতে পারে।

এটি বাংলাদেশের কণ্ঠকে আরও শক্তিশালী করবে। তবে নিউইয়র্কে দরকষাকষি করতে হলে ঢাকার হাতেও কিছু থাকতে হবে। এটাই তৃতীয় ধাপ বাস্তবায়ন।

বাংলাদেশ যদি আন্তর্জাতিক মঞ্চে বলে যে আমরা সবুজ অর্থনীতির দিকে যাচ্ছি, তাহলে দেশের বিদ্যুৎ খাতে তার প্রমাণ থাকতে হবে। যদি জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামোর কথা বলা হয়, তাহলে নদী, উপকূল ও নগর ব্যবস্থাপনায় তার বাস্তব প্রতিফলন থাকতে হবে।

ছাদভিত্তিক সৌরবিদ্যুৎ এ ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হতে পারে।

সরকার ব্যাটারিসহ রুফটপ সোলার ব্যবস্থায় বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি করেছে। নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে দেওয়ার সুযোগ এবং তার বিনিময়ে অর্থ পাওয়ার ব্যবস্থা মানুষকে বিদ্যুৎ ব্যবহারের ভোক্তা থেকে উৎপাদক হওয়ার সুযোগ দিচ্ছে। এটি ছোট কোনো পরিবর্তন নয়।

যদি দেশের লাখ লাখ ছাদ বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করে, তাহলে একটি বিকেন্দ্রীভূত জ্বালানি ব্যবস্থা তৈরি হতে পারে। এতে আমদানি করা জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর চাপ কমবে, বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের সুযোগ তৈরি হবে এবং পরিচ্ছন্ন জ্বালানির ব্যবহার বাড়বে। সবচেয়ে বড় কথা, জলবায়ু নীতি মানুষের ঘরে পৌঁছাবে।

একজন নাগরিক তখন জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা করবেন নিজের ছাদে সৌর প্যানেল বসিয়ে। এটাই হতে পারে বাংলাদেশের জলবায়ু কূটনীতির সবচেয়ে শক্তিশালী ইতিবাচক বার্তাগুলোর একটি।

কিন্তু এখানেও প্রশ্ন আছে। সুবিধা ঘোষণা করা হয়েছে-মানুষ কতটা সহজে তা পাবে? আবেদন কি সহজ হবে? গ্রিড সংযোগ কত দ্রুত হবে? উদ্বৃত্ত বিদ্যুতের মূল্য কি সময়মতো পাওয়া যাবে? ব্যাংক কি সহজ অর্থায়ন করবে? সৌর প্যানেল ও ব্যাটারির মান কে নিশ্চিত করবে? এসব প্রশ্নের সমাধান না হলে ভালো নীতি কাগজেই আটকে থাকবে।

তাই বাস্তবায়নের অর্থ শুধু প্রকল্প শেষ করা নয়। বাস্তবায়নের অর্থ হচ্ছে, একজন সাধারণ মানুষ এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

ভালোবাসা সবার তরে,
ঘৃণা নয়কো কারো পরে

Love for all, hatred for none

বাংলাডেস্ক যুক্তরাষ্ট্রের ভূবনে স্বাগতম

For more information contact:
Bait-uz-Zafar 188-15 McLaughlin Ave, Hollis NY 11423
(347) 530-5791

بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১৪ই জুন, ২০২৪ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় 'বনু নযীর' এর যুদ্ধের ঘটনা বিশদভাবে উল্লেখ করেন এবং দু'জন শহীদের স্মৃতিচারণের পাশাপাশি পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য বিশেষভাবে দোয়ার আহ্বান জানান।

তাশাহুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, আজ বনু নযীরের যুদ্ধের কিছু ঘটনা বর্ণনা করবো। বনু নযীর গোত্রের পরিচিতি হলো, এরা মদীনার ইহুদীদের একটি বংশ ছিল। কোনো কোনো ঐতিহাসিক লিখেছেন, বনু নযীর খয়বরের ইহুদীদের একটি গোত্র ছিল এবং তাদের বসতিকে যাহরা বলা হতো। মহানবী (সা.) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন বনু নযীর গোত্রের নেতা ছিল হুয়াই বিন আখতাব। তার পিতৃপুরুষের ষষ্ঠ প্রজন্মে নযীর বিন শাহামের নাম পাওয়া যায়, যার নামে এই গোত্রটি বনু নযীর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়া (রা.) বনু নযীরের নেতা হুয়াই বিন আখতাবের কন্যা ছিলেন। ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে লেখা আছে, হুয়াই বিন আখতাবের বংশধারা হযরত মূসা (আ.)-এর ভাই হযরত হারূন (আ.)-এর সাথে গিয়ে মিলিত হয়। হুয়াই এর বংশে কতিপয় ব্যক্তি নবুওয়্যতের সম্মানে ধন্য হয়েছিলেন, যাদের কারণে সে গর্বিত ছিল। আর এই অহংকারের কারণেই সে বলতো, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি ইহকালেও দয়ালু এবং পরকালেও আমাদের প্রতি স্নেহ ও অনুগ্রহ করবেন। তিনি আমাদেরকে পাপের কারণে কয়েকদিন শাস্তি দিবেন, অবশেষে জান্নাতই হবে আমাদের স্থায়ী নিবাস। এই বংশীয় আত্মগরিমা ও ঔদ্ধত্যের কারণেই হুয়াই মহানবী (সা.)-এর শিক্ষামালা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। অবস্থানের নিরিখে বনু নযীর গোত্রটি মসজিদে কুবা থেকে আধা মাইল দূরে উত্তর পূর্ব দিকে (অবস্থিত) ছিল। আর মদীনার মধ্যভাগে এর বসতি প্রথমে আসতো এবং মসজিদে কুবা এর থেকে কিছুটা দূরত্বে দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত ছিল।

চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল (মাসে) বনু নযীরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এক তথ্য অনুসারে এটি উহুদের যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা আর ইমাম বুখারীর তথ্যও এটিই। তবে ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে একথাও লিখেছেন যে, ইবনে ইসহাকের মতে এই যুদ্ধ উহুদ ও বি'রে মা'উনার পরে হয়েছিল। যদিও আল্লামা ইবনে কাসীর ছাড়াও অধিকাংশ ঐতিহাসিক এবং জীবনীকার বলেছেন, উহুদের যুদ্ধের পরেই বনু নযীরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। বনু নযীরের যুদ্ধের প্রেক্ষাপট হলো, মক্কার কুরাইশ কাফিররা বদরের যুদ্ধের পূর্বে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল এবং অওস ও খাযরাজ গোত্রের অন্যান্য প্রতিমাপূজারীদের লিখেছিল, [তখন মহানবী (সা.) মদীনায় ছিলেন।] তোমরা আমাদের নবীকে আশ্রয় দিয়েছ। মদীনায় তোমাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। আমরা শপথ করে বলছি, হয় (তোমরা) তাদের সাথে যুদ্ধ করো অথবা তাদেরকে নিজেদের শহর থেকে বহিষ্কার করো; নতুবা আমরা গোটা আরবকে ঐক্যবদ্ধ করে তোমাদের ওপর আক্রমণ করবো। তোমাদের যোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ করবো, তোমাদের নারী ও শিশুদের (নির্মমভাবে) হত্যা করবো। যখন ইবনে উবাই এবং অন্য প্রতিমাপূজারীরা এই পত্র পায় তখন তারা একে অপরকে বার্তা পাঠায় এবং মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য দৃঢ় সংকল্প করে। এই সংবাদ পাওয়ার পর মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের একটি দলকে নিয়ে মদীনার নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি (সা.) বলেন, কুরাইশরা তোমাদেরকে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে পত্র লিখেছে। এই পত্র তোমাদেরকে কোনো ধোঁকায় যেন না ফেলে, পাছে তোমরা স্বয়ং ধোঁকা ও প্রতারণার শিকার হয়ে নিজেদেরই ভাই ও পুত্রদের সাথে আবার যুদ্ধ করতে না আরম্ভ করো। মহানবী (সা.)-এর একথা শোনে তারা বিষয়টি অনুধাবন করতে পারে এবং নিজেদের সংকল্প স্থগিত করে আর ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এভাবে মক্কার কুরাইশের এই হুমকি আর শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি।

এরপর কুরাইশরা বদরের যুদ্ধের পর ইহুদীদের কাছে একটি পত্র লিখে যে, তোমাদের কাছে অস্ত্র আছে আর তোমরা দুর্গেরও মালিক। হয় তোমরা আমাদের সহযোগী হয়ে যুদ্ধ করো নতুবা আমরা তোমাদের ওপর আক্রমণ করবো এবং তোমাদের পুরুষদেরকে হত্যা করবো আর তোমাদের নারীদেরকে আমাদের দাসী বানাবো। এই পত্র যখন ইহুদীদের কাছে পৌঁছায় তখন বনু নযীর গোত্র মহানবী (সা.)-কে ধোঁকা দেয়ার জন্য সম্মত হয়, কেননা ইহুদী গোত্রগুলো তো আগে থেকেই সুযোগ খুঁজছিল যাতে মুসলমানদের আধিপত্য ও ক্ষমতার যতদ্রুত সম্ভব অবসান করা যায়। এ পর্যায়ে তারা এমন দুরভিসন্ধি করার চিন্তা করে যাতে মহানবী (সা.)-কে নাঊযুবিল্লাহ্ হত্যা করা যায়। অতএব, তারা তাঁর সমীপে সংবাদ প্রেরণ করে যে, আপনি আপনার ত্রিশজন সাহাবীকে নিয়ে আসুন, আমাদের ত্রিশজন আলেমও আপনার সামনে উপস্থিত হবে; এমনকি আমরা এমন এক স্থানে মিলিত হবো যা আমাদের এবং আপনাদের পছন্দের হবে। আমাদের লোকেরা আপনার কথা শুনবে। তারা যদি আপনাকে সত্যায়ন করে অর্থাৎ ইহুদী আলেমরা যদি আপনার প্রতি ঈমান আনয়ন করে তাহলে আমরাও আপনার প্রতি ঈমান আনব। পরের দিন মহানবী (সা.) ত্রিশজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ত্রিশজন ইহুদী আলেমও তাঁর কাছে আসে। ইহুদীরা যখন খোলা প্রান্তরে আসে তখন তারা পরস্পরকে বলে, তোমরা তাঁর ওপর কীভাবে আক্রমণ করবে? কেননা তাঁর সাথে ত্রিশজন সঙ্গী রয়েছেন। ত্রিশজন সঙ্গীর উপস্থিতিতে আক্রমণ করা তো কঠিন আর তারা এমন সঙ্গী, যারা তাঁর জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করবে না। তখন ইহুদীরা তাঁর কাছে পুনরায় এই সংবাদ প্রেরণ করে যে, আমরা ষাটজন পরস্পর কীভাবে প্রজ্ঞাপূর্ণ আলোচনা করবো? আপনি এক কাজ করুন, তিনজন সঙ্গীকে নিয়ে আসুন আর আমরাও আমাদের তিনজন আলেমকে নিয়ে আসবো, তারা আপনার আলোচনা শুনবে। তখন তিনি (সা.) তিনজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে আসার প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন। তিনজন ইহুদী আলেমও রওয়ানা হয় আর ঐ ইহুদীদের কাছে খঞ্জর বা ধারালো ছুরি ছিল। তারা মহানবী (সা.)-এর ওপর আক্রমণ করতে চাচ্ছিল। যাহোক, মহানবী (সা.) যাত্রার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, ইতিমধ্যেই বনু নযীরের একজন হিতাকাঙ্ক্ষী নারী একজন আনসারী মুসলমানকে এবং পরে মহানবী (সা.)-কে বনু নযীরের সকল ষড়যন্ত্রের কথা বলে দেয়। তাই মহানবী (সা.) ইহুদীদের কাছে না গিয়ে মদীনায় ফেরত চলে আসেন।

এই যুদ্ধের আরেকটি কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে একজন রচয়িতা লিখেছেন, বনু নযীর গোত্র সংগোপনে কুরাইশের কাছে বার্তা পাঠায় আর তাদেরকে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্ররোচিত করে এবং তাদেরকে মুসলমানদের প্রতিরক্ষা-খাতের কিছু দুর্বলতার কথাও জানিয়ে দেয়। কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী উহুদের যুদ্ধের পূর্বে ইহুদীরাও মক্কার কুরাইশকে চরমভাবে উত্তেজিত করেছিল যার ফলশ্রুতিতে উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

এ যুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎক্ষণিক কারণ এটিও বর্ণনা করা হয় যে, বি'রে মা'উনা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় যখন হযরত আমর বিন উমাইয়্যা যামরী (রা.) বনু আমেরের দু'জনকে হত্যা করেছিলেন যাদের সাথে মুসলমানদের সন্ধিচুক্তি ছিল, তাই তাদেরকে রক্তপণ প্রদান আবশ্যক ছিল। এ উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.) বনু নযীরের কাছে গিয়েছিলেন, কেননা মহানবী (সা.) ইহুদীদের সাথে যে সন্ধিচুক্তি করেছিলেন এর একটি ধারায় ছিল, 'আইন্না'ওয়ানুহু ফীল্ দিয়াত' অর্থাৎ তারা রক্তপণের ব্যাপারে মুসলমানদের সাথে সহযোগিতা করবে। এই ঘটনার বিশদ বিবরণ হলো, হযরত আমর বিন উমাইয়্যা যামরী (রা.) যখন মহানবী (সা.)-এর নিকট এসে পুরো বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন তখন তিনি (সা.) বলেন, তুমি খুবই অন্যায় কাজ করেছ। তাদের সাথে আমাদের চুক্তি এবং নিরাপত্তার শর্ত ছিল। হযরত আমর বিন উমাইয়্যা যামরী (রা.) বলেন, আমি এই সন্ধিচুক্তির বিষয়টি জানতাম না। আমি তাদেরকে মুশরিক মনে করতাম আর তাদের গোত্র আমাদের সাথে প্রতারণাও করেছে। হযরত আমর (রা.) তাদের মালপত্র এবং কাপড়-চোপড় সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন। মহানবী (সা.) তাকে নির্দেশ দেন তাদের মালপত্র এবং কাপড়-চোপড় যেন তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের কাছে ফেরত পাঠানো হয়। মহানবী (সা.) রক্তপণ সহ সেগুলো পাঠিয়ে দেন। মহানবী (সা.) শনিবার দিন বনু নযীর গোত্রের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন, মসজিদে কুবায় নামায পড়েন। প্রায় দশজনের মতো মুহাজির ও আনসার সাহাবী মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন। তিনি (সা.) বনু নযীরকে তাদের বৈঠকে উপবিষ্ট দেখতে পান। তিনিও তখন সেখানে আসন গ্রহণ করেন যাতে করে মৃত দুই ব্যক্তির রক্তপণ আদায়ের ব্যাপারে তাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন, যেন তারা দু'জন নিহত ব্যক্তির রক্তপণ পরিশোধে তাঁকে সহযোগিতা করে।

এই যুদ্ধাভিযানের কারণ কি ছিল এ ব্যাপারে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম, এ (রা.)'র একটি তথ্য পাওয়া যায় যা থেকে বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হয়। তিনি (রা.) লিখেন, এই যুদ্ধের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে প্রসিদ্ধ হাদীসবেত্তাগণ বিভিন্ন আঙ্গিক তুলে ধরেছেন আর এ কারণেই এই যুদ্ধ ঠিক কখন আরম্ভ হয়েছিল সে ব্যাপারেও ভিন্নমত রয়েছে। বনু নযীরের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন যুদ্ধের সূচনা হয়েছে। সকল ঘটনাই ভিন্ন ভিন্ন সময় ও স্থান সাপেক্ষে সঠিক। কিন্তু সর্বশেষ যুদ্ধ সেটি ছিল যা বনু আমেরের দু'জন ব্যক্তির রক্তপণ আদায়ের সময় আরম্ভ হয়েছিল, বাকি আল্লাহ্ই ভালো জানেন। রক্তপণ আদায়ের ব্যাপারে মহানবী (সা.) একদল সাহাবীকে নিয়ে বনু নযীরের নিকট উপস্থিত হন এবং চুক্তি অনুসারে রক্তপণ আদায়ের বিষয়টি তাদের কাছে উত্থাপন করেন। তারা বলে, হ্যাঁ, আবুল কাসেম! আপনি খাবার খেয়ে নিন এরপর আমরা এ ব্যাপারে কথা বলছি। এভাবে বাহ্যিকভাবে ইহুদীরা খুবই হাস্যোজ্জ্বলভাবে মহানবী (সা.)-এর সাথে কথা বলে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তারা মহানবী (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করতে থাকে। তখন তিনি (সা.) তাদের বাড়ির এক দেয়ালের পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। একজন বর্ণনাকারী ইহুদীদের মহানবী (সা.)-কে হত্যার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন, বনু নযীরের সর্দার হুয়াই বলে, "হে ইহুদীর দল! মুহাম্মদ (সা.) তাঁর কতিপয় সাথীকে নিয়ে তোমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে, তাদের সংখ্যা দশজনেরও কম। এই বাড়ির ছাদে উঠে বড় একটি পাথর ফেলে মুহাম্মদকে (সা.)-কে হত্যা করো, তোমরা এর চেয়ে উত্তম সুযোগ আর কখনো পাবে না। যদি তাকে মেরে ফেলতে পারো তাহলে তার সঙ্গীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে। মক্কা থেকে আসা তোমাদের সাথীরা মক্কায় ফিরে যাবে এবং এখানে শুধু অওস ও খাযরাজ থাকবে, যারা তোমাদেরই মিত্র। তাই তোমরা যা করতে চাও, এখনই করো"। একথা শুনে এক দুর্ভাগা ইহুদী আমর বিন জাহাশ বলে, "আমি বাড়ির ছাদে উঠে পাথর ফেলে মুহাম্মদ (সা.)-কে (নাঊযুবিল্লাহ্) হত্যা করবো"। যখন এসব সলাপরামর্শ করা হচ্ছিল তখন বনু নযীরের এক নেতা সালাম বিন মিশকাম বলে, "হে ইহুদীর দল! তোমরা চাইলে সারাজীবন আমার বিরোধিতা কোরো, কিন্তু আজ আমার কথা মেনে নাও। আল্লাহ্র কসম! মুহাম্মদ (সা.)-কে তোমাদের এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে অবগত করা হবে। আর এটি আমাদের এবং তাদের মাঝে বিদ্যমান সন্ধিচুক্তির লঙ্ঘনও বটে।" কিন্তু ইহুদীরা তার কথায় কর্ণপাত না করে নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল থাকে। হুযূর (আই.) বলেন, 'ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করা হবে যে, তারা কি পরিকল্পনা করেছিল এবং কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে রক্ষা করে তাদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন।'

পরিশেষে হুযূর (আই.) পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য দোয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য বিশেষ দোয়ার আহ্বান করতে চাই। সম্প্রতি তাদের ওপর পুনরায় নির্যাতন শুরু হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা শীঘ্র পাকিস্তানের আহমদীদেরকে অত্যাচারের কবল থেকে মুক্তি দিন আর সেখানেও আমাদের পরিস্থিতি অনুকূল করে দিন। কেননা কুরবানির বিষয়কে কেন্দ্র করে তাদের বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা ও নির্যাতনের চেষ্টা করা হচ্ছে।' এরপর হুযূর (আই.) পাকিস্তানের দু'জন শহীদ ও একজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করেন এবং নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ান। শহীদদের একজন হলেন, ৬৪ বছর বয়স্ক মুকাররম গোলাম সারোয়ার সাহেব আর অপরজন হলেন ৩২ বছর বয়স্ক শহীদ মুকাররম রাহাত আহমদ বাজওয়া সাহেব। মন্ডী বাহাউদ্দিন জেলার সাদুল্লাহপুরে গত ৮ই জুন, ২০২৪ তারিখে একজন মাদ্রাসা ছাত্র সৈয়দ আলী রেযার গুলিতে তারা উভয়েই ঘটনাস্থলে শাহাদত বরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। হুযূর (আই.) তাদের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করার পর মুকাররম মালেক মুজাফ্ফর খান সাহেবেরও স্মৃতিচারণ করেন এবং তাদের তিনজনের আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করে দোয়া করেন, 'আল্লাহ্ তা'লা তাদের সাথে প্রীতি দয়া ও ক্ষমাসুলভ আচরণ করুন এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য ধারণের তৌফিক দিন' আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **www.mta.tv** এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট **www.ahmadiyyabangla.org** -এ]

(সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)

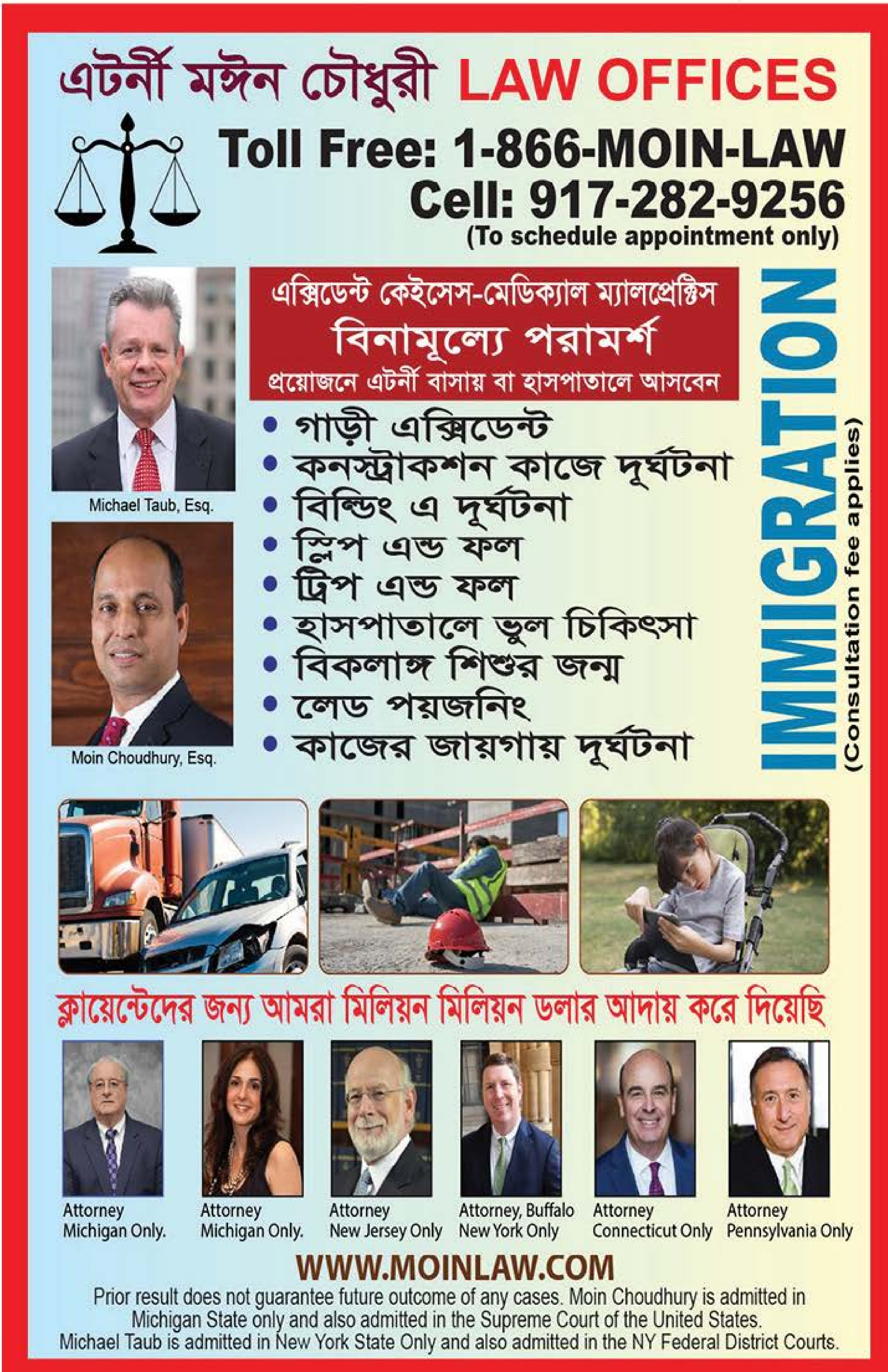
এটর্নী মঈন চৌধুরী LAW OFFICES
Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)
এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন
গাড়ী এক্সিডেন্ট
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
স্লিপ এন্ড ফল
ট্রিপ এন্ড ফল
হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
লেড পয়জনিং
কাজের জায়গায় দূর্ঘটনা
IMMIGRATION
(Consultation fee applies)
Michael Taub, Esq.
Moin Choudhury, Esq.
ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি
Attorney Michigan Only.
Attorney Michigan Only.
Attorney New Jersey Only
Attorney, Buffalo New York Only
Attorney Connecticut Only
Attorney Pennsylvania Only
WWW.MOINLAW.COM
Prior result does not guarantee future outcome of any cases. Moin Choudhury is admitted in Michigan State only and also admitted in the Supreme Court of the United States.
Michael Taub is admitted in New York State Only and also admitted in the NY Federal District Courts.

গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংকট নিরসনে করণীয়

জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গিয়ে আমদানিনির্ভরতা বাড়লে সেটা দেশের আর্থিক সক্ষমতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না। জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দেশীয় উন্নতমানের কয়লা ব্যবহারের কথা ভাবতে হবে। ভাবতে হবে নতুন নতুন গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কারের বিষয়টি। ক্যাপাসিটি চার্জের যন্ত্রণা থেকে কীভাবে দ্রুত বের হয়ে আসা যায় তার আইনগত কৌশল ও প্রযুক্তিগত কৌশল নিয়েও ভাবতে হবে। কুইক রেন্টালের কারণে একদিকে প্রচুর উৎপাদন ক্ষমতা এবং অন্যদিকে এর ব্যবহারযোগ্যতা না থাকায় বড় ধরনের সংকটের জন্ম হয়েছে। বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানের কৌশলে থাকবে সর্বোচ্চভাবে দেশীয় জ্বালানির ব্যবহার এবং যথাসম্ভব আমদানি পরিহার

ড. মাহবুব উল্লাহ্

দেশে গ্যাস ও বিদ্যুতের ঘাটতি জনজীবনে হাঁসফাঁস অবস্থা সৃষ্টি করেছে। গৃহস্থালিতে ব্যবহারকারীরা গ্যাস না পাওয়ায় রান্নাবান্নায় নিদারুণ কষ্ট ভোগ করছেন। গ্যাসের অভাবে সার উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, যার প্রভাব পড়বে কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তার ওপর। বিদ্যুতের অভাবে শিল্পকারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। অনেক কারখানায় শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে। বিদ্যুতের ঘাটতি অব্যাহত থাকলে সেচের মেশিনগুলো চালানো সম্ভব হবে না। বিদ্যুৎনির্ভর সেচযন্ত্রগুলো চালু না থাকলে শুষ্ক মৌসুমে দেশের অনেক জায়গায় খাদ্যশস্য উৎপাদন ব্যাহত হবে। এককথায় বলা যায়, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি জাতীয় অর্থনীতির প্রাণশক্তি। এ প্রাণশক্তি দুর্বল হয়ে পড়লে অর্থনীতি নানামুখী চাপের মধ্যে পড়বে। সরকারের ঋণ বাড়বে এবং ভর্তুকি দিতে গিয়ে রাজস্ব সংকট তীব্র আকার ধারণ করবে।

বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য যে ধরনের জ্বালানি প্রয়োজন, তা এ মুহূর্তে বড় ধরনের ঘাটতির সম্মুখীন। ক্রমাগতভাবে গ্যাস উত্তোলন করার ফলে এবং নতুন নতুন গ্যাস ক্ষেত্র অনুসন্ধান না করায় গ্যাসের তীব্র সংকট সৃষ্টি হয়েছে। গ্যাসের অভাব পূরণের জন্য বিদেশ থেকে গ্যাস আমদানি করতে হচ্ছে। টার্মিনাল সংকট ও প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে গ্যাসবাহী জাহাজগুলো থেকে গ্যাস সরবরাহ বিঘ্নিত হচ্ছে। বিদেশ থেকে আমদানি করা গ্যাস দিয়ে সমস্যার উপশম ঘটানো সম্ভব হচ্ছে না। ইরান যুদ্ধের ফলে কাতার থেকে গ্যাস আমদানি আপাতত বন্ধ আছে। কবে নাগাদ আমদানির জন্য সমুদ্রপথ খুলবে তা নিয়েও রয়েছে ভয়াবহ অনিশ্চয়তা। এ কারণে সিঙ্গাপুর থেকে স্পট মার্কেটে গ্যাস কিনতে হচ্ছে এবং এর জন্য গচ্চা দিতে হচ্ছে বিপুল অর্থ। আমদানিতে দুর্নীতি হচ্ছে বলেও অভিযোগ আসছে।

বাংলাদেশে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অতিরিক্ত কোনো সুযোগ নেই। কর্ণফুলী জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি যতদিন চালু রাখা সম্ভব হবে, ততদিনই শুধু এই বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হবে। এছাড়া অন্য কোনো নদীতে বাঁধ দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথা না ভাবাই শ্রেয়। রূপপুরে এক লাখ ২০ হাজার কোটি টাকার অর্থ ব্যয় করে রুশ ঋণে একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। কথা ছিল ২০২৪ সালের মধ্যে এ কেন্দ্রটি উৎপাদনে আসবে। আজ ২০২৬ সাল শেষের পথে। নানা অজুহাতে সেখান থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে এসব অজুহাতের আসল কারণটি জানা যাচ্ছে না। বিদ্যুৎকেন্দ্রটি রুশ ঋণ ও রুশ প্রযুক্তিতে তৈরি হওয়ায় আমেরিকা নানাভাবে বাগড়া দিচ্ছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। এছাড়া পারমাণবিক এ বিদ্যুৎকেন্দ্রটির নিরাপত্তাব্যবস্থা দেখভালে নিযুক্ত আছে ভারতীয় প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদ। এদের হাতে বিদ্যুৎকেন্দ্রটি কতটা নিরাপদ সেই শঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। এছাড়া পারমাণবিক এ বিদ্যুৎকেন্দ্রটির জন্য বিশেষায়িত ট্রান্সমিশন লাইনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সে রকম ট্রান্সমিশন লাইন তৈরি করা হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে এখন পর্যন্ত কিছু বলা হয়নি। ট্রান্সমিশন লাইনের সমস্যা যদি না থাকে, তাহলে খুবই আনন্দের কথা।

বাংলাদেশে কয়েকটি কয়লাচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র আছে। দেশের দক্ষিণের কয়লাচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো বিদেশ থেকে আমদানি করা কয়লায় চালিত হয়। উত্তরবঙ্গের বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি থেকে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, তার জন্য উত্তোলিত সমুদয় কয়লা ব্যবহার হয় না বলে কয়লার উদ্বৃত্ত স্তূপ সৃষ্টি হচ্ছে। বাংলাদেশে বেশ কয়টি কয়লার খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলো হলো-বড়পুকুরিয়া, ফুলবাড়ী, খালাসপীর, জামালগঞ্জ ও দীঘিপাড়া কয়লা খনি। বাংলাদেশের কয়লার মান খুবই উন্নত। এগুলো বিটুমিনাস শ্রেণির কয়লা। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, সর্বাত্মকভাবে কয়লা খনিগুলো চালু করা হলে ৩০০ থেকে ৫০০ বছর বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হবে। অথচ একশ্রেণির অবিমৃষ্যকারী বুদ্ধিজীবী ও অ্যাক্টিভিস্টদের কারণে কয়লা খনিগুলো কাজে লাগানো যাচ্ছে না। যদি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে সর্বোচ্চ পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায় এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসিত করা যায় এবং তাদেরকে কয়লা খনির লাভের অংশীদার করা যায়, তাহলে শুধু কয়লা খনিগুলো দিয়ে আগামী ৪-৫ বছরের মধ্যে বিপুল পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হবে এবং দেশের চাহিদাও দেশের সম্পদ দ্বারা পূরণ করা সম্ভব হবে। ইউরোপ আমেরিকায় শিল্প বিপ্লবের চাকা ঘোরানো সম্ভব হয়েছে বিপুল পরিমাণে কয়লা পুড়িয়ে। শুধু বিদ্যুৎ উৎপাদন নয়, কলকারখানা চালানো, রেলগাড়ি চালানো ও বাষ্পীয় পোত চালানো সম্ভব হয়েছে। পাশ্চাত্য জগতের উন্নয়নের ভিত্তি মূলে রয়েছে কয়লার ব্যবহার। বাংলাদেশে আরও দুটি কয়লা খনি চালু করলে পরিবেশের জন্য বড় ধরনের ক্ষতিকর কিছু হবে বলে মনে হয় না। সুতরাং আমাদের কয়লা সম্পদ ব্যবহারের বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনায় নিতে হবে। মিডিয়ার খবরে জানা যাচ্ছে বর্তমান সরকার কয়লার ব্যবহারের বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে।

বাংলাদেশে গ্যাসের মজুত এখন আর সন্তোষজনক অবস্থায় নেই। শেখ হাসিনার সরকার গ্যাস অনুসন্ধানে পেট্রোবাংলাকে ব্যবহার করে কোনো উদ্যোগই গ্রহণ করেনি। অথচ নতুন সক্রিয় গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কারের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। ইতোমধ্যে পেট্রোবাংলা দুটি গ্যাসক্ষেত্রে কূপ খনন শুরু করেছে। গ্যাস অনুসন্ধান বাড়ানোর জন্য সরকার এরপর ২৪ পৃষ্ঠায়

মক্কা চুক্তি: নয়া আঞ্চলিক নিরাপত্তার সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ

আব্দুর রহমান

পাকিস্তান, সৌদি আরব ও তুরস্কের মধ্যে স্বাক্ষরিত মক্কা যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি ভবিষ্যতে শুধু তিন দেশের সামরিক জোট হিসেবে নয়, বরং নতুন ধরনের আঞ্চলিক নিরাপত্তাকাঠামোর সূচনা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। চুক্তির মূল নীতি হলো-কোনো এক সদস্যের ওপর সশস্ত্র হামলা সব সদস্যের ওপর হামলা হিসেবে বিবেচনা করা হবে। তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদান এই নীতিকে ন্যাটো চুক্তির 'অনুচ্ছেদ-৫'-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। তবে মক্কা চুক্তিকে 'ইসলামিক ন্যাটো' বলা পুরোপুরি যথাযথ নয়। ন্যাটোর জন্ম হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধপরবর্তী ইউরোপে, যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে এবং একটি নির্দিষ্ট প্রতিপক্ষকে সামনে রেখে। মক্কা চুক্তির পেছনের বাস্তবতা ভিন্ন। বর্তমান মধ্যপ্রাচ্য ও আশপাশের অঞ্চল বহু মেরুকেন্দ্রিক, যেখানে দেশগুলো একই সঙ্গে বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক রেখে নিজেদের কৌশলগত স্বাধীনতা বাড়াতে চাইছে।

তাই মক্কা চুক্তিকে সামরিক ব্লকের চেয়ে আঞ্চলিক নিরাপত্তার নতুন মডেলের সম্ভাব্য ভিত্তি হিসেবে দেখাই বেশি যুক্তিযুক্ত। আর বেশ কিছু কারণও আছে।

তিন প্রতিষ্ঠাতা দেশের সামরিক ও কৌশলগত সক্ষমতা একে অন্যের পরিপূরক। সৌদি আরবের রয়েছে বিপুল অর্থনৈতিক শক্তি, রাজনৈতিক প্রভাব এবং পারস্য উপসাগর, লোহিতসাগর ও আরব বিশ্বের সংযোগস্থলে গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থান। তুরস্কের আছে বিশাল ও অভিজ্ঞ সামরিক বাহিনী, ন্যাটোর অভিজ্ঞতা এবং দ্রুত বর্ধমান প্রতিরক্ষাশিল্প। পাকিস্তানের রয়েছে বড় ও যুদ্ধ-অভিজ্ঞ সামরিক বাহিনী, দীর্ঘ কৌশলগত অভিজ্ঞতা এবং মুসলিম-অধ্যুষিত দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র পারমাণবিক অস্ত্রভান্ডার। তবে শুধু সামরিক শক্তি দিয়ে কোনো জোট কার্যকর হয় না। খুব শিগগির এই জোটের আসল পরীক্ষা শুরু হবে। আঙ্কারা বৈঠকের পরিকল্পনা অনুযায়ী, পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে নিয়মিত রাজনৈতিক ও সামরিক সমন্বয় গড়ে তোলা হবে। স্থল, সমুদ্র ও আকাশপথে যৌথ মহড়া, সাইবার সক্ষমতা, ড্রোন ও অন্যান্য মানববিহীন ব্যবস্থা, ইলেকট্রনিক যুদ্ধ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, প্রতিরক্ষা উৎপাদন ও প্রযুক্তি হস্তান্তরেও সহযোগিতা বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। সৌদি আরবে একটি সচিবালয় প্রতিষ্ঠার কথাও রয়েছে।

পাশাপাশি গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়, কমান্ড ও নিয়ন্ত্রণ, সামরিক সক্ষমতার সমন্বয়, জরুরি পরিকল্পনা, আকাশ ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা, রসদ ও সামুদ্রিক নিরাপত্তার মতো বিষয়েও কাঠামো তৈরি করতে হবে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হবে, কোন ধরনের হামলা যৌথ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সক্রিয় করবে এবং তার প্রতিক্রিয়া কী হবে। প্রতিটি সংঘাতে সব সদস্যকে সরাসরি যুদ্ধে নামতে হবে এমন নয়। রাজনৈতিক সমর্থন, গোয়েন্দা সহযোগিতা, অস্ত্র ও রসদ সরবরাহ, আকাশ প্রতিরক্ষা, নৌবাহিনী মোতায়েন কিংবা সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপ, প্রতিশ্রুতির ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা। চুক্তির বিশ্বাসযোগ্যতা নির্ভর করবে সদস্যরা এই বিষয়গুলো কতটা স্পষ্ট করতে পারে, অথচ নিজেদের কৌশলগত নমনীয়তাও কতটা ধরে রাখতে পারে তার ওপর।

কারণ, তিন দেশের নিরাপত্তা অগ্রাধিকার এক নয়। পাকিস্তানের প্রধান উদ্বেগের একটি ভারত। তুরস্কের নিরাপত্তা ভাবনা সিরিয়া, ইরাক, পূর্ব ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণসাগর ঘিরে। সৌদি আরবের জন্য উপসাগর, ইয়েমেন, লোহিতসাগর এবং ক্ষেপণাস্ত্র, ড্রোন ও রাষ্ট্রবহির্ভূত সশস্ত্র গোষ্ঠীর হুমকি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ফলে চুক্তির শক্তি সবার পৃথক স্বার্থকে এগিয়ে নেওয়া নয়, বরং অভিন্ন স্বার্থের সমন্বয়ের কার্যকর সহযোগিতা গড়ে তোলা।

চুক্তির পরবর্তী বড় প্রশ্ন হলো এর সম্প্রসারণ। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে সম্ভাব্য দেশ মিসর। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান মিসরের অংশগ্রহণের সম্ভাবনার কথা বলেছেন। হাকান ফিদানও কায়রোকে স্বাভাবিক অংশীদার হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মিসর ইতিমধ্যে সৌদি আরব, তুরস্ক ও পাকিস্তানের সঙ্গে উদীয়মান চার দেশের পরামর্শকাঠামো আর-৪-এ যুক্ত।

মিসর যোগ দিলে চুক্তির কৌশলগত গুরুত্ব অনেক বেড়ে যাবে। দেশটির আছে সুয়েজ খালের নিয়ন্ত্রণ এবং ভূমধ্যসাগর, লোহিতসাগর, আফ্রিকা ও আরব বিশ্বের সংযোগস্থলে অবস্থান। আছে আরব বিশ্বের সবচেয়ে বড় জনসংখ্যা এবং অন্যতম বৃহৎ সামরিক বাহিনী।

তবে কায়রো সতর্ক। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ ও অন্যান্য আঞ্চলিক শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে মিসর ঐতিহ্যগতভাবে নিজের কৌশলগত স্বাধীনতা ধরে রাখতে চায়। কোনো যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তিতে যোগ দেওয়া রাজনৈতিক পরামর্শ বা সামরিক মহড়ায় অংশ নেওয়ার চেয়ে অনেক বড় প্রতিশ্রুতি।

কাতার, কুয়েত, বাহরাইন ও জর্ডানের মতো দেশগুলোর সঙ্গেও ভবিষ্যতে কাঠামোবদ্ধ সহযোগিতা গড়ে উঠতে পারে। তবে সবাইকে পূর্ণ সদস্য করার প্রয়োজন নেই। মক্কাকাঠামো একাধিক স্তরে গড়ে উঠতে পারে। কেন্দ্রে থাকবে যৌথ প্রতিরক্ষা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ দেশগুলো-বাইরে থাকবে সামরিক মহড়া, গোয়েন্দা সহযোগিতা, সামুদ্রিক নিরাপত্তা, আকাশ ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা, প্রতিরক্ষাশিল্প, প্রশিক্ষণ এরপর ২৪ পৃষ্ঠায়

এটি কঠোর সামরিক ব্লক বা সাম্প্রদায়িক জোটের বদলে আঞ্চলিক প্রতিরোধক্ষমতার একটি নেটওয়ার্ক হয়ে উঠতে পারে। মক্কা চুক্তি মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন প্রভাব শেষ করবে না বা পশ্চিমা জোটগুলোকেও চ্যালেঞ্জ করবে না। বরং এটি এমন এক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিতে পারে-যেখানে বাইরের শক্তিগুলো গুরুত্বপূর্ণ থাকবে, কিন্তু আঞ্চলিক নিরাপত্তার প্রতিটি সমীকরণের জন্য তাদের ওপর নির্ভর করতে হবে না। শেষ পর্যন্ত চুক্তিটির আসল পরীক্ষা হবে তিনটি প্রশ্নে-এটি কি কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন ও যৌথ নিরাপত্তার মধ্যে ভারসাম্য তৈরি করতে পারবে? আগ্রাসন ঠেকাতে গিয়ে কি নতুন সংঘাত তৈরি করবে না? এবং ভিন্ন স্বার্থের দেশগুলো কি একটি খণ্ডিত আঞ্চলিক ব্যবস্থাকে একসঙ্গে পরিচালনা করার মতো যথেষ্ট অভিন্ন ভিত্তি তৈরি করতে পারবে?

দেশে যাওয়ার পথে কম খরচে ওমরাহ করে যেতে পারেন

স্পেশাল ওমরাহ প্যাকেজ $১৫৫০

- ওমরাহ প্যাকেজ
- ওমরাহ ভিসা
- মোয়াল্লেম
- হোটেল ও ট্রান্সপোর্ট

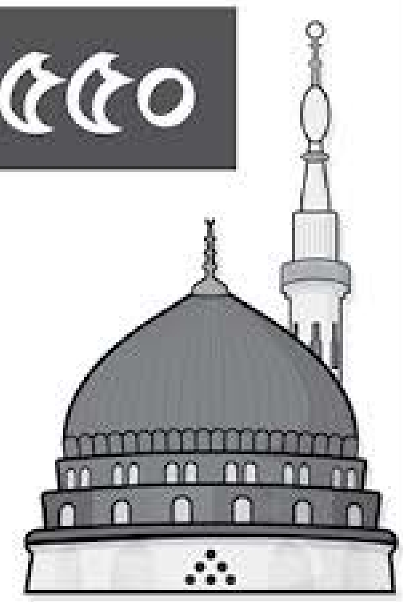

বিশ্বের সকল দেশের ভিসা প্রসেসিং করা হয়

Mohammad B Hossain (Belal)
President & CEO

সবচেয়ে কমদামের গ্যারান্টি আমরাই দিচ্ছি

৭৪৯
JFK-Dhaka-JFK Return

আমরা IATA অনুমোদিত
আমরা ARC অনুমোদিত

DELTA AIR LINES · Biman Bangladesh Airlines · American Airlines · ETIHAD AIRWAYS · QATAR AIRWAYS · Emirates · KUWAIT AIRWAYS

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট

BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK

আমরা বিভিন্ন এয়ার লাইন্সের স্টক হোল্ডার

বাংলাদেশ থেকে আসার টিকেট সবচেয়ে কম দামে আমাদের কাছেই পাবেন।

আবু তাহের খান
ট্রাভেল কনসালটেন্ট

কাঞ্চন
ট্রাভেল কনসালটেন্ট

জামান রঞ্জু
ট্রাভেল কনসালটেন্ট

কে.এম. শহিদ
ট্রাভেল কনসালটেন্ট

মাহির
ট্রাভেল কনসালটেন্ট

জাহাঙ্গীর
ট্রাভেল কনসালটেন্ট

নিলয়
ট্রাভেল কনসালটেন্ট

NEW YORK OFFICE
73-05 37th Road,
Jackson Heights
NY 11372

ATLANTA OFFICE
4229 1st Ave, Suite B,
Tucker, GA 30084
Tel: 404-704-7753

DHAKA OFFICE
Floor #03, House #09
Road # 17, Block-E,
Banani, Dhaka-1213
+88 01711256872

Phone: 917-396-4140, 917-592-7828

শরতের সোনালী সকাল

মাসুদ রানা

শরৎ এলেই বাংলার প্রকৃতি যেন নতুন করে প্রাণ ফিরে পায়। বর্ষার দীর্ঘ বৃষ্টিতে দিনের পর দিন যে আকাশ কালো মেঘে ঢাকা থাকে, শরৎ এসে সেই আকাশকে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে দেয়। নীল আকাশে সাদা সাদা মেঘের ভেলা ভেসে বেড়ায়। মনে হয়, আকাশের নীল ক্যানভাসে কেউ তুলির আঁচড়ে সাদা মেঘের ছবি এঁকে দিয়েছে। এক টুকরো মেঘ এদিক থেকে ওদিকে ছুটে যায়, আবার অন্য একটি মেঘ তার পিছু নেয়। কখনো মনে হয় পাহাড়ের মতো, কখনো নৌকার মতো, আবার কখনো মনে হয় বিশাল কোনো সাদা পাখি আকাশের বুক চিরে উড়ে যাচ্ছে।

শরতের সকালটা যেন অন্য সব সকালের চেয়ে একটু বেশি সুন্দর। ভোরের আলো ফুটতেই চারপাশে নরম সোনালি আভা ছড়িয়ে পড়ে। ঘাসের ডগায় ডগায় জমে থাকে শিশির। সবুজ ঘাসের ওপর ছোট ছোট শিশিরবিন্দু সূর্যের আলোয় মুক্তোর মতো ঝলমল করে। গ্রামের মেঠোপথ ধরে হাঁটলে পায়ের নিচে ভেজা ঘাসের স্পর্শ মনে এক অদ্ভুত প্রশান্তি এনে দেয়। মনে হয়, প্রকৃতি যেন সারা রাত জেগে থেকে সকালবেলার অতিথিদের জন্য নিজের হাতে সাজসজ্জা করে রেখেছে।

সূর্য একটু ওপরে উঠতেই শিশিরবিন্দুগুলো ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়। মিষ্টি রোদের আলো ঘাসের ওপর পড়ে শিশিরকে কখনো রুপালি, কখনো সোনালি করে তোলে। তারপর সেই শিশিরের জল নিঃশব্দে মিলিয়ে যায়। ছোটবেলায় আমরা কতবার যে ঘাসের ওপর হাঁটতে হাঁটতে শিশিরে পা ভিজিয়েছি, তার হিসাব নেই। কখনো বন্ধুরা মিলে শিশিরভেজা ঘাসের ওপর দৌড়েছি, কখনো গাছের পাতায় জমে থাকা পানি হাতে নিয়ে মুখে দিয়েছি। সেই দিনগুলো আজ কেবল স্মৃতি। শরতের সকাল এলেই সেই হারিয়ে যাওয়া শৈশব যেন আবার চোখের সামনে ফিরে আসে।

ভোরের শরৎ মানেই পাখির মিষ্টি ডাক। সূর্য ওঠার আগেই গ্রামের গাছপালা থেকে পাখিদের কলতান শোনা যায়। দোয়েল, শালিক, বাবুই, কাকসহ নানা পাখি যেন একসঙ্গে সকালবেলার গান শুরু করে। কোনো পাখি ডাকে আমগাছের ডালে, কোনো পাখি বসে থাকে বাঁশঝাড়ে। তাদের ডাক শুনে মনে হয়, প্রকৃতি নিজেই যেন ঘুমন্ত মানুষকে বলছে- 'সকাল হয়েছে, এবার জেগে ওঠো।'

গ্রামের মানুষের সকালও শুরু হয় খুব ভোরে। কেউ ফজরের নামাজ আদায় করে দিনের কাজ শুরু করে, কেউ গরু-ছাগলের দেখাশোনা করে, কেউ আবার মাঠের দিকে রওনা দেয়। কৃষকের জীবন তো প্রকৃতির সঙ্গেই বাঁধা। শরৎ এলেই কৃষকের ব্যস্ততা যেন আরও বেড়ে যায়। জমির পরিচর্যা, আগাছা পরিষ্কার, ফসলের যত্ন-সবকিছু নিয়েই তাদের ব্যস্ত সময় কাটে। সামনে কার্তিক, তারপর নতুন ফসলের আশা। মাঠ যেন ধীরে ধীরে শস্যে ভরে ওঠার অপেক্ষায় থাকে।

কৃষকের মুখে তখন ভবিষ্যতের স্বপ্ন। কেউ ভাবেন, এবার ধানের ফলন ভালো হলে সংসারের অভাব কিছুটা কমবে। কেউ ভাবেন, ছেলের পড়াশোনার খরচ মেটাবেন। কেউ আবার নতুন ঘরের ছাউনি দেবেন। কৃষকের ঘামে শুধু ফসল জন্মায় না, জন্ম নেয় একটি পরিবারের স্বপ্নও। শরতের সোনালি রোদে মাঠের দিকে তাকালে তাই শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখা যায় না, দেখা যায় মানুষের পরিশ্রম আর বেঁচে থাকার স্বপ্ন।

শরৎ মানেই শিউলি ফুলের মিষ্টি গন্ধ। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে বাড়ির উঠানে পা রাখতেই দেখা যায়, সাদা পাপড়ি আর কমলা ডাঁটায় ভরে আছে মাটির বুক। রাতের আঁধারে গাছ থেকে ঝরে পড়া শিউলি ফুলগুলো যেন উঠানের ওপর ছোট্ট একটি সাদা চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। শিশুরা ভোরে ঘুম থেকে উঠে ঝুড়ি হাতে শিউলি কুড়াতে যায়। কেউ ফুল দিয়ে মালা গাঁথে, কেউ মায়ের হাতে তুলে দেয়।

শিউলির গন্ধে শরতের সকাল আরও মধুর হয়ে ওঠে। বাতাসে যখন শিউলির সুবাস ভেসে আসে, তখন মন অকারণেই আনন্দে ভরে যায়। গ্রামের উঠান, পুকুরপাড়, মাটির রাস্তা-সবকিছুতেই যেন শরতের কোমল সৌন্দর্য ছড়িয়ে পড়ে।

শরৎ এলেই নদীর পাড়ও নতুন রূপ পায়। নদীর ধারে কাশফুলের মেলা বসে। দূর থেকে তাকালে মনে হয়, নদীর পাড়ে সাদা সাদা ঢেউ উঠেছে। বাতাস এলেই কাশফুলগুলো দুলতে থাকে। একসঙ্গে হাজার হাজার কাশফুল দুললে মনে হয়, তারা যেন বাতাসের সঙ্গে আনন্দে নাচছে।

বিকেলের দিকে নদীর পাড়ে মানুষের ভিড় বাড়ে। গ্রামের ছেলে-মেয়েরা পরিবার নিয়ে কাশবন দেখতে আসে। কেউ কাশফুলের পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তোলে, কেউ নদীর পাড়ে বসে গল্প করে। ছোটরা দৌড়াদৌড়ি করে, কেউ আবার কাশফুলের নরম ডগা ছুঁয়ে দেখে। নদীর ওপরে তখন বিকেলের আলো পড়ে। সোনালি সূর্যের আলো আর সাদা কাশফুল মিলেমিশে এক অপূর্ব দৃশ্য তৈরি করে।

কাশবনের ওপর দিয়ে যখন বাতাস বয়ে যায়, তখন কাশফুলের সাদা তুলোর মতো অংশগুলো একসঙ্গে দুলতে থাকে। মনে হয়, প্রকৃতি নিজেই যেন সাদা পোশাক পরে উৎসবে মেতে উঠেছে। নদীর জল, নীল আকাশ, সাদা মেঘ আর সাদা কাশফুল-সব মিলিয়ে শরতের বাংলাকে তখন স্বপ্নের মতো মনে হয়।

শরতের আকাশও যেন মানুষের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে। কখনো একদিকে মেঘ জমে, আবার কিছুক্ষণ পরেই মেঘ সরে গিয়ে নীল আকাশ দেখা যায়। সাদা মেঘের টুকরোগুলো এক দেশ থেকে আরেক দেশে ভেসে যাওয়ার মতো ছুটে চলে। কখনো তারা ছোট হয়,

এরপর ২৯ পৃষ্ঠায়

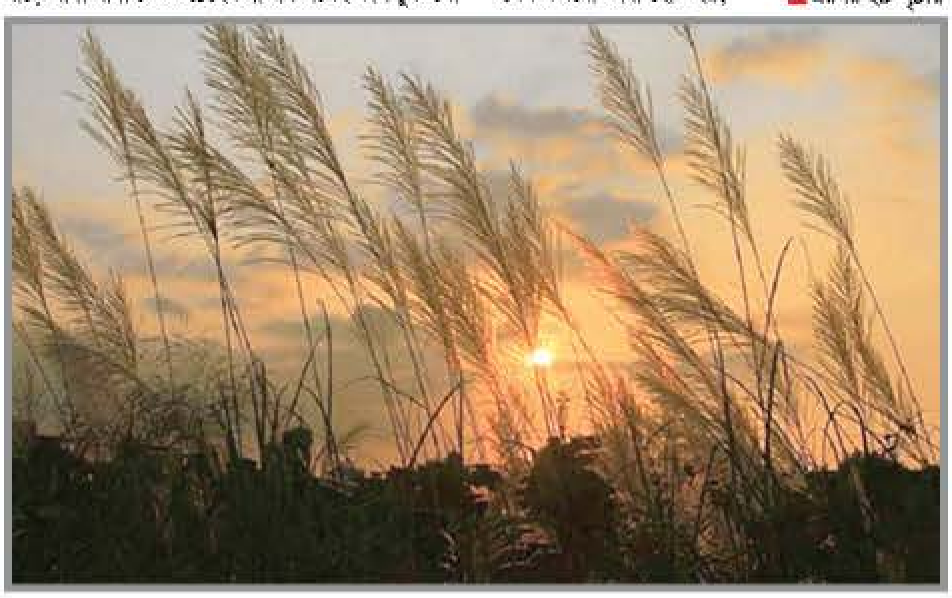

> শরৎ আসে, আবার চলে যায়। কাশফুল শুকিয়ে যায়, শিউলি ঝরে পড়ে, আকাশের সাদা মেঘও একদিন হারিয়ে যায়। কিন্তু শরতের সেই সোনালি সকাল আমাদের হৃদয়ে থেকে যায়। শৈশবের সেই দিনগুলো ফিরে আসে না, কিন্তু শরতের বাতাসে আজও যেন তাদের গন্ধ পাওয়া যায়। তাই শরতের সকাল মানেই আমার কাছে শুধু একটি সকাল নয়-এটি আমার গ্রামের সকাল, আমার বাংলার সকাল, আমার শৈশবের সকাল। নীল আকাশের নিচে সাদা মেঘের ভেলা আর কাশফুলের দোলায় আজও মনে হয়, সেই ছোট্ট শিশুটি কোথাও হারিয়ে যায়নি। সে হয়তো এখনও কোনো এক শরতের সকালে শিশিরভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে, পাখির ডাক শুনে হাসছে, আর আকাশের মেঘের দিকে তাকিয়ে নিজের ছোট্ট স্বপ্নের পৃথিবী তৈরি করছে

সিলেটের সাহিত্য সংস্কৃতির গৌরবের অতীত

মিলন কান্তি দাস

> শুধু এই সিলেট নয়, সমগ্র উপমহাদেশের মধ্যে একটি ঐতিহ্যবাহী সাহিত্য প্রতিষ্ঠান। এই কেমুসাস প্রতিষ্ঠার পর হতে অদ্যবধি পর্যন্ত সফলতার সাথে তার কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। কেমুসাসে নিয়মিত থাকে কবি ও বইপ্রেমীদের আনাগোণা। কেমুসাসে প্রতিবছর ১৫ দিন ব্যাপী কেমুসাস বইমেলা হয়। ২০০১ সাল হতে। কেমুসাস থেকে গুণী কবিদের মাঝে কেমুসাস সাহিত্য পদক নিয়মিত তুলে দেওয়া হয়। সিলেটে বর্তমানে সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা অব্যাহত রয়েছে। এখন সিলেটে রয়েছেন অনেক গুণী কবি,সাহিত্যিক,গীতিকবি ও সংস্কৃতিকর্মী। যাদের অনেকে রয়েছেন,যারা জাতীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব দেবার সক্ষমতা রাখেন। অতীত হতে বর্তমান-সিলেট তার ঐতিহ্যের পথেই হাটছে-এটা নির্দ্বিধায় বলা যায়। সিলেটের এই শুভ্রতার ধারা অব্যাহত থাকুক

সিলেট-বাংলাদেশের আধ্যাত্মিক নগর ও পূণ্যভূমি। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ সিলেটকে আলাদাভাবে সম্মান ও সম্মানিত করে। এই সিলেট একই সাথে দুইটি ধর্মের মানুষের পূণ্যস্থান। খ্রীস্টিয় ত্রয়োদশ শতকে হযরত শাহজালাল (রহঃ) সিলেট বিজয়ের পর থেকে এই অঞ্চলটি ইসলাম ধর্মের মানুষের কাছে পূণ্যস্থান। এখানে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ আসে হযরত শাহজালালের (রহঃ) মাজার জিয়ারত করতে। মানুষ এখানে এসে যেন তার আত্মার শান্তি খোঁজে পান। তেমনি সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার ঢাকাদক্ষিণ এলাকায় রয়েছে হিন্দু ধর্মের আধ্যাত্মিক পুরুষ শ্রী শ্রী চৈতন্য দেবের পিতৃভূমি এবং সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলায় রয়েছে অদ্বৈত ধাম। এই দুইটি জায়গায় হিন্দু ধর্মের হাজার হাজার মানুষ আসে পূন্য লাভের প্রয়াসে। সুতরাং সিলেটের গুরুত্ব ও তাৎপর্য্য বাংলাদেশের অন্য এলাকা গুলোর চেয়ে সম্পূর্ণ ব্যাতিক্রম ও স্বতন্ত্র।

সিলেট যেমন আধ্যাত্মিক জনপদ,তেমনি এর রয়েছে বিশাল পর্যটন অঞ্চল। সমতল,পাহাড় ও হাওড় বেষ্টিত সিলেটের আরও রয়েছে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। বিখ্যাত ধামাইল গানের স্রষ্টা গীতিকবি রাধারমন দত্তের জন্মস্থান এই সিলেটের সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুরে। ঠিক তেমনি ভাবে হাছন রাজা,রাধারমন দত্ত,দুর্বিন শাহ,শিতালং শাহ,শাহ সফিকুল প্রমুখ বাউল গীতিকবির জন্ম এই সিলেটের বিভিন্ন স্থানে। সিলেট অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছেন বাংলাদেশের ও বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রম্য ও ভ্রমন লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী। সিলেট অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছেন কথা সাহিত্যিক অধ্যাপক শাহেদ আলী,কবি দিলওয়ার,অধ্যাপক আসদ্দর আলী,গুরু সদয় দত্ত,অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ,অধ্যাপক মজরুল ইসলাম,অধ্যাপক গোবিন্দ চন্দ্র দেব,অধ্যাপক হাবিবুর রহমান,অধ্যাপক সফিউদ্দিন আহমেদ,অধ্যাপক আব্দুল আজিজ প্রমুখ। এরা নিকট অতীতের সাহিত্যিক হিসেবে বাংলা সাহিত্যে আলোকদ্যুতি ছড়িয়েছেন।

বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় সাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদের জীবনের একটি সময় কেটেছে এই সিলেটে। হুমায়ুন আহমেদ জন্মসূত্রে সিলেটের পার্শ্ববর্তী নেত্রকোনা জেলার বাসিন্দা হলেও পিতার সরকারি চাকরী সূত্রে সিলেটে করেছেন বসবাস। এই সিলেটকে নিয়ে তার অনেক আবেগ অনুভূতির কথা তিনি তার জীবোদ্দশায় বিভিন্ন গ্রন্থে ও পত্র পত্রিকায় লিখে গেছেন।

সিলেট অঞ্চলের সাহিত্য চর্চা অতীত হতে বর্তমান পর্যন্ত অত্যন্ত গৌরবের। সিলেটের সাহিত্যিকদের আমন্ত্রণে এবং সিলেটকে ভালোবেসেই এই সিলেটে এসে পদধুলি দিয়েছেন বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম দুই কবি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। রবীন্দ্রনাথ সিলেটকে ভালোবেসে "সুন্দর শ্রীভূমি" আখ্যায়িত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ১৯১৯ সালের ৫ নভেম্বর থেকে ৮ নভেম্বর পর্যন্ত সিলেটে অবস্থান করেছিলেন। ৭নভেম্বর তিনি এমসি কলেজ ছাত্রাবাসে আমন্ত্রিত হয়ে গিয়ে সেখানে কলেজ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করেন। সেই দিনের সেই ইতিহাসের স্বাক্ষী ছিলেন সৈয়দ মুজতবা আলী-যা তিনি পরবর্তীতে তার জীবন কথায় আলোচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে সিলেটের সর্বস্তরের নাগরিকদের পক্ষ থেকেও সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। রবীন্দ্রনাথের সিলেট আগমন উপলক্ষে গঠিত অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পূর্বে মুসলমানদের একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন আঞ্জুমানে ইসলামিয়ার সিলেট জেলার সভাপতি খান বাহাদুর সৈয়দ আবদুল মজিদ (কাপ্তান মিয়া)। অপরদিকে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম জীবনকালে মোট দুবার সিলেট সফর করেছিলেন-প্রথমবার ১৯২৬ সালে এবং দ্বিতীয়বার ১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। দুবারই কাজী নজরুল ইসলাম সিলেটের চৌহাট্টা এলাকার ঐতিহ্যবাহী সিংহবাড়িতে আসেন। রবীন্দ্রনাথও সিংহবাড়ি এসেছিলেন। সুতরাং সিংহবাড়ি এই সিলেটের সাহিত্য ও সংস্কৃতির সাথে ঐতিহাসিকভাবে সম্পৃক্ত একটি বাড়ি। সে বাড়ির পূর্বপুরুষেরা বংশানুক্রমিকভাবে সাহিত্য ও সংস্কৃতির লালন করে আসছেন।

ইতিহাস হতে জানা যায়,নজরুল সিলেটে প্রথম বারের চেয়ে দ্বিতীয়বার বেশী সময় অবস্থান করেছিলেন। দ্বিতীয়বার নজরুল সিলেট এসে প্রায় মাসাধিক সময় অবস্থান করেছিলেন। এ সময় তিনি এমসি কলেজের শিক্ষকসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নেন এবং গান পরিবেশন করেন। ইতিহাস থেকে এই সত্যটা অনুমেয় যে,সিলেট রবীন্দ্র নজরুল যুগের পূর্ব হতেই সাহিত্য চর্চার চারণভূমি। রবীন্দ্র নজরুল ছিলেন পুরো ভারত বর্ষের কবি। এই বাংলার অনেক জেলাতেই তাদের পদধুলি পড়েনি। অথচ তারা সিলেটকে ভালোবেসে সিলেটে এসেছিলেন এবং সিলেটের প্রকৃতিপ্রেমে তার মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং সিলেটের তৎকালীন সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চায় তারা বিমোহিত হয়েছিলেন। আর এটা সিলেটের শুদ্ধ সাহিত্য চর্চার ইতিহাসের একটি প্রামাণিক দলিল হিসেবে আমি মনে করি।

সিলেটের নিজস্ব নাগরী লিপি রয়েছে। এই নাগরী লিপিতেও সাহিত্য চর্চা হয়েছে। এই নাগরীকে অনেকে ভাষা মনে করে থাকেন। তবে নাগরী কোন ভাষা

এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

আনজুমানে আল ইসলাহ'র উদ্যোগে ঈদে মীলাদুন্নবীর মাহফিল ও র‍্যালি

৬২ পৃষ্ঠার পর

ফুলতলী জামে মসজিদকে কেন্দ্র করে আয়োজিত এ মাহফিল ও মুবারক রেলিতে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্টেট থেকে আগত সর্বস্তরের ধর্মপ্রাণ মুসলিম জনতা অংশগ্রহণ করেন। বিপুল মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে পুরো আয়োজনটি পরিণত হয় এক প্রাণবন্ত ও উৎসবমুখর ধর্মীয় সমাবেশে। বিকেল ৫টা থেকে আসরের নামাজের পূর্ব পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ইয়ুথ প্রোগ্রাম ও আলোচনা সভায় প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা) এর পবিত্র জীবন, মহান আদর্শ, অনুপম চরিত্র, মানবিক মূল্যবোধ এবং উম্মতের প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন আল ইসলাহ ইয়ুথ ফোরামের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ। বক্তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সমগ্র মানবজাতির জন্য রহমত ও হেদায়াতের দূত। তাঁর পবিত্র জীবন ও চরিত্র মানবতার জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। সত্যবাদিতা, আমানতদারি, ন্যায়বিচার, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা, বিনয়-নম্রতা এবং এতিম-অনাথ ও অসহায় মানুষের প্রতি সহমর্মিতার শিক্ষা নিয়ে তিনি একটি আদর্শ সমাজের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। নারী, শিশু ও সমাজের দুর্বল শ্রেণির অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তাঁর মহান আদর্শ মানবতার জন্য অনন্য দৃষ্টান্ত। বক্তারা বলেন, ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজজীবনে রাসূলুল্লাহ (সা) এর শিক্ষা ও আদর্শ বাস্তবায়ন করতে পারলেই শান্তি, সম্প্রীতি ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব। বাদ আসর ফুলতলী জামে মসজিদ প্রাঙ্গণ থেকে পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী উপলক্ষে আয়োজিত মুবারক র‍্যালির আয়োজন করা হয়। র‍্যালিটি ওজন পার্ক এলাকার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে ফুলতলী জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়। র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারীরা প্রিয়নবী (সা) এর শানে রচিত নাশিদ, কাসীদা ও নাতে রাসূল পরিবেশনের পাশাপাশি দরুদ ও সালাত-সালাম পাঠ করেন। নবীজি (সা)-এর প্রশংসা, ভালোবাসা ও মহান আদর্শের বিভিন্ন বাণীসম্বলিত ফেস্টুন, প্লাকার্ড ও ব্যানারে র‍্যালিটি সুশোভিত হয়ে ওঠে। সবার কণ্ঠে সমস্বরে উচ্চারিত নাতে রাসূল, কাসীদা ও প্রশংসাগীতিতে মুখরিত হয়ে ওঠে ওজন পার্কের রাজপথ। অসংখ্য নাত ও কাসীদার সুমধুর সুরে পুরো পরিবেশে সৃষ্টি হয় এক আবেগঘন ও হৃদয়স্পর্শী আবহ।

র‍্যালি শেষে বাদ মাগরিব ফুলতলী জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা ও মাহফিল। এতে আনজুমানে আল ইসলাহ ইউএসএ-এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল, আলেম-ওলামা, সামাজিক ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ এবং আমন্ত্রিত অতিথিরা বক্তব্য রাখেন।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন আনজুমানে আল ইসলাহ ইউএসএ-এর সেন্ট্রাল কমিটির সভাপতি প্রিন্সিপাল মাওলানা এম. এ. নূর সাহেব। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংগঠনের সেক্রেটারি মাওলানা শাব্বীর আহমদ। রেলি ও আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন আনজুমানে আল ইসলাহ ইউএসএ-এর সাংগঠনিক সম্পাদক হাফিজ মাওলানা কাওছার আহমদ।

সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আনজুমানে আল ইসলাহ ইউএসএ-এর স্থায়ী কমিটির সদস্য হযরত আল্লামা সৈয়দ নাজিবুল হক; সহ-সভাপতি হযরত মাওলানা আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ আইনুল হুদা; মিরার বাজার সিনিয়র মাদরাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা আব্দুল মুক্তাদির খান; পেনসিলভেনিয়ার বায়তুল মোকাররম মসজিদের সভাপতি ডা. আব্দুল মালিক; আনজুমানে আল ইসলাহ ইউএসএ নিউ জার্সি স্টেটের সেক্রেটারি হাফিজ মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস মন্সুরাবাদী; আনজুমানে আল ইসলাহ ইউএসএ পেনসিলভেনিয়া স্টেটের সেক্রেটারি মাওলানা রুহান উদ্দিন চৌধুরী; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার মাওলানা আব্দুল্লাহ যোবায়ের; আনজুমানে আল ইসলাহ ইউএসএ-এর সদস্য মাওলানা মুস্তফুর রহমান এবং আনজুমানে আল ইসলাহ ইয়ুথ ফোরামের ইয়ুথ লিডার হাফিজ মহসিন হুদা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আনজুমানে আল ইসলাহ ইউএসএ-এর সাবেক সেক্রেটারি মাওলানা মঈনুল ইসলাম; সহ-সভাপতি সাদাত খান; ফুলতলী ইসলামিক সেন্টার নিউইয়র্কের সেক্রেটারি শহীয়ত খান; আল আমীন মসজিদ, এস্টোরিয়ার সাবেক সভাপতি জয়নাল আবেদীন; ফুলতলী জামে মসজিদ, ওজন পার্কের সভাপতি গুলজার আলী, সহ-সভাপতি জহির উদ্দিন জুয়েল ও সেক্রেটারি জামাল হোসাইন; ফুলতলী ইসলামিক সেন্টারের শিক্ষক হাফিজ আব্দুল কাইয়ুম হানিফ; বাংলাবাজার ইসলামিক সেন্টারের প্রিন্সিপাল হাফিজ বদরুল আলম; দারুল সুন্নাহ নিউইয়র্কের খতিব মাওলানা বুরহান উদ্দিন জালালী; শাহজালাল দারুস সুন্নাহ মসজিদ, পার্কচেস্টারের ইমাম মাওলানা আব্দুল হাদী জালালী; ফুলতলী জামে মসজিদ, ওজন পার্কের ইমাম মাওলানা আব্দুল আলিম; আনজুমানে আল ইসলাহ নিউ জার্সি স্টেটের ট্রেজারার হাফিজ আলা উদ্দিন; ফুলতলী জামে মসজিদের উপদেষ্টা হাফিজ নজরুল ইসলাম, উপদেষ্টা গাওছুর রহমান শিহান, উপদেষ্টা আব্দুল মন্নান ও উপদেষ্টা আব্দুর রকিব উদ্দিন এবং পেনসিলভেনিয়ার কারী রশিকুল ইসলাম প্রমুখ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আনজুমানে আল ইসলাহ ইউএসএ-এর দায়িত্বশীলবৃন্দ-কোষাধ্যক্ষ আলহাজ্ব মোজাহিদ হুসাইন, প্রচার সম্পাদক মালিক শেখ, যুব-বিষয়ক সম্পাদক হাফিজ নজম উদ্দিন, সমাজকল্যাণ সম্পাদক হাফিজ জমশেদ হুসাইন এবং অফিস সম্পাদক মাওলানা মুহিবুর রহমান। এছাড়াও নির্বাহী সদস্য স্বামী মো. মাহতাব আহমদ ও হাফিজ পারভেজ সিদ্দিক উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে আনজুমানে আল ইসলাহ নিউইয়র্ক স্টেটের দায়িত্বশীলরাও উপস্থিত ছিলেন।

জেরুজালেমে যুক্তরাজ্যের কনস্যুলেট বন্ধের নির্দেশ

৬২ পৃষ্ঠার পর

দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৭ সালের ছয় দিনের যুদ্ধের পর থেকে পূর্ব জেরুজালেমকে ইসরায়েলের অবৈধ দখলে থাকা ভূখণ্ড হিসেবে বিবেচনা করে অধিকাংশ দেশ। তবে, ইসরায়েলের দাবি, জেরুজালেমই তাদের অবিভক্ত রাজধানী। ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সা'আর বলেন, একীভূত জেরুজালেম হলো ইসরায়েলের রাজধানী এবং এটি সম্পূর্ণভাবে ইসরায়েলের সার্বভৌমত্বের অধীনে। এই এলাকায় যে কোনো বিদেশি কার্যক্রম অবশ্যই স্বীকৃত ও সম্মত চ্যানেলের মাধ্যমে পরিচালিত হতে হবে এবং ইসরায়েলের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করা যাবে না।

সা'আর আরও কয়েকজন ব্রিটিশ এমপির ইসরায়েলে প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করেন। নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়া এমপিদের বেশিরভাগই বামপন্থী। এদের মধ্যে রয়েছেন সাবেক লেবার নেতা জেরেমি করবিন, ইনডি পার্টির এমপি জারা সুলতানা, লেবার পার্টির এমপি ক্রিস্টান অ্যাফেক্ট, নাজ শাহ, জন ম্যাকডোনেল ও রিচার্ড বার্গন এবং গ্রিন পার্টির এমপি হান্না স্পেন্সার, কার্লা ডেনিয়ার, সিয়ান বেরি ও এলি চাউনস।

পর্দা নামলো ৪০তম টরেন্টো ফোবানার

১৫ পৃষ্ঠার পর

সম্মেলনে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন অনুষ্ঠিত হয় বড় পরিসরের প্রাণবন্ত বাংলাদেশি মেলা। সেন্ট্রাল ফোবানা ও কানাডার স্থানীয় হোস্ট টেন্ট অব বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে টরেন্টোর বার্চমাউন্ট রোড ও ড্যানফোর্থ রোডের সংযোগস্থলে আয়োজিত এ মেলা দুই দিনই ছিল লোকে লোকারণ্য। হাজার হাজার মানুষের জোয়ারভাটা উপস্থিতি সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে যায়। অনেককেই বলতে শোনা যায়, উপস্থিতি ১০ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছিল। দেশীয় পোশাক, গয়না, বিভিন্ন পণ্য ও দেশীয় খাবারের দোকানের পাশাপাশি ছিল উন্মুক্ত কনসার্ট ও মুগ্ধকর নৃত্যের আয়োজন। খোলা আকাশের নিচে বিভিন্ন পণ্যের শতাধিক স্টল ও কালচারাল অনুষ্ঠান। পাশাপাশি একই স্থানে হাজারো বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণ প্রবাস জীবনে বাংলাদেশের বৈশাখী মেলার আবহ তৈরি করে। প্রবাসের মাটিতে এ মেলা হয়ে ওঠে বাংলাদেশি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের এক প্রাণবন্ত মিলনমেলা। বাংলাদেশিদের এ আনন্দে স্থানীয় অন্যান্য কমিউনিটির মানুষজনও অংশ নেয়।

সম্মেলনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী ডলি সায়ন্তনী, সেলিম চৌধুরী, রানো নেওয়াজ, ফকির সাহাবুদ্দিন, শাহনাজ বেলী, অনকি রাজসহ বাংলাদেশ ও প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীরা। তাঁদের পরিবেশনায় উৎসবের পুরো সময় হয়ে উঠে আনন্দমুখর। শেষ দিনে টরেন্টো ও যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশি কমিউনিটিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মাননা দেওয়া হয়।

সম্মেলনে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন টরেন্টো সিটি মেয়র অলিভিয়া চাউ, প্রভিন্সিয়াল পার্লামেন্ট মেম্বার ফাতিমা শাবান, ইস্ট ইয়র্কের সদ্য নির্বাচিত এমপি তানভীর শাহনাজ, মেয়র প্রার্থী টরন্টো মেয়র নির্বাচনের প্রার্থী ব্র্যাড ব্র্যাডফোর্ড, অন্টারিওর সাম্প্রতিক উপনির্বাচনে অংশ নেওয়া কনজারভেটিভ পার্টির প্রার্থী ডা. তরুণ, টরেন্টো মেয়র নির্বাচনের প্রার্থী ব্র্যাড ব্র্যাডফোর্ড, স্থানীয় সিটি কাউন্সিলর পারথি কান্দাভেলসহ স্থানীয় রাজনীতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। দেশীয় সংস্কৃতির আবহে তিন দিনের আয়োজন শেষ হলেও ফোবানার মঞ্চ দিয়ে প্রবাসী বাংলাদেশিরা যেন আবারও ফিরে পেলেন নিজেদের শেকড়ের স্পর্শ। সম্মেলনে বিভিন্ন সক্রিয় অবদান রাখেন টেন্ট অব বাংলাদেশের ফাউন্ডার রাসেল রহমান, আয়োজক বাংলাদেশ সোসাইটি এসসির সভাপতি খোকন রহমান, সাধারণ সম্পাদক জহিরুল ইসলাম, এডমিন ডিরেক্টর সঞ্জয় চাকি, আয়োজক কমিটির শিমু চৌধুরী, আর্শিন চৌধুরী, দেওয়ান আজিম, সৈয়দ শামসুল আলম প্রমুখ।

পর্দা নামলো ৪০তম টরেন্টো ফোবানার

১ পৃষ্ঠার পর

ইসলাম, সংগীত শিল্পী খালিদ হাসান মিলু (মরণোত্তর) ও এন্ড্রুকিশোর (মরণোত্তর) উল্লেখযোগ্য। উদ্বোধনী দিনে সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে সেমিনার ও আলোচনা অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ছিল বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক আয়োজন। সম্মেলনে চীফ প্যাট্রন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ি, ফোবানার চেয়ারম্যান ও সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক শাহ নেওয়াজ। কনভেনশনের প্রধান নির্বাহী আবু জোবায়ের দারাসহ স্থানীয় কমিউনিটির শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। সম্মাননা পেয়েছেন নায়ক ফুটবলার এনায়েতুর রহমান ও অভিনেত্রী শাম্মা ইসলামসহ আরও অনেকে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন সেলিম চৌধুরী, আঁখি আলমগীর, ঝিলিক, পিন্টু ঘোষসহ বাংলাদেশ ও টরেন্টোর স্থানীয় শিল্পীরা। সঙ্গে ছিল মনকাড়া নৃত্যানুষ্ঠান। গান, নৃত্য, তারকা শিল্পীদের পরিবেশনা, গুণীজনদের সম্মাননা এবং দেশীয় খাবার ও পণ্যের পসরা-সব মিলিয়ে ডন ভ্যালি হোটেল হয়ে উঠেছিল ছোট্ট মনোরম এক বাংলাদেশ।

এরপর ১৪ পৃষ্ঠায়

ZILLUR TAX ACCOUNTING & INSURANCE SERVICES
• Tax Filing & Payroll
• IRS Audit Assistance
• Insurance &
• Real Estate Services
Zillur Rahim
EA, CAA, MBA
IRS Enrolled Agent
• OUR SERVICES
☐ Personal Tax Filing
☐ Business Tax Filing
☐ New Business Setup
☐ Home & Business Insurance
☐ Immigration Services
☐ ITIN Number Application
☐ Notary Services
zillurincometaxnyc@gmail.com
www.zillurtaxandinsurance.com
Cell: 646-322-3254
Office: 718-374-3110
88-11 169 Street, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432

PEOPLE N TECH
A Global Leader In IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC
Certified Training Institute by:
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

www.careeracademyny.com
CAREER ACADEMY OF NEW YORK
BECOME A CERTIFIED
HOME HEALTH AIDE
TODAY!
HHA, PCA & PCA TO HHA CERTIFICATION COURSE
347-425-3878
CALL NOW
A CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ GROUP
347-425-3878 careeracademyofny@gmail.com
975 Liberty Avenue, Brooklyn, New York-11208

এই সপ্তাহের কবিতা

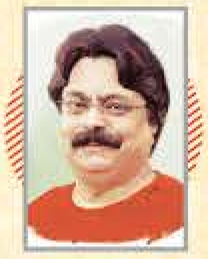

হুক্কা হুয়ার কোরাস
লুৎফর রহমান রিটন

জ্ঞানপাপীদের মূর্ত প্রতীক
মতি-মাহফুজ-নহি,
মুক্তিযুদ্ধের বয়ান তাদের
হয় না কভু সহি।

গুপ্ত তারা সময় মতো
দেখায় তাদের তেজ,
দুঃসময়ে বেরিয়ে আসে
দন্ত-নখর-লেজ।

এই ত্রয়ী খুব সুকৌশলী
নিপুণ দক্ষতায়--
একাত্তরের ইতিহাসের
বয়ান বদলে যায়।

'ইতিহাসের সত্যটাকে
মিথ্যে প্রমাণ করা'--
জ্ঞানী ত্রয়ীর 'যৌথ প্রজেক্ট'
সুক্ষ্ম চালে ভরা।

তাদের গড়া ন্যারেটিভস-এ
একাত্তরের ক্ষয়,
মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীনতা
প্রশ্নবিদ্ধ হয়।

শেখ মুজিবের কীর্তি মোছার
চেষ্টা বহাল রেখে--
হুক্কা হুয়ার কোরাস ওদের
চলছে থেকে থেকে....

টাকার কথা
সুজন দাশ

বলল টাকা, -থাকলে আমি তোমার বাড়ে মান,
বিশ্বজুড়ে সবাই দেখো গায়ও আমার গান ।
আমার জন্য ভালোবাসা আমার জন্য খুন,
অন্ধ করি অহমিকায়, -নিইও কেড়ে গুণ।

ধনী গরিব ভদ্র ইতর সবাই আমায় চায়,
থাকলে ভালো না থাকলে সব করেও হায় হায়!
কচু পাতার পানির মত হইনা কোথাও স্থির,
আমার সাথেই পাপের বসত থাকনা যতই ক্ষীর।

জগৎ জুড়ে কেউ পাবে না হয় না আমার দাস,
কম বা বেশি সবার মনে আছে আমার বাস।
আমায় পেয়ে সংযত যেই জানেও ব্যবহার,
আমি থাকি আশ্রয়ে তার,- বিপদে পায় পার।

লোভে যারা ওড়ায় টাকা থাকি না তার পাশ,
দানে কেবল পায় মহিমা পুরেও মনের আশ।
সৎপথে যে কামায় আমায় দিইও তারে সাথ,
ছাড়ি না তার সঙ্গ আমি পিঠেই রাখি হাত।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত হলেই আমি বিষ,
পেয়ে আমায় মনের সুখে দিক না যতই শিস।
আমার জন্য যেই বা যারা স্বজন ভুলে যায়,
গ্লানি এসে একদিন ওকে চিবিয়ে ঠিক খায়।

যৌবনের আলোছায়া
আহম্মদ হোসেন বাবু

শ্রাবণের জলে সিক্ত বৃক্ষ-তরুলতা
পোয়াতি মৃত্তিকা ভেজে বুকে ব্যাকুলতা।

আষাঢ়-শ্রাবণে মনে পড়ে ক্ষণে ক্ষণে
দু'টি মন সিক্ত বাতায়নে আলাপনে।

মনে মন, দ্বীপ জাগা চরের মতন
নন্দিনীর প্রতি আকর্ষণ চিরন্তন।

বকুলভেজা গন্ধে মোহিনী রূপিণী রাগে
ঝমাঝম ঝপাঝপ ঠোঁটে ঠোঁট লাগে।

নন্দনকাননে নন্দিনী ঝুমঝুম তোলপাড়
শ্রাবণের পরে যেন আবারো আষাঢ়!

চাঁদনী রাত জুলে তুমি আমি গলে গলে
থেমে যাও সময়, আর কী যাওয়া চলে?

পদ্মের পাপড়ির মত সংকোচ-কম্পন
কামনার পিপাসায় রক্তের গর্জন।

যৌবনের আলোছায়া যেন কিশলয়
দ্বিধা ভুলে দেহ, ধনুকের মত হয়।

এভাবে মুহূর্ত, অনন্তের পথে ধায়
পাপ-তাপ-ক্লেদ-গ্লানি সব ধুয়ে যায়।।

বেঁধে রেখো সারাজীবন
সোহরাব হোসেন

আমার হৃদয় মিলেছে তোমার হৃদয়ে
বেঁধে রেখো সারাজীবন (।।)
জীবনে -মরণে রবো আমরা দু'জনে
ভালবেসে সারাজীবন
ভালবেসে সারাজীবন (।।)

তুমি আমি দুজন চিরসাথী স্বজন,
ভয় নেই পাশাপাশি রই সারাক্ষণ।
জীবনে মরণে রবো আমরা দু'জনে
ভালবেসে সারাজীবন,
ভালবেসে সারাজীবন (।।)

আমার হৃদয় --------------------- (ঐ)
শিশির ঝলমলে রোদ্দুর সকালে
ভালবাসা ফুটে-ফুলেরাও হাসে
প্রজাপতি মেলে পাখা
প্রজাপতি মেলে পাখা (।।)

আমার হৃদয় মিলেছে তোমার হৃদয়ে
বেঁধে রেখো সারাজীবন (।।)
জীবনে-মরণে রবো আমরা দু'জন -
ভালবেসে সারাজীবন
ভালবেসে সারাজীবন (।।)

ভেবেই সাড়া
সীমু আফরোজা

আমারও যে কতটা কষ্ট হয়,
তোমাকে ভেবে চোখের জল কথা কয়
কখনও তোমায় ভেবে অজান্তেই হাসি
স্বপ্ন ভেঙে আন্দোলিত হয় চোখের খুশি।

কেউ বুঝলো না আমার অভিমান
কেউ খুঁজলোনা আমার মনের অভাব
তোমার আমার মাঝে কেনো এতো দূরত্ব
কেনো আসনি সব ছিন্ন করে আমায় করতে মুক্ত।

দূর থেকে শুধু ফাঁকিই দিলে
অবুঝ মনটার অপরাধ ঠেকেছে দেয়ালে
আমারও সাধ হয় প্রেমে পরি
কতোজন কে ঠেকাবো হাতে অজুহাতের দড়ি।
হৃদয়টা তো কেবল আমার
একবার না হয় ভাসলাম প্রেমে তোমার।

হয়তো এ জীবনের কিছু ফাঁকি,
রইলো পরে বেলাশের হৃদয় বাকি
একগাল হেসে ফেলা এরই নাম ভালোবাসা
এখন তোমার কোলে মাথা রেখে দেখা চাঁদ
বরং ছবিটা হাতে ধরেই তোমার পাশে হাঁটার সাধ।

আজ তোমার চোখে স্বপ্ন বোনার চেয়ে
অলিখিত স্বপ্নগুলো ভাসে চোখের ভোরে।

কখনো তুমি!
রকিবুল ইসলাম

তুমি কখনো বরষার অবারিত বারি,
আবার কখনো তুমি প্রচণ্ড দাবদাহে
প্রজ্জ্বলিত অগ্নিদাহ ধরা।
কখনো তুমি কনকনে শীতের হিমবহতা,
আবার কখনো তুমি বসন্তের মিষ্টি হাওয়া।
কখনো তুমি পড়ন্ত বিকেলের গোধূলি লগন,
তেজস্বী রবির বিদায়বেলা।
আবার কখনো তুমি দিবাভাগের অন্তিম
মুহূর্তের রক্তিম গগণ, পাখিদের নীড়ে ফেরার সন্ধিক্ষণ,
রাতের নীল আকাশে তারা'দের অসারিবদ্ধ বিচরণ।
কখনো তুমি জোনাকির আলো, তুমি দৃষ্টির পিদিম,
তুমি আলেয়ার আলো।
তুমি রঙীণ জ্যোৎস্নার ঝলমলে আলোকসজ্জা,
সেই তুমিই আবার আমাবস্যার ঘণ, গাঢ় নিঃ
রজনীর ঘোর আঁধার, এক রাশ হতাশা আর হৃদয়ের
অতল গহ্বরে নিমজ্জিত দুঃখের নিষাণ।
কখনো তুমি আত্মার ব্যাকুলতা, কখনো আবার আশার ভেলা।
কখনো সেই তুমিই স্বপ্ন সারথী, তোমাতেই
প্রত্যাশার শুরু, তোমাতেই তা শেষ।
কখনো তুমি তটিনী সঙ্গমে উন্মুখ প্রবল ঝর্ণাধারা,
আবার কখনো সাগর সঙ্গমের জন্য স্বীয় সত্তাকে
বিলিনকল্পে ব্যস্ত স্রোতধারা।
তুমি কখনো আমার আশার আলো,
কখনো রাজ্যের হতাশা।
কখনো তোমাতে আমি হরষে উৎফুল্লচিত্ত,
কখনো বা আমি তোমাতেই দুঃখিত মননে
পরাজয় স্বীকারে মত্ত।
তোমাতেই চলে আশার ভেলা,
তোমাতেই সমাপ্তি তার পরিক্রমা।
তুমি যোগে হাসি আমি,কাঁদি তোমার বিয়োগে,
পরিশেষে তাই রাতের আঁধার কহিল মোরে,
ভুলে যা তুই সকল ব্যথা-বেদনা, হতাশা-
আছি আমি সাথী হয়ে তোর সাথে সতত সহসা।

তোমার বাড়ি কই?
শেখ সালমান শাহী

শিশু কিশোর বাপের বাড়ি
যৌবনে বিয়ে স্বামীর বাড়ি
আনন্দে হই চৈ--,
আসলে তোমার বাড়ি কই?

সংসার বড় ছেলের আশ্রয়
পর্বের পরিচয় শ্বশুরালয়ে
শেষ আশ্রমে ঐ--,
আসলে তোমার বাড়ি কই?

চিলটি কেন কাঁদে
ইকবাল খান

উঁচু গাছের ডালে বসে চিল ডাকে একা,
আকাশের বুকে লেখে বিরহের রেখা।
হারিয়েছে যাকে সে খুঁজে ফেরে চোখে,
নীল আকাশের গায়ে তার ছায়া রাখে।

প্রতিটি ডাকে তার কাঁপে বনের পাতা,
কে শোনে সে সুর, কে বোঝে তার ব্যথা?
মেঘের ভেলায় ভেসে যায় তার সুর,
সঙ্গীর খোঁজে সে ওড়ে বহুদূর।

সন্ধ্যা নামে, তবু থামে না তার ডাক,
একা আকাশে সে আঁকে শূন্যতার ফাঁক।
হয়তো জানে না, ফিরবে কি না সঙ্গীটি আর,
তবু ডেকে যায় নিরন্তর, বারবার।

এই ডাক শুধু পাখির নয়, মানুষেরও গান,
হারানো ভালোবাসার এক করুণ বয়ান।
বনের বুকে যে বিরহ চিরকাল বাজে,
সেই সুরেই চিল কাঁদে গাছের মাঝে।

Republicans Anxious About Midterm Elections Trump Announces $500 Million Spending Plan

Manowarul Islam

President Trump has announced plans to spend $500 million to maintain Republican control over Congress, emphasizing that the party must retain its majority regardless of the cost. Speaking to reporters on Friday, the US President stated he intends to allocate between $400 million and $500 million from his "MAGA Inc." Super PAC to support Republicans in the November midterm elections. He made this announcement to allay concerns within the party that he might not spend the necessary funds. Reuters reported this information.

Speaking at an event in the White House Oval Office, Trump said, "I will spend whatever amount is needed to win the election. This is 'MAGA Inc.' money. I control these funds. There is nearly $1 billion in that fund." Questions are arising as to why Trump is becoming so desperate to win the election. Will he face impeachment if the Democrats win? Americans are asking the same question.

President Trump holds significant sway over Republican voters and possesses vast financial resources. However, his low public approval ratings have made him a liability among undecided voters. According to the latest Reuters poll, the ongoing conflict situation is negatively impacting Trump's public support this year. Two consecutive polls revealed that only 33 percent of respondents approved of the Republican leader's performance in the White House, while 67 percent disapproved—marking the lowest approval rating recorded in Reuters/Ipsos polls during his first or second term. Against this backdrop, the midterm elections are scheduled for Tuesday, November 3, 2026, with 33 of the 100 Senate seats up for election. Due to the two-year term of office for members of the lower house, elections will be held for all 435 seats in the House of Representatives. Democrats are aiming to secure victories in both the Senate and the House by capitalizing on President Trump's unpopularity. Currently, they trail by six seats in the Senate and seven in the House. Republicans hold the majority in both chambers. At present, the House composition stands at 219 Republicans (including one Independent) and 212 Democrats, with four seats vacant. In the Senate, Republicans hold 53 seats, while Democrats hold 47 (including the support of two Independents). If Democrats can retain their existing seats and defeat Republican candidates in four Senate races and six House races during the November 3 election, they could secure a majority in Congress. This would enable them to rein in the immensely powerful President Trump. In this regard, November 3 is a crucial date for Americans.

Only two months remain until the election on November 3. Even if up to $500 million is spent on a massive, targeted advertising blitz in the final stretch, it may not yield the desired results for the Republicans. This is because many voters may have already made up their minds, and opportunities for airing television advertisements could be limited. Republicans are particularly concerned about an electoral battle in Texas, where a Republican is attempting to win a fiercely contested race against Democrat James Talarico. This seat is currently held by the Republicans.

Americans hit with record-high Labor Day Weekend gasoline prices

Ajkal Desk

With the war in the Middle East still raising energy costs, Americans face record-high gasoline prices for Labor Day weekend, just as political campaigns kick off for midterm Congressional elections.

The national average gasoline price will probably hit $4.03 on Labor Day, far surpassing the previous record of $3.83 per gallon set in 2012, said GasBuddy analyst Patrick De Haan.

The Reuters Power Up newsletter by columnist Ron Bousso provides everything you need to know about the global energy industry. Sign up here.

"Gasoline, while not at all-time records, is at its highest level ever recorded this late in the calendar year, meaning Americans could for the first time ever see a national average price of gasoline above $4 per gallon on Labor Day," De Haan wrote in a recent blog post.

Advertisement · Scroll to continue

The national average price of gasoline stood at around $4.13 per gallon on Thursday, up nearly a dollar from last year's average, according to price-tracking service GasBuddy. Analysts say $4 per gallon is a pain point for many consumers.

Gasoline prices, among the most visible economic indicators for U.S. consumers, can quickly shape perceptions of the broader economy. With prices hovering above $4 a gallon Continued on page 27

Air traffic control issue disrupts flights at major UK airports

Ajkal Desk

Flights at major British airports were disrupted on Tuesday by a technical fault at air traffic control provider NATS, the latest in a series of failures that renewed questions about the resilience of Britain's aviation infrastructure.

The cancellation of more than 1,000 flights and delays to hundreds more renew scrutiny of NATS three years after a flight-plan processing failure caused even more widespread disruption.

NATS said at 1834 GMT that the issue, which had impacted its flight data processing system, had been resolved. It had earlier said that "safety was not compromised." "Recovery from today's system issue has taken longer than we had hoped. Our system issue is now resolved, we are Continued on page 27

Trump hits Canada with import bans, 50% tariffs

Ajkal Desk

US President Trump has announced new import bans and 50% tariffs on some Canadian goods as tensions between the two countries intensify. This comes a day after Ottawa's retaliatory tariffs on US products took effect.

Canadian dairy products, motorcycles and alcoholic beverages face import bans in the United States, while other goods from across the border will be hit with 50% tariffs, the White House said Tuesday, as President Donald Trump escalates a trade war with Ottawa.

The import ban is scheduled to take effect on September 29.

Trump also ordered a 50% tariff on additional Canadian goods, including mattresses, motorboats and golf carts, starting September 15.

The latest moves came after Canada imposed retaliatory tariffs of up to 50% on about $20 billion (€17.2 billion) of US goods on Monday, following Washington's decision last month to levy 50% tariffs on selected Canadian imports.

Why is Trump imposing an import ban?

The White House said the alcohol ban was partly in response to provincial boycotts of US alcohol. Canadian provinces have removed many US wines and spirits from store shelves amid a widespread boycott of American goods, a move Trump called "discriminatory."

"President Trump is doing this to make sure, again, that we keep a level playing field, deter retaliation, and of course protect American production," a senior administration official, speaking on condition of anonymity, told reporters on a call.

Trump also directed the US General Services Administration to exclude Canadian products from its long-term government procurement contracts unless Ottawa restores what he called "full and fair reciprocity" for American farmers and companies.

On Monday, Trump threatened to block Canadian aircraft maker Bombardier from selling planes in the US unless it manufactures them in the United States.

What did Canadian Prime Minister Carney say?

Nearly 68% of Canadian exports headed to the US this year, with about 80% of those shipments entering duty-free under the United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) exemptions, data showed.

However, the latest escalation also cast a shadow on the future of the three-nation trade pact.

Canadian Prime Minister Mark Carney said his country would accelerate efforts to reduce its dependence on the US. "It's about ensuring that no country can hold us hostage. And that we can live how we want to live," Carney said on Tuesday.

Continued on page 26

Mamdani Accuses Former N.Y.C. Leaders of Lying About 9/11 Air Quality

Ajkal Desk

Mayor Zohran Mamdani on Tuesday accused previous New York City leaders of lying about air quality safety after the Sept. 11 terrorist attacks, resulting in residents and workers developing serious illnesses years later.

"People got sick because the leaders they trusted lied and told them they were safe to breathe in toxic air," he said at a news conference at City Hall, surrounded by politicians, relatives of those who died on Sept. 11 and advocates for the health of those now suffering from illnesses that surfaced years after the attacks.

"As the years pass and the human toll grows, we reckon with the cost of Sept. 11 whenever another New Yorker is stolen from us too soon," Mr. Mamdani said at the event, where he announced the release of more than 170,000 pages of documents related to toxic air quality around the site of the felled towers.

Mr. Mamdani declined, when asked repeatedly, to say who he believed lied to the public and what exactly they lied about. But in the weeks and months after Sept. 11, city and federal officials, including Rudolph W. Giuliani, the mayor at the time of the attacks, and Christine Todd Whitman, the administrator of the Environmental Protection Agency, reassured New Yorkers that the air around ground zero was safe to breathe.

But the documents, which The New York Times reviewed in advance of their release, revealed various instances in which carcinogens were present in the area for months after the attacks.

An audit from November 2001, based on information provided by the city's Department of Environmental Protection, confirmed that there were elevated levels of the carcinogen benzene near ground zero that month, as well as increases in the concentration of ambient asbestos on Staten Island.

Ten months after the attacks, asbestos was still being found around 15 John Street, a building less than a mile from the World Trade Center.

The records were stored in 68 boxes in a city office, shielded from public Continued on page 26

Trump Likens Iran Conflict to a 'Small Potato'

Shah Nawaz

US President Donald Trump likened the conflict between Iran and the US to a "small potato," stating that it does not qualify as a war. He supported the argument made by Vice President JD Vance that the sporadic and intermittent attacks occurring since last February cannot be termed a "war." While Trump did not explicitly explain what he meant by "small potato," many interpret it as an attempt to characterize the conflict as minor. The Associated Press (AP) highlighted these remarks on September 4.

Speaking in the Oval Office when asked about Vance's comments from the previous day, Trump noted that US strikes on Iran are happening "occasionally" and that "many people do not consider it a war."

This conflict has cost US taxpayers over $37.5 billion and resulted in the deaths of 18 American soldiers.

"I understand what Vance is saying," Trump remarked, adding, "I call it a military engagement because, to us, it is a minor matter. It is not a major event." During a White House press briefing on Thursday, Vance Continued on page 26

Harry and Meghan surprised by King Charles' letter on their status

Ajkal Desk

Prince Harry and his wife Meghan are surprised by a letter sent on behalf of King Charles clarifying that they were no longer working members of the royal family and that they would remain private citizens, their spokesperson said.

The Duke and Duchess of Sussex and their two children returned to live in Britain last month, six years after stepping down from royal duties and moving to the U.S. during a period of estrangement and awkward relations with the royal family.

The return was a surprise even to close family with Harry's father, the king, only being told days before the news became public.

In a letter, authorised by Charles and sent to senior British officials on Monday, it was made clear that Harry and Meghan were no longer working members of the royal family.

A spokesperson for the couple said they had only been informed shortly before it was sent out and they were surprised by what had occurred.

The letter said their status, which was originally agreed with the late Queen Elizabeth in 2020, gave the couple personal latitude "in respect of financial independence and protection of their privacy as they would wish".

"It follows that there is no change to the current Continued on page 26

'Can't silence me like this': Badhan bravery said

Anik Raj

"Say Joy Bangla!" said the group of miscreants harassing Azmeri Haque Badhan and her family in Venice. What had once been the unmistakable slogan of Bangladesh's great Liberation War was now being used to terrorise an actress and her family, including a crying child.

But that did not evoke sympathy in individuals who could neither see a representative of Bangladesh on a world stage—the Venice International Film Festival, no less—nor a human being with her family. They could only see a "traitor" who had protested against their beloved former government in July 2024, standing up to a regime that was killing its own people.

They threw carbonated water, eggs, and other paraphernalia, even knocking off her phone and spectacles at one point.

"I am fine now, but shaken," said Badhan when contacted over the phone. "I just need time to rest. I will be fine."

Although shaken, the bravery that the actress portrayed in the situation remains exemplary. "You cannot silence me like this," she said.

When they were attacking her, she kept recording, as if to expose these 'activists' for what they really are: misogynists, opportunists, and criminals. "They did not stop, even when we urged them to do so at least for the child. 'What child? You have to say Joy Bangla' was their only retort."

Meanwhile, Dhaka's cultural circle has flared up significantly in response to this undue attack.

"Time and again, artistes in our country are dragged into the ugly quagmire of politics in one way or another," said Safa Kabir. "An artiste's true freedom lies in speaking for truth, justice, and humanity—so why must they repeatedly pay a price for that voice?" She continued, "I am deeply outraged by what happened to Badhan apu. I demand a fair trial for this incident and hope she receives justice."

Pori Moni was unfiltered in her response: "Just a few rabid dogs barking at an actress. They have no sympathy, even for a child."

Director Shankha Dasgupta vented his frustration, saying, "How strange our Continued on page 26

বাংলাদেশ-চীন সম্পর্ক: এখনই সময় নতুন উচ্চতায় পৌঁছানোর

৫ পৃষ্ঠার পর

শাশ্বত মিত্র নেই এবং কোনো চিরস্থায়ী শত্রুও নেই। আমাদের স্বার্থই শাশ্বত ও চিরস্থায়ী এবং সেই স্বার্থ অনুসরণ করাই আমাদের কর্তব্য'। প্রায় দুই শতাব্দী আগে উচ্চারিত এই বক্তব্য আজও আন্তর্জাতিক কূটনীতি ও রাজনীতির অন্যতম মৌলিক নীতিবাক্য হিসেবে বিবেচিত হয়।

সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশেরও উচিত চীনকে দেখা আবেগ বা ভীতি দিয়ে নয়, বরং জাতীয় স্বার্থের আলোকে। কোনো বৃহৎ শক্তির প্রতি অন্ধ সমর্থন যেমন একটি দায়িত্বশীল পররাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্য হতে পারে না, তেমনি অকারণ সন্দেহ বা রাজনৈতিক পূর্বধারণার বশবর্তী হয়েও দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় স্বার্থকে উপেক্ষা করা সমীচীন নয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত এমন একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও বহুমাত্রিক কূটনীতি গড়ে তোলা, যা বিভিন্ন পরাশক্তির সঙ্গে পারস্পরিক স্বার্থের ভিত্তিতে সহযোগিতার সুযোগ সৃষ্টি করবে, কিন্তু দেশের স্বাধীন নীতিনির্ধারণী সক্ষমতা ও নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্বকে কোনোভাবেই ক্ষুণ্ন করবে না। অর্থাৎ সম্পর্কের গভীরতা নির্ধারিত হবে জাতীয় প্রয়োজনের ভিত্তিতে, কোনো পক্ষের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে নয়। গত কয়েক বছরে বিশ্ব রাজনীতির কেন্দ্র ধীরে ধীরে আটলান্টিক অঞ্চল থেকে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে সরে এসেছে। বৈশ্বিক উৎপাদন, সরবরাহ শৃঙ্খল, সামুদ্রিক বাণিজ্য, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং প্রযুক্তিগত প্রতিযোগিতার কেন্দ্রবিন্দুও ক্রমশ এই অঞ্চলে স্থানান্তরিত হচ্ছে। ফলে দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং বঙ্গোপসাগরকে ঘিরে নতুন অর্থনৈতিক ও কৌশলগত প্রতিযোগিতা গড়ে উঠেছে। যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ভারত, জাপান, ইউরোপীয় শক্তিসহ বিভিন্ন রাষ্ট্র ও জোট এই অঞ্চলে নিজেদের প্রভাব বিস্তারে সক্রিয়। এই নতুন বাস্তবতায় বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, একই সঙ্গে অনেক বেশি স্পর্শকাতর। কারণ এই ভূখণ্ড এখন কেবল একটি জাতীয় ভূখণ্ড নয়; বরং বৃহত্তর আঞ্চলিক সংযোগ, সামুদ্রিক বাণিজ্য, অর্থনৈতিক করিডর এবং ভূরাজনৈতিক ভারসাম্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে পরিণত হয়েছে।

বাংলাদেশ একদিকে দক্ষিণ এশিয়ার অংশ, অন্যদিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রবেশদ্বার। বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী অবস্থান, স্থলবেষ্টিত উত্তর-পূর্ব ভারতের নিকটবর্তিতা এবং মিয়ানমারের মাধ্যমে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে সংযোগস্থল- সব মিলিয়ে বাংলাদেশ একটি সম্ভাব্য আঞ্চলিক সংযোগকেন্দ্র। যদি এই ভৌগোলিক সুবিধাকে কার্যকর যোগাযোগ অবকাঠামো, আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য, আধুনিক বন্দরব্যবস্থা, শিল্পায়ন এবং আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার সঙ্গে যুক্ত করা যায়, তাহলে বাংলাদেশ কেবল একটি ট্রানজিট রাষ্ট্র নয়, বরং একটি আঞ্চলিক অর্থনৈতিক কেন্দ্রস্থল বা মূলকেন্দ্রে (হাব) পরিণত হওয়ার বাস্তব সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে পারে। এদেশের ভূগোল তখন আর কেবল মানচিত্রের একটি অবস্থান হয়ে থাকবে না; সেটি জাতীয় সম্পদে রূপান্তরিত হবে। এই প্রেক্ষাপটে ২০২৪ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর চীন সফরে দুই দেশ তাদের সম্পর্ককে 'সার্বিক কৌশলগত সহযোগিতামূলক অংশীদারিত্ব' (কম্প্রিহেনসিভ স্ট্র্যাটেজিক কোঅপারেটিভ পার্টনারশীপ)-এ উন্নীত করার ঘোষণা দিয়েছিল এবং অবকাঠামো, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, ডিজিটাল অর্থনীতি, কৃষি, স্বাস্থ্য ও মানবসম্পদ উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও সম্প্রসারণে সম্মত হয়েছিল। এই ঘোষণার তাৎপর্য ছিল দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে প্রচলিত উন্নয়ন সহযোগিতার সীমা অতিক্রম করে দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত অংশীদারিত্বের কাঠামোয় নিয়ে যাওয়া। গণঅভ্যুত্থান-উত্তর রাজনৈতিক পালাবদলের পর সাম্প্রতিক বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর চীন সফর এবং চীনা প্রধানমন্ত্রীর মিয়ানমার হয়ে বাংলাদেশ-চীন সংযোগ সড়ক নির্মাণের প্রস্তাব (তথা 'বাংলাদেশ-মিয়ানমার-চীন অর্থনৈতিক করিডোর') সেই ধারাবাহিকতাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। বিশেষ করে স্থলপথে সরাসরি সংযোগ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা শুধু দুই দেশের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণের সুযোগই সৃষ্টি করবে না; বরং বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে একটি কার্যকর স্থলভিত্তিক অর্থনৈতিক সেতুতে পরিণত করার নতুন দিগন্তও উন্মোচন করতে পারে। তাই এই সফরকে কেবল একটি নিয়মিত কূটনৈতিক ঘটনা হিসেবে দেখলে ভুল হবে; বরং এটি দুই দেশের সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেওয়ার এক সুবর্ণ সুযোগ, যা বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার সঙ্গে কাজে লাগাতে পারলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও ভূরাজনৈতিক অবস্থান উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী হতে পারে।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বাংলাদেশ-চীন সম্পর্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কেবল অবকাঠামো উন্নয়ন বা ঋণ গ্রহণ নয়; বরং স্থলপথে সংযোগসহ বহুমাত্রিক সংযোগ (মাল্টি-ডাইমেনশনাল কানেক্টিভিটি) প্রতিষ্ঠা করা। কারণ একবিংশ শতাব্দীর বিশ্ব অর্থনীতিতে উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি শুধু পুঁজি নয়, বরং সংযোগ। কারণ সংযোগই হলো উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মৌলিক সোপান। একটি দেশের সড়ক, রেল, সমুদ্রবন্দর, স্থলবন্দর, ডিজিটাল অবকাঠামো, জ্বালানি নেটওয়ার্ক এবং আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্যব্যবস্থা যত বেশি পরস্পর সংযুক্ত হবে, সেই দেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতা, প্রতিযোগিতামূলক শক্তি এবং কৌশলগত গুরুত্বও তত বৃদ্ধি পাবে। আধুনিক উন্নয়ন অর্থনীতিতে এ কারণেই 'সংযোগ সক্ষমতা' (কানেক্টিভিটি)-কে কেবল যোগাযোগব্যবস্থা হিসেবে নয়, বরং উৎপাদন, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্রযুক্তি, জ্ঞান ও মানুষের চলাচলকে একীভূত করার একটি সামগ্রিক উন্নয়ন কাঠামো হিসেবে দেখা হয়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, যে অঞ্চল বাণিজ্যপথের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে, সেই অঞ্চলই দীর্ঘমেয়াদে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হয়। মধ্যযুগে সিল্ক রোড যেমন ইউরেশিয়ার অর্থনীতিকে চাঙা ও রূপান্তরিত করেছিল, তেমনি আধুনিক যুগে সড়ক, রেল, সমুদ্রবন্দর, অর্থনৈতিক করিডর এবং বহুমাত্রিক সরবরাহ শৃঙ্খল উন্নয়নের নতুন ভিত্তি তৈরি করছে। ইতিহাসের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক উত্থানের পেছনে দেখা যায়, যে রাষ্ট্র বা অঞ্চল বাণিজ্য প্রবাহের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে, সেখানেই শিল্পায়ন, নগরায়ণ, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং সম্পদ সঞ্চয় ও বিনিয়োগের গতি ত্বরান্বিত হয়েছে। তাই বর্তমান বিশ্বে সংযোগ অবকাঠামোতে বিনিয়োগকে কেবল উন্নয়ন প্রকল্প হিসেবে নয়; বরং দীর্ঘমেয়াদি ভূ-অর্থনৈতিক কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

সাম্প্রতিক সময়ে চীনের পক্ষ থেকে মিয়ানমার হয়ে বাংলাদেশকে স্থলপথে যুক্ত করার প্রস্তাব নতুন করে আলোচনায় এসেছে। এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে চীনের ইউনান প্রদেশ, মিয়ানমার এবং বাংলাদেশের মধ্যে একটি বিস্তৃত অর্থনৈতিক ও যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে উঠতে পারে, যা বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরের কৌশলগত গুরুত্ব এবং দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বহুগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে। অপরদিকে মিয়ানমারের সাথেও আমাদের সম্পর্ক উন্নয়নে এ উদ্যোগ ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হবে। এর ফলে বঙ্গোপসাগরকেন্দ্রিক সামুদ্রিক যোগাযোগের সঙ্গে স্থলভিত্তিক যোগাযোগের একটি কার্যকর সমন্বয় সৃষ্টি হবে, যা বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যবর্তী একটি স্বাভাবিক অর্থনৈতিক সেতুতে পরিণত করার সম্ভাবনা তৈরি করবে। বিশেষত ইউনানের মতো চীনের অভ্যন্তরীণ প্রদেশগুলোর জন্য সমুদ্রে পৌঁছানোর একটি বিকল্প ও তুলনামূলকভাবে স্বল্প দূরত্বের পথ উন্মুক্ত হতে পারে, আর বাংলাদেশের জন্য সৃষ্টি হতে পারে নতুন ট্রানজিট, ট্রান্সশিপমেন্ট, লজিস্টিকস ও শিল্প বিনিয়োগের সুযোগ। বিশ্লেষকদের মতে, এই ধরনের সংযোগ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধি, বিনিয়োগ প্রবাহ এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার নতুন সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। একই সঙ্গে এটি আঞ্চলিক মূল্য শৃঙ্খল ও উৎপাদন নেটওয়ার্কে বাংলাদেশের অংশগ্রহণও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে পারে। বর্তমানে বৈশ্বিক উৎপাদন ব্যবস্থা ক্রমেই আন্তঃসীমান্ত সরবরাহ শৃঙ্খলের ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠছে। ফলে যে দেশ নিজেকে কার্যকর সংযোগকেন্দ্রে রূপান্তর করতে পারে, সে দেশ কেবল পণ্য পরিবহনের পথই নয়, বরং উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, বিতরণ এবং সেবাভিত্তিক অর্থনীতিরও গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারে পরিণত হয়। বাংলাদেশের জন্যও এই সম্ভাবনা বাস্তব এবং অর্জনযোগ্য, যদি প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, নীতিগত সংস্কার এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়।

অর্থনীতির ভাষায় সংযোগ মানে শুধু রাস্তা নয়; সংযোগ মানে বাজার। আরও বিস্তৃত অর্থে, সংযোগ মানে সুযোগের সম্প্রসারণ। বাংলাদেশের প্রায় ১৮ কোটি মানুষের বাজার যদি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের বৃহৎ বাজারের সঙ্গে আরও সরাসরি যুক্ত হয়, তাহলে উৎপাদন, রপ্তানি, পর্যটন, লজিস্টিকস, গুদামজাতকরণ, ই-কমার্স এবং সেবাখাত নতুন গতি পেতে পারে। পরিবহন ব্যয় ও সময় কমে এলে বাংলাদেশি পণ্যের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ বাড়বে এবং দেশের শিল্পাঞ্চলগুলো আঞ্চলিক উৎপাদন নেটওয়ার্কের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবে। বিশেষ করে বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলো, যা দীর্ঘদিন ধরে অবকাঠামোগত পশ্চাৎপদতা, সীমিত শিল্পায়ন এবং দুর্বল আঞ্চলিক সংযোগের কারণে তাদের সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারেনি, তারা উন্নয়নের নতুন দিগন্তে প্রবেশ করতে পারে। সঠিক পরিকল্পনা, দক্ষ বাস্তবায়ন এবং সুদূরপ্রসারী কৌশল গ্রহণ করা গেলে এই অঞ্চলগুলো ভবিষ্যতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম চালিকাশক্তিতে পরিণত হওয়ার বাস্তব সম্ভাবনা ধারণ করে। তবে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক উন্নয়নে এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। চীনের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন মানে কোনো একক পরাশক্তির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়া নয়। বরং জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে বহুমাত্রিক অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা। বর্তমান বহুমেরুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থায় একটি দায়িত্বশীল রাষ্ট্রের কূটনৈতিক সাফল্য নির্ধারিত হয় সে কত দক্ষতার সঙ্গে বিভিন্ন পরাশক্তির সঙ্গে সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে তার ওপর। বাংলাদেশের মতো মধ্যম আকারের একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের জন্যও সবচেয়ে বড় শক্তি হতে পারে রাষ্ট্রীয় স্বার্থে তার স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা এবং বহুমুখী কূটনৈতিক পরিসর। ফলে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করার অর্থ কখনোই অন্য কোনো রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ককে দুর্বল করা নয়; বরং জাতীয় স্বার্থকে কেন্দ্র করে সহযোগিতার পরিধিকে আরো সম্প্রসারণ করা।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভাষায় একে বলা হয় 'কৌশলগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা' (স্ট্র্যাটেজিক হেজিং), অর্থাৎ কোনো একটি শক্তির শিবিরে না গিয়ে সবার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে নিজের স্বার্থকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া। এই কৌশলের মূল দর্শন হলো প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক পরিবেশে এমন একটি ভারসাম্য সৃষ্টি করা, যাতে কোনো একটি পরাশক্তির ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা তৈরি না হয় এবং একই সঙ্গে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত, নিরাপত্তা ও কূটনৈতিক সহযোগিতার সুযোগও উন্মুক্ত থাকে। সাম্প্রতিক দশকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশ, বিশেষ করে আসিয়ানভুক্ত রাষ্ট্রগুলো, এই নীতির বিভিন্ন রূপ অনুসরণ করে বৃহৎ শক্তিগুলোর পারস্পরিক প্রতিযোগিতাকে নিজেদের উন্নয়নের সুযোগে রূপান্তর করার চেষ্টা করেছে। বাংলাদেশের জন্যও সেটিই সবচেয়ে কার্যকর ও দূরদর্শী পথ। কারণ একটি ভারসাম্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি কেবল কূটনৈতিক স্বাধীনতাই নিশ্চিত করে না; বরং আন্তর্জাতিক অস্থিরতার সময় রাষ্ট্রের কৌশলগত স্থিতিস্থাপকতাও বৃদ্ধি করে।

চীনের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। গত চার দশকে চীন যেভাবে অবকাঠামো, শিল্পায়ন, প্রযুক্তি, গবেষণা, উচ্চশিক্ষা, ডিজিটাল উদ্ভাবন এবং দারিদ্র্য হ্রাসের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি অর্জন করেছে, তার অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের জন্য নিঃসন্দেহে শিক্ষণীয়। আজ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, উচ্চগতির রেলব্যবস্থা, উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তি, ই-কমার্স এবং ডিজিটাল শাসনব্যবস্থার মতো বহু ক্ষেত্রে চীনের অভিজ্ঞতা উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার উৎস হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বাংলাদেশের উচিত এই অভিজ্ঞতাকে শুধু অবকাঠামো নির্মাণের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং প্রযুক্তি হস্তান্তর, গবেষণা সহযোগিতা, বিশ্ববিদ্যালয়-শিল্প অংশীদারিত্ব, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং উদ্ভাবনভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তোলার বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে মূল্যায়ন করা।

তবে সেই অভিজ্ঞতা গ্রহণ করতে হবে সমালোচনামূলক দৃষ্টিতে এবং রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটে উপযোগিতা বিচার করেই। কারণ কোনো দেশের উন্নয়ন মডেল হুবহু অন্য দেশে প্রতিস্থাপন করা সম্ভব নয়; প্রতিটি রাষ্ট্রের ইতিহাস, রাজনৈতিক সংস্কৃতি, প্রশাসনিক সক্ষমতা, অর্থনৈতিক কাঠামো এবং সামাজিক বাস্তবতা ভিন্ন। ফলে বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজন অভিজ্ঞতার অন্ধ অনুকরণ নয়, বরং অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষার বিচক্ষণ অভিযোজন। উন্নয়ন কেবল অবকাঠামো নির্মাণের বিষয় নয়; উন্নয়ন হলো দক্ষ প্রতিষ্ঠান, মানবসম্পদ, সুশাসন, জবাবদিহি, নীতির ধারাবাহিকতা এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার সমন্বিত ফল। সড়ক, সেতু কিংবা বন্দর নির্মাণ তখনই টেকসই অর্থনৈতিক সুফল বয়ে আনে, যখন সেগুলোকে দক্ষ প্রশাসন, কার্যকর নীতি, উৎপাদনশীল শিল্প এবং প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়ায় মানবসম্পদ উন্নয়ন কৌশলের সঙ্গে সংযুক্ত করা যায়। বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো কৌশলগত দূরদৃষ্টি। আমরা প্রায়ই অদূরদর্শী প্রকল্পভিত্তিক চিন্তা করি, কিন্তু যে কোনো রাষ্ট্র এগোয় তার স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পভিত্তিক পরিকল্পনার মাধ্যমে। রাষ্ট্র পরিচালনায় বিচ্ছিন্ন প্রকল্প নয়, বরং একটি সমন্বিত জাতীয় উন্নয়নের রূপকল্পই দীর্ঘমেয়াদি অগ্রগতির ভিত্তি নির্মাণ করে। সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া কিংবা চীনের সাফল্যের পেছনে রয়েছে কয়েক দশকব্যাপী সুসংহত রাষ্ট্রীয় কৌশল এবং সেগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়ন, নিয়মিত মূল্যায়ন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নীতির পরিবর্তন কিংবা অভিযোজনের দৃঢ় সক্ষমতা। এসব দেশ সরকার পরিবর্তনের ঊর্ধ্বে উঠে কিছু মৌলিক জাতীয় উন্নয়ন অগ্রাধিকারকে ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়ন করেছে বলেই আজকের অবস্থানে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে।

বাংলাদেশেরও প্রয়োজন তেমন একটি দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় পরিকল্পনার ত্রিমাত্রিক (স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ) বাস্তবায়নের টেকসই রূপকল্প, যেখানে চীনসহ বিশ্বের সব গুরুত্বপূর্ণ পরাশক্তির সঙ্গে সম্পর্ককে জাতীয় উন্নয়নের বৃহত্তর কাঠামোর মধ্যে বিবেচনা করা হবে। সেই রূপকল্পে অবকাঠামো, শিল্পায়ন, প্রযুক্তি, শিক্ষা, জ্বালানি নিরাপত্তা, আঞ্চলিক সংযোগ, রপ্তানি বহুমুখীকরণ এবং মানবসম্পদ উন্নয়নকে একটি অভিন্ন জাতীয় কৌশলের অংশ হিসেবে দেখতে হবে। পররাষ্ট্রনীতি তখন আর কেবল কূটনৈতিক সম্পর্ক পরিচালনার বিষয় থাকবে না; বরং তা হয়ে উঠবে অর্থনৈতিক রূপান্তর, রাষ্ট্রীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সমৃদ্ধ বাংলাদেশ নির্মাণের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। আজকের বিশ্বে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি আর চীনপন্থী না পশ্চিমাপন্থী হওয়ার নয়। প্রশ্ন হলো বাংলাদেশপন্থী হওয়ার এবং দেশের সার্বভৌমত্ব, রাজনৈতিক সক্ষমতা ও অর্থনৈতিক মুক্তির। পররাষ্ট্রনীতির সাফল্য কোনো পরাশক্তির প্রতি আনুগত্যে নয়; বরং রাষ্ট্র কতটা দক্ষতার সঙ্গে নিজের জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে পারে, তার ওপর নির্ভর করে। পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থায় আদর্শিক বিভাজনের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা, কৌশলগত সংযোগ, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলে কার্যকর অংশগ্রহণ। ফলে বাংলাদেশের জন্যও পররাষ্ট্রনীতির কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত জাতীয় উন্নয়ন, অর্থনৈতিক রূপান্তর এবং স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা।

যে সম্পর্ক বাংলাদেশের অর্থনীতি, বাণিজ্য, প্রযুক্তি, শিক্ষা, আঞ্চলিক সংযোগ এবং জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে, সেই সম্পর্কই চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রেক্ষাপটে একুশ শতকের বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজনীয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন, ডিজিটাল অর্থনীতি, স্মার্ট অবকাঠামো, উন্নত যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং জ্ঞানভিত্তিক শিল্পের এই যুগে কেবল প্রচলিত কূটনৈতিক সম্পর্ক দিয়ে রাষ্ট্রের অগ্রগতি নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। প্রয়োজন এমন আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব, যা বিনিয়োগের পাশাপাশি প্রযুক্তি হস্তান্তর, গবেষণা সহযোগিতা, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কও এই বৃহত্তর উন্নয়ন-দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে মূল্যায়িত হওয়া উচিত। সুতরাং চীনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক উন্নয়ন কোনো বিলাসিতা নয়; বরং বর্তমান বৈশ্বিক বাস্তবতায় একটি কৌশলগত প্রয়োজন এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অবস্থানকে আরও সুসংহত ও শক্তিশালী করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। বিশেষ করে যখন দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল বিশ্ব অর্থনীতি ও ভূরাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে, তখন বাংলাদেশের জন্য নিজের ভৌগোলিক অবস্থানকে অর্থনৈতিক ও কৌশলগত সম্পদে রূপান্তর করার বিকল্প নেই। মিয়ানমার হয়ে সম্ভাব্য স্থলপথে সংযোগ, আঞ্চলিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ, শিল্প বিনিয়োগ, বন্দরভিত্তিক অর্থনীতি এবং বহুমাত্রিক যোগাযোগ নেটওয়ার্কের বিকাশ- এসব সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারলে বাংলাদেশ শুধু একটি ভোক্তা অর্থনীতি নয়, বরং একটি আঞ্চলিক উৎপাদন, পরিবহন ও বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করতে পারবে। একই সঙ্গে অঞ্চলের যেকোনো প্রতিবেশীর একক আধিপত্যবাদী প্রবণতার মুখে বাংলাদেশের কৌশলগত বিকল্প এবং স্বাধীন নীতিনির্ধারণী সক্ষমতাও আরও শক্তিশালী হবে।

তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, চীনের সাথে বাংলাদেশের সেই সম্পর্ক হতে হবে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, স্বার্থভিত্তিক, দূরদর্শী এবং কৌশলী। কোনো রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের গভীরতা কখনোই আত্মসমর্পণের সমার্থক হতে পারে না; বরং পারস্পরিক সম্মান, সমতা, সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা এবং অভিন্ন স্বার্থের ভিত্তিতেই একটি টেকসই অংশীদারিত্ব গড়ে ওঠে। বাংলাদেশেরও উচিত এমন একটি আত্মবিশ্বাসী পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করা, যা একদিকে যেমন বিশ্বের সব গুরুত্বপূর্ণ পরাশক্তির সঙ্গে গঠনমূলক সম্পর্ক বজায় রাখবে, অন্যদিকে তেমনি জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে আপসহীন থাকবে। আবেগ নয়, জাতীয় স্বার্থ; নির্ভরতা নয়, অংশীদারিত্ব; এবং তাৎক্ষণিক লাভ নয়, দীর্ঘমেয়াদি রাষ্ট্রীয় কল্যাণ- এই তিন নীতিই হওয়া উচিত বাংলাদেশ-চীন সম্পর্কের ভবিষ্যৎ ভিত্তি। এই তিনটি নীতিকে সামনে রেখে যদি বাংলাদেশ আগামী দিনের কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক পথচলা নির্ধারণ করতে পারে, তাহলে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক শুধু দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং তা বাংলাদেশের বহুমাত্রিক উন্নয়ন, আঞ্চলিক নেতৃত্বের সম্ভাবনা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধির অন্যতম চালিকাশক্তিতে পরিণত হতে পারে। আর সেটিই হবে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির প্রকৃত সাফল্য যেখানে প্রতিটি রাষ্ট্রের সাথে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের চূড়ান্ত লক্ষ্য হবে একটি সমৃদ্ধ, আত্মমর্যাদাশীল, সার্বভৌম ও ভবিষ্যৎমুখী বাংলাদেশ নির্মাণ। (পর্ব-১: চলবে)

লেখক: ড. মাহরুফ চৌধুরী, ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি, ইউনিভার্সিটি অব রোহ্যাম্পটন, যুক্তরাজ্য।

হোকুলকে 'হিজাব হোকুল' আখ্যায়িত

১ পৃষ্ঠার পর

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও রিপাবলিকান দলীয় নিউইয়র্কে গভর্নর পদপ্রার্থী ব্রুস ব্লেকম্যান। ব্লেকম্যান মাথায় কাপড় বা ওড়না জড়ানো অবস্থায় নিউ ইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুলের একটি ছবি পোস্ট করেছেন। যা হিজা ভেজাব নামে পরিচিত। তিনি ছবিটির ক্যাপশনে লেখেন 'হিজাব হোকুল' এবং 'ক্যাথির নতুন সাজ। দর্শক যা চায় তাই তিনি করেন'। ব্লেকম্যান পোস্টে আরও বলেন, 'ভোটের প্রশ্ন এলে ক্যাথি হোকুল যা বলা প্রয়োজন তাই বলেন এবং যা হওয়া প্রয়োজন তাই হয়ে উঠেন। এ ধরনের রাজনৈতিক তোষামোদ অত্যন্ত কাণ্ডজ্ঞানহীনতার পরিচয়।' ৪ সেপ্টেম্বর ' ইউএসএ টুডে, নিউইয়র্ক পোস্ট ও অনলাইন পত্রিকা 'মিডিয়া ব্রেক' সংবাদটি প্রকাশ করেছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও এর আগে 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ ছবিটি শেয়ার করেছিলেন। তিনি হোকুলকে "দেশের সবচেয়ে বাজে গভর্নর হিসেবে অভিহিত করেন প্রেসিডেন্টের পোস্টের জবাবে হোকুল নিজেও একটি পোস্ট দেন। তিনি জানান, ছবিটি একটি মুসলিম উপাসনালয়ে পরিদর্শনের সময় তোলা হয়েছিল, যেখানে তিনি সম্মানের নিদর্শন হিসেবে মাথায় হেজাব জড়িয়েছিলেন।

ট্রাম্পের উদ্দেশে হোকুল বলেন, 'আপনি আসার আগে এই দেশে এটাই ছিল স্বাভাবিক রীতি। আপনি এবং আপনার সহযোগীরা যতই ইসলামবিদ্বেষী হোন না কেন, যেকোনো ধর্মের মানুষের সাথে মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করার জন্য আমি কখনোই ক্ষমা চাইব না।' বুধবার ২ সেপ্টেম্বর লং আইল্যান্ডে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় গভর্নর ব্লেকম্যানের পোস্ট নিয়েও প্রতিক্রিয়া জানান। হোকুল বলেন, 'তিনি বিষয়টিকে এক নতুন পর্যায়ে নিয়ে গেছেন এবং আমার বিশ্বাস, ভোটাররা এটি প্রত্যাখ্যান করবেন।' 'ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সময় পোশাক-আশাকের ভিত্তিতে নিউ ইয়র্কবাসীদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টির চেষ্টা করাটা ঠিক নয়। এ নিয়ে যদি তাঁর কোনো সমস্যা থাকে, তবে তা অন্য কারও চেয়ে বরং তাঁর নিজের চরিত্র সম্পর্কেই বেশি কিছু প্রকাশ করুক।'

ব্লাকম্যানের এই পোস্টের বিরুদ্ধে একাধিক গোষ্ঠী সোচ্চার হয়েছে এবং কেউ কেউ তা সরিয়ে ফেলার দাবি জানিয়েছে। নিউইয়র্কেও নাসাউ কাউন্টির ডেমোক্রাটরা এই পোস্টটিকে 'নিউ ইয়র্কবাসীদের মধ্যে বিভাজন তৈরির উদ্দেশ্যে দেওয়া এক বিপজ্জনক উসকানিমূলক বার্তা' হিসেবে অভিহিত করেছে। তারা নাসাউ কাউন্টির নির্বাহীর প্রতি পোস্টটি মুছে ফেলার এবং ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। দলটি আরও বলেছে, 'রাজনৈতিক ফায়দা লোটার জন্য যারা ধর্মীয় বিদ্বেষকে কাজে লাগায়, এমন নেতাদের আমরা মেনে নিতে পারি না।' দেশের বৃহত্তম মুসলিম নাগরিক অধিকার ও অ্যাডভোকেসি সংস্থার শাখা 'কেয়ার নিউ ইয়র্ক' ব্লাকম্যান ও ট্রাম্পের পোস্টগুলোকে 'অর্থহীন' এবং 'ইসলামবিদ্বেষীদের আকৃষ্ট করার মতো নিছক ভোকারিপূর্ণ 'ক্লিকবেট' কৌশল' বলে আখ্যায়িত করেছে। ম্যানহাটনের ডেমোক্রাট দলীয় অ্যাসেম্বলি সদস্য টনি সিমোন বলেছেন, ব্লাকম্যানের সংকীর্ণ মানসিকতার গোঁড়ামি বা বিদ্বেষের প্রতি কোনো সম্মান নিউইয়র্কবাসী দেখাবে না। । তিনি আরও বলেন, ব্লাকম্যানের উচিত ইসলামবিদ্বেষী ঘৃণা ছড়ানো বন্ধ করা।

ফোবানায় সেরা ড্রামারের সম্মাননা পেলেন শাহাদাত ওসমান মিথুন

৬২ পৃষ্ঠার পর

ড্রামার' অ্যাওয়ার্ড, পদক ও প্রশংসাপত্র পান তিনি। সমাপনী সন্ধ্যায় তার ড্রামস্টিকের গতি, ছন্দের নিখুঁত টাইমিং এবং প্রাণবন্ত পরিবেশনা উপস্থিত হাজারো দর্শক ও বিচারকমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। সুরের সঙ্গে ড্রামের আধুনিক ফিউশন রিদম পরিবেশন করে তিনি পুরো মিলনায়তনে আলোড়ন তোলেন।

অনুষ্ঠানে ফোবানা কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান জাকারিয়া চৌধুরী, নির্বাহী সচিব দেওয়ান মনিরুজ্জামান, হোস্ট কমিটির কনভেনর নুরুল আমিন বাবু, সদস্য সচিব মনজুর কাদের এবং প্রধান পৃষ্ঠপোষক শফিকুল আলম মঞ্চে উপস্থিত থেকে মো. শাহাদাত ওসমান মিথুন'র হাতে এই সম্মাননা স্মারক, পদক ও ফোবানার অফিশিয়াল সার্টিফিকেট তুলে দেন। প্রবাসী নেতৃবৃন্দ জানান, নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের এমন অসাধারণ বাদ্যশৈলী প্রবাসের মাটিতে বাংলা সংস্কৃতির সঙ্গীতচর্চাকে আরও সমৃদ্ধ ও সম্ভাবনাময় করে তুলছে।

শাহাদাত ওসমান মিথুন বাংলাদেশের একজন অভিজ্ঞ ও বহুমুখী পেশাদার ড্রামার, যিনি ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ড্রামস, ছন্দ, লাইভ পারফরম্যান্স, টেলিভিশন, রেকর্ডিং এবং বাংলাদেশের সামগ্রিক সঙ্গীত শিল্পে নিবেদিতভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। ২০০৫ সালে তাঁর পেশাদার যাত্রা শুরু করে, মিথুন ধারাবাহিক পারফরম্যান্স, পারস্পরিক সহযোগিতা, স্টুডিও ওয়ার্ক, টেলিভিশনে উপস্থিতি, সফর এবং দেশ-বিদেশের লাইভ ইভেন্টের মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ ক্যারিয়ার গড়ে তুলেছেন। কেবল একটি নির্দিষ্ট শৈলীতে নিজেকে সীমাবদ্ধ না রেখে তিনি ফোক, রক, ফিউশন, সমসাময়িক গান, পপ, লাইভ-ব্যান্ড অ্যারেঞ্জমেন্ট, টেলিভিশন প্রডাকশন, স্টুডিও রেকর্ডিং এবং বৃহৎ পরিসরের ইভেন্টে কাজ করেছেন। তিনি বাংলাদেশের চ্যানেল আই-এর 'সেকাকে পেপসি সেট রক' প্রতিযোগিতায় ২য় রানার-আপ হন। ক্যারিয়ারজুড়ে মি. মিথুন বাংলাদেশের বহু কিংবদন্তি ও প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীতশিল্পীদের সাথে কাজ করেছেন, যেখানে তিনি সেশন ড্রামার এবং ট্যুরিং মিউজিশিয়ান উভয় ভূমিকা পালন করেছেন।

মিথুনের ক্যারিয়ারের অন্যতম নজরকাড়া দিক হলো টিভিতে সরাসরি সম্প্রচারিত মিউজিক প্রডাকশনে তাঁর বিস্তৃত অভিজ্ঞতা। তিনি ৬০০টিরও বেশি লাইভ টিভি শোতে অংশগ্রহণ করেছেন এবং বাংলাদেশের শীর্ষস্থানী টেলিভিশন নেটওয়ার্ক ও প্রডাকশন প্ল্যাটফর্মের সাথে কাজ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে: এনটিভি, বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি), আরটিভি, বাংলাভিশন, নাগরিক টিভি, মাই টিভি, বৈশাখী ফোক টিভি। দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে দেশ ও বিদেশে ২,০০০টিরও বেশি কনসার্ট, কর্পোরেট ইভেন্ট, টেলিভিশন প্রডাকশন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মিউজিক্যাল শো এবং অন্যান্য লাইভ ইভেন্টে পারফর্ম করেছেন।

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

Member of

FRANCHISE BROKER ACADEMY

FRANCHISE | L1A VISA | E2 VISA | POLITICAL ASYLUM

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm

37 16 73rd street, Suite: 402, Jackson Heights, NY 11372.

Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590

Cell: (201) 456-3103, Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com

হটলাইন : +১ ৭১৮ ৪৩৩ ৯০০১

সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

রেনোভেশন/রিপিয়ার/কনস্ট্রাকশন

আপনি কি বাসা-বাড়ির কাজের জন্য লোক খুঁজছেন?
আমরা আপনাকে সহযোগিতা করতে পারি।

আমরা Binghamton এ কাজ করে থাকি

আমাদের কাজসমূহঃ

* গরম পানির ট্যাঙ্ক ইনস্টলেশন/ মেরামত
* যে কোন প্রকার পাম্বিলিংয়ের কাজ/বাথরুম/কিচেন/অন্যান্য
* যে কোন প্রকার টাইলসের কাজ/নতুন ইনস্টলেশন/রিপ্লেস/ রেনোভেশন
* নতুন বাথরুম ইনস্টলেশন/রিপিয়ার
* কার্পেটিং/নতুন রুম/এক্সটেনশন
* ড্রাই ওয়াল/পেইন্ট/রি-পেইন্ট
* ব্যাকইয়ার্ড/ডক/বারান্দা/ছাদ
* উড ফ্লোর/পলিশ/নতুন ইনস্টলেশন/ক্লিনিং
* অয়েল হিটিং সিস্টেম পুরনোটি রিপ্লেস এবং নতুন থার্মাল ইনস্টলেশন।

Free ইস্টিমেট করা হয়ে থাকে

যোগাযোগঃ

WOVENA CONSTRUCTION INC

172-11, 93 Ave, Jamaica, NY 114333

Phone: 347-822-9052, 716-828-6677

wovenatexusa@gmail.com

MONIR SECURITY TRAINING SCHOOL

37-22 73 Street Suite # 1C
Jackson Heights, NY 11372

347-659-8842

7 DAYS OPEN

আমাদের আছে ঃ

1. 8 Hours Pre-Assingnment Class (for New License)
2. 8 Hours Annual Class (Every Year)
3. 16 Hours OJT Class (for New License)

KARNAFULLY
TRAVEL INC.

এক্সক্লুসিভ ওমরাহ প্যাকেজ
নভেম্বর ২০২৬

ভ্রমণ তারিখ

জেএফকে - জেদ্দা	মদিনা - জেএফকে	মোট দিন
৪ নভেম্বর	১৪ নভেম্বর	৯ দিন (২টি জুম্মা - মক্কা ও মদিনায়)

প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত:

- বিমান টিকিট (যাতায়াত)
- ভিসা
- ৫-তারকা হোটেল হারাম শরীফের কাছে (ক্লক টাওয়ারে) ভিআইপি নাস্তার ব্যবস্থা।
- লাক্সারি বাসে সম্পূর্ণ স্থল পরিবহন (বিমানবন্দর থেকে বিমানবন্দর)
- গাইডের সাথে উমরাহ পালন
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় স্থান ভ্রমণ (গাইড সহ)।
- মক্কা তায়েফ এবং মদিনা ওয়াদি-ই-জ্বিন অতিরিক্ত ভ্রমণ।
- মহিলাদের জন্য আলাদা মহিলা গাইডের সুব্যবস্থা আছে।
- রাওদার পারমিট পেতে সহায়তা করা হয়।

প্রতি রুমে ৪ জন

KARNAFULLY TRAVEL INC.
37-16 73rd St. Suite #201 FR, Jackson Heights, NY 11372

facebook: Karnafully Hajj & Umrah service

Office : 718-205-6050
Celll & WhatsUp : 917 691 7721
Celll & WhatsUp : 646 724 5933 (MINU)

karnafullytravel@yahoo.com | www.karnafullytravel.com

জিয়া থেকে তারেক: ৪৮ বছরে বিএনপির পথচলা

৫ পৃষ্ঠার পর

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটে। বাংলাদেশবিষয়ক গবেষণায় এই সময়ের খাদ্যশস্য উৎপাদন, গ্রামীণ উন্নয়ন ও উৎপাদনমুখী কর্মসূচিকে তাঁর শাসনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে এগুলোও রাজনৈতিক প্রচারণা ও বাস্তব কৃষকে আলাদা করে দেখা দরকার। কৃষির উন্নতি শুধু একজন রাষ্ট্রনায়কের কর্মসূচির ফল ছিল না: সেচ, উচ্চফলনশীল বীজ, সার, ভর্তুকি, আন্তর্জাতিক খাদ্যসহায়তা এবং বৃহত্তর কৃষি-প্রযুক্তিগত পরিবর্তনও এতে ভূমিকা রেখেছিল। জিয়ার সরকারের কৃতিত্ব ছিল এসব পরিবর্তনকে একটি উৎপাদনমুখী রাজনৈতিক কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত করা।

জিয়াউর রহমানের উন্নয়ন-ভাবনার আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল প্রশাসনকে গ্রাম পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। 'গ্রাম সরকার' বা 'স্বনির্ভর গ্রাম সরকার' ধারণার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে জনগণকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। কৃষি, শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা, স্থানীয় অবকাঠামো ও সামাজিক বিরোধ নিষ্পত্তির মতো বিষয়কে স্থানীয় পর্যায়ে পরিচালনার চিন্তা এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই উদ্যোগের রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল দ্বিমুখী। একদিকে এটি কেন্দ্রীভূত আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার বাইরে জনগণকে উন্নয়নের অংশীদার করার চেষ্টা; অন্যদিকে, সমালোচকেরা মনে করেন, সামরিক শাসনের রাজনৈতিক বৈধতা ও গ্রামীণ জনসমর্থন তৈরির ক্ষেত্রেও এসব কর্মসূচি কার্যকর ছিল। অর্থাৎ 'গ্রাম সরকার'কে কেবল প্রশাসনিক সংস্কার অথবা কেবল রাজনৈতিক কৌশল-কোনো একটি অভিধায় ব্যাখ্যা করা যথেষ্ট নয়। এটি ছিল উন্নয়ন, প্রশাসন ও রাজনৈতিক সংগঠনের একটি মিশ্র প্রকল্প।

বহুদলীয় রাজনীতির প্রত্যাবর্তন: গণতন্ত্র না নিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক উন্মুক্তকরণ? জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক উত্তরাধিকারের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এখানেই। ১৯৭৫ সালের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বাকশালভিত্তিক একদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পর বাংলাদেশের বহুদলীয় রাজনীতি কার্যত বিলুপ্ত হয়েছিল। জিয়ার সময় রাজনৈতিক দলগুলোকে আবার সংগঠিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। ১৯৭৬ সালের [illegible]-এর মাধ্যমে রাজনৈতিক দল পুনর্গঠনের একটি নিয়ন্ত্রিত কাঠামো তৈরি হয় এবং ১৯৭৮ সালের [illegible] রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যক্রমকে আরও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়। কিন্তু এটিকে সরাসরি উদার গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা বলা যাবে না। কারণ রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যক্রম তখনও সামরিক আইন ও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ছিল। ফলে জিয়ার রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে বলা যায়-সামরিক কর্তৃত্বের কেন্দ্র থেকে ধাপে ধাপে একটি নির্বাচনী ও বহুদলীয় ব্যবস্থায় উত্তরণের প্রচেষ্টা।

১৯৭৮ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জিয়াউর রহমান নির্বাচিত হন। এরপর ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারির সংসদ নির্বাচনে বিএনপি ৩০০ আসনের মধ্যে ২০৭টি আসন লাভ করে। এরপর ১৯৭৯ সালের এপ্রিল মাসে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সামরিক শাসনামলের মাধ্যমে ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত সংবিধানে আনা পরিবর্তনগুলোকে সাংবিধানিক বৈধতা দেওয়া হয় এবং সামরিক আইন প্রত্যাহারের পথ সুগম হয়। ফলে জিয়ার শাসন সামরিক কর্তৃত্ব থেকে নির্বাচিত বেসামরিক রাষ্ট্রব্যবস্থার দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর সম্পন্ন করে।

জিয়াউর রহমানের শাসনকে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ১৫ আগস্ট-পরবর্তী রাজনীতির প্রশ্নটি এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সামরিক শাসনামলের বৈধতা দেওয়ার ফলে ১৫ আগস্ট ১৯৭৫-এর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশও সাংবিধানিক সুরক্ষা পায়। পরবর্তী বাংলাদেশে এটি তাঁর শাসনের অন্যতম গুরুতর বিতর্কিত উত্তরাধিকার হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। একই সঙ্গে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ফলে জামায়াতে ইসলামীসহ ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক শক্তির পুনরায় প্রকাশ্য রাজনীতিতে ফিরে আসার সুযোগ তৈরি হয়। ফলে বহুদলীয় রাজনীতির বিস্তার যেমন রাজনৈতিক প্রতিযোগিতাকে পুনরুজ্জীবিত করে, তেমনি বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মীয় মেরুকরণের নতুন অধ্যায়ও শুরু হয়। এখানেই জিয়ার রাজনৈতিক উত্তরাধিকার একটি গভীর দ্বৈততা ধারণ করে-তিনি একদিকে বহুদলীয় রাজনীতির ক্ষেত্র খুলেছিলেন, অন্যদিকে সেই রাজনৈতিক পরিসরের আদর্শিক ভিত্তি মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী রাষ্ট্রদর্শনের সঙ্গে এক ধরনের সংঘাতও তৈরি করেছিল।

পররাষ্ট্রনীতিতে 'ভারসাম্যের' নতুন দর্শন জিয়াউর রহমানের সময় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতেও দৃশ্যমান পরিবর্তন আসে। স্বাধীনতার প্রথম বছরগুলোতে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠতার পাশাপাশি পশ্চিমা ও মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধতা ছিল। জিয়ার সরকার সেই সম্পর্ককে বহুমুখী করার চেষ্টা করে। চীনের সঙ্গে সম্পর্ক বিশেষ গুরুত্ব পায়। বাংলাদেশ ও চীনের কূটনৈতিক সম্পর্ক ১৯৭৬ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়; জিয়ার সময় সেই সম্পর্ক দ্রুত গভীর হয়। ১৯৭৭ সালে তাঁর চীন সফর এবং পরবর্তী উচ্চপর্যায়ের সফর বিনিময়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক, সামরিক ও কূটনৈতিক সহযোগিতার ভিত্তি শক্তিশালী হয়।

মুসলিম বিশ্বের সঙ্গেও সম্পর্ক সম্প্রসারিত হয়। সৌদি আরবসহ আরব ও মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়। এর একটি দীর্ঘমেয়াদি ফল ছিল মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমবাজারে বাংলাদেশি শ্রমিকদের প্রবেশের সুযোগ বৃদ্ধি। তবে আজকের বিপুল রেমিট্যান্স অর্থনীতির সম্পূর্ণ ভিত্তি যে কেবল জিয়ার আমলে স্থাপিত হয়েছিল-এমন দাবি ইতিহাসসম্মত নয়। বরং তাঁর সময়ে যে কূটনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পথ প্রশস্ত হয়, পরবর্তী সরকারগুলো সেটিকে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করে।

ফারাক্কা প্রশ্নেও জিয়ার সরকার আন্তর্জাতিক কূটনীতি সক্রিয় করে। ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ গঙ্গার পানি প্রশ্ন জাতিসংঘে তোলে এবং পরবর্তী সময়ে ভারতের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে ১৯৭৭ সালে পাঁচ বছর মেয়াদি পানি-বণ্টন চুক্তি হয়। আন্তর্জাতিক পরিসরে বাংলাদেশের অবস্থানও শক্তিশালী হয়। ১৯৭৮ সালের নথিতে দেখা যায়, জিয়াউর রহমান জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ১৯৭৯-৮০ মেয়াদের অস্থায়ী সদস্যপদের জন্য বাংলাদেশের প্রার্থিতা নিয়ে সক্রিয় কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। বাংলাদেশ শেষ পর্যন্ত ওই পদে নির্বাচিত হয়।

ব্যক্তিগত উদ্যোগ থেকে আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানে: জিয়ার সবচেয়ে দূরদর্শী কূটনৈতিক চিন্তাগুলোর একটি ছিল দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতার কাঠামো প্রতিষ্ঠা। ১৯৭৭ থেকে ১৯৭৯ সালের মধ্যে বিভিন্ন দক্ষিণ এশীয় রাজধানীতে সফরের সময় তিনি আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ধারণা সামনে আনেন। ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতার ধারণাপত্র উপস্থাপন করে। তাঁর মৃত্যুর পর দীর্ঘ কূটনৈতিক আলোচনার মধ্য দিয়ে ১৯৮৫ সালের ৮ ডিসেম্বর ঢাকায় সার্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই সার্ককে সরাসরি জিয়াউর রহমানের 'প্রতিষ্ঠিত সংগঠন' বলা সঠিক নয়; বরং বলা অধিক যথার্থ যে, এর ধারণাগত ও কূটনৈতিক উদ্যোগের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা ছিলেন তিনি।

১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রামে এক সামরিক অভ্যুত্থানে জিয়াউর রহমান নিহত হলে তাঁর রাজনৈতিক প্রকল্পের সামনে বড় প্রশ্ন দেখা দেয়-ব্যক্তিনির্ভর নেতৃত্বের অনুপস্থিতিতে বিএনপি কি টিকে থাকবে? পরবর্তী ইতিহাস দেখায়, বিএনপি শুধু টিকেই থাকেনি, বরং বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

এই রূপান্তরের কেন্দ্রে আসেন খালেদা জিয়া। এরশাদবিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তিনি বিএনপির প্রধান রাজনৈতিক মুখ হয়ে ওঠেন। ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থানের পর ১৯৯১ সালের নির্বাচনে বিএনপি বিজয়ী হলে খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী হন। এর মধ্য দিয়ে জিয়াউর রহমানের প্রতিষ্ঠিত দলটি সামরিক নেতৃত্বের ছায়া থেকে বেরিয়ে একটি নির্বাচনী ও সংসদীয় রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ পায়। ১৯৯১ সালের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিশাসিত কাঠামোর পরিবর্তে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এটি বিএনপির ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়। জিয়াউর রহমান যে বহুদলীয় রাজনৈতিক পরিসর তৈরি করেছিলেন, খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি সেই পরিসরকে সংসদীয় গণতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার সুযোগ পায়।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও খালেদা জিয়ার সরকার জিয়ার বাজারমুখী প্রবণতাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। বেসরকারি উদ্যোগ, নারীশিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, অবকাঠামো ও যোগাযোগে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। তবে তাঁর শাসনও রাজনৈতিক সংঘাত থেকে মুক্ত ছিল না। নির্বাচনব্যবস্থার নিরপেক্ষতা নিয়ে বিরোধ, সংসদ বর্জন, হরতাল এবং রাজনৈতিক সংঘাত শেষ পর্যন্ত ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠার পথ তৈরি করে। ২০০১ সালে বিএনপি-নেতৃত্বাধীন জোট আবার ক্ষমতায় আসে। কিন্তু সেই সময়ও উন্নয়ন ও রাজনৈতিক বিতর্ক পাশাপাশি চলেছে। দুর্নীতি, জঙ্গিবাদ, রাজনৈতিক সহিংসতা ও প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা নিয়ে তাঁর সরকার সমালোচিত হয়েছে। ফলে খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক উত্তরাধিকারও একইভাবে দ্বিমাত্রিক-একদিকে সংসদীয় রাজনীতির বিস্তার ও সামাজিক-অর্থনৈতিক উদ্যোগ, অন্যদিকে রাজনৈতিক সংঘাত ও শাসনব্যবস্থা নিয়ে বিতর্ক। খালেদা থেকে তারেক, নতুন প্রজন্মের সামনে পুরনো উত্তরাধিকারের নতুন পরীক্ষা জিয়াউর রহমানের রাষ্ট্রচিন্তার তৃতীয় রাজনৈতিক অধ্যায় শুরু হয় তারেক রহমানের নেতৃত্বে। ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির জাতীয় নির্বাচনে বিএনপির বিজয় এবং ১৭ ফেব্রুয়ারি তারেক রহমানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে জিয়াউর রহমানের প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল তৃতীয় প্রজন্মের নেতৃত্বে আবার রাষ্ট্রক্ষমতায় ফিরে আসে। কিন্তু ১৯৭৮-এর বাংলাদেশ আর ২০২৬-এর বাংলাদেশ এক নয়। জিয়ার সামনে ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি পুনর্গঠন, খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো, গ্রামীণ উন্নয়ন এবং একটি নবীন রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক অবস্থান সুসংহত করার চ্যালেঞ্জ। খালেদা জিয়ার সামনে ছিল বহুদলীয় রাজনীতিকে সংসদীয় ব্যবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিক করা, বাজার অর্থনীতির বিস্তার এবং নির্বাচনব্যবস্থার গ্রহণযোগ্যতা। তারেক রহমানের সামনে চ্যালেঞ্জ আরও বহুমাত্রিক-অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ, দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ, প্রশাসনিক সংস্কার, তরুণ প্রজন্মের প্রত্যাশা এবং পরিবর্তিত বৈশ্বিক ভূরাজনীতিতে বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষা।

এই কারণে তারেক রহমানের জন্য জিয়াউর রহমানের উত্তরাধিকার মানে অতীতের কর্মসূচির পুনরাবৃত্তি নয়; বরং তার মৌলিক ধারণাগুলোকে নতুন বাস্তবতার সঙ্গে পুনর্নির্মাণ করা। জিয়ার উৎপাদনমুখী অর্থনীতি আজ প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, দক্ষ মানবসম্পদ, রপ্তানির বহুমুখীকরণ ও সবুজ অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। তাঁর বহুমুখী পররাষ্ট্রনীতি আজ ভারত, চীন, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, জাপান ও মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্কের নতুন পরীক্ষার মুখোমুখি। আর তাঁর গ্রামকেন্দ্রিক উন্নয়ন-চিন্তা আজ ডিজিটাল অবকাঠামো, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে নতুন অর্থ পেতে পারে।এখানেই নতুন প্রজন্মের জন্য জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক উত্তরাধিকারকে দেখার সুযোগ তৈরি হয়। উত্তরাধিকার শুধু নাম বা পরিবারে টিকে থাকে না; টিকে থাকে নীতি, প্রতিষ্ঠান ও জনগণের জীবনে তার প্রভাবের মধ্য দিয়ে।

ইতিহাসের কাছে জিয়াউর রহমানের মূল্যায়ন : জিয়াউর রহমানকে নিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে মতভেদ থাকবে-এটাই স্বাভাবিক। তাঁর সমর্থকেরা তাঁকে রাষ্ট্র পুনর্গঠন, কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন, বহুদলীয় রাজনীতি, উৎপাদনমুখী অর্থনীতি এবং বহুমুখী পররাষ্ট্রনীতির প্রবক্তা হিসেবে দেখেন। সমালোচকেরা তাঁর সামরিক শাসন, রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ, ধর্মভিত্তিক রাজনীতির পুনর্বাসন এবং ইনডেমনিটি অধ্যাদেশকে সাংবিধানিক বৈধতা দেওয়ার বিষয়গুলো সামনে আনেন। দুই পক্ষের কোনো একটি বয়ান দিয়ে তাঁকে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা যায় না। ইতিহাসের কাজ কাউকে দেবতা বানানোও নয়, আবার অস্বীকার করাও নয়। ইতিহাসের কাজ হলো একটি সময়কে তার রাজনৈতিক বাস্তবতা, সাফল্য, ব্যর্থতা, সীমাবদ্ধতা ও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবসহ দেখা। সেই বিচারে ১৯৭৫ থেকে ১৯৮১ সময়কালকে স্বাধীন বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রদর্শনগত পুনর্বিন্যাসের যুগ বলা যায়। জিয়াউর রহমানের হাতে রাষ্ট্রপরিচয়, অর্থনীতি, গ্রামীণ উন্নয়ন, প্রশাসন ও পররাষ্ট্রনীতিতে যে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল, পরবর্তী সময়ে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে তার অনেক অংশ নির্বাচনী ও সংসদীয় রাজনীতির সঙ্গে নতুনভাবে যুক্ত হয়। আর ২০২৬ সালে তারেক রহমানের রাষ্ট্রক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে সেই রাজনৈতিক ধারার সামনে আবার নতুন বাস্তবতার পরীক্ষা এসেছে।

জিয়া থেকে খালেদা, খালেদা থেকে তারেক-এটি নিছক একটি রাজনৈতিক পরিবারের ক্ষমতার উত্তরাধিকার নয়; এটি বাংলাদেশের একটি দীর্ঘ রাজনৈতিক ধারার বিবর্তনের ইতিহাস। কিন্তু সেই ধারার ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে অতীতের গৌরবগাথা দিয়ে নয়, বর্তমানের প্রতিষ্ঠান, অর্থনীতি, গণতন্ত্র, রাষ্ট্রের সক্ষমতা এবং মানুষের জীবনমান দিয়ে। জিয়াউর রহমানের সময় ছিল পুনর্গঠনের বাংলাদেশ নির্মাণের প্রচেষ্টা; খালেদা জিয়ার সময় সেই রাজনৈতিক উত্তরাধিকারকে নির্বাচনী ও সংসদীয় রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠার পরীক্ষা; আর তারেক রহমানের সামনে এখন প্রশ্ন-এই উত্তরাধিকারকে তিনি কি নতুন প্রজন্মের আকাঙ্ক্ষা, প্রযুক্তিনির্ভর অর্থনীতি, প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্র এবং পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি নতুন রাষ্ট্রচিন্তায় রূপ দিতে পারবেন? এই প্রশ্নের উত্তর ভবিষ্যৎই দেবে। আর সেই ভবিষ্যৎ নির্ধারণের আগে নতুন প্রজন্মের জন্য জরুরি হলো ইতিহাসকে আবেগ দিয়ে নয়, তথ্য, যুক্তি ও সমালোচনামূলক দৃষ্টিতে পড়া। কারণ যে জাতি তার রাজনৈতিক অতীতকে বুঝতে শেখে, তার পক্ষেই নিজের ভবিষ্যৎকে নতুন করে নির্মাণ করা সম্ভব।

মক্কা চুক্তি: নয়া আঞ্চলিক নিরাপত্তার সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ

১০ পৃষ্ঠার পর

ও কৌশলগত পরামর্শে যুক্ত অংশীদারত্ব। অর্থাৎ, সাফল্য কতটি দেশ যোগ দিল তাতে নয়, বরং কতটা বাস্তব রাজনৈতিক ও সামরিক সমন্বয় তৈরি হলো তা দিয়ে বিচার করতে হবে।

মক্কা চুক্তির ফলে আঞ্চলিক শক্তির ভারসাম্যে পরিবর্তন আসবে। তবে এর প্রতিক্রিয়ায় অবিলম্বে পাল্টা জোট তৈরি হবে, এমন নিশ্চয়তা নেই। যদিও এই চুক্তি বা কাঠামোর ফলে ইরান সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হতে পারে। আবার প্রতিষ্ঠাতা দেশগুলো বলেছে, চুক্তিটি প্রতিরক্ষামূলক এবং ইরান বা কোনো নির্দিষ্ট দেশের বিরুদ্ধে নয়। তেহরানের সঙ্গেও যোগাযোগ বজায় রাখতে চায় সৌদি আরব। তুরস্ক ও পাকিস্তানও চায় না এটি সুন্নি-শিয়া সংঘাতে পরিণত হোক। ইরান হুমকি অনুভব করলে তার প্রতিক্রিয়া সম্ভবত আরেকটি আনুষ্ঠানিক জোট তৈরির বদলে ক্ষেপণাস্ত্র, সামরিক সক্ষমতা, দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক ও মিত্র সশস্ত্র গোষ্ঠীর মাধ্যমে অনমনীয় ভারসাম্য তৈরির দিকে যাবে।

ইসরায়েলও তুরস্ক, সৌদি আরব ও পাকিস্তানের সামরিক সহযোগিতা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করবে। বিশেষ করে আকাশ প্রতিরক্ষা, ক্ষেপণাস্ত্র, উন্নত অস্ত্র, গোয়েন্দা সহযোগিতা ও প্রতিরক্ষা উৎপাদনে সমন্বয় বাড়লে এর গুরুত্ব আরও বাড়বে। কিন্তু তুরস্ক-ইসরায়েল বিরোধ, সৌদি আরবের নিজস্ব হিসাব, পাকিস্তানের ইসরায়েলকে স্বীকৃতি না দেওয়া এবং মিসর-জর্ডানের ইসরায়েলের সঙ্গে শান্তি চুক্তি থাকার কারণে অঞ্চলটিকে সহজে দুটি সামরিক শিবিরে ভাগ করা সম্ভব নয়।

ভারতও চুক্তির প্রভাব মূল্যায়ন করছে। পাকিস্তানের সদস্যপদ সম্ভাবনার উদ্বেগ বাড়ালেও সৌদি আরবের সঙ্গে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। রিয়াদ ভারত-পাকিস্তান বিরোধকে নিজের মূলধারার পররাষ্ট্রনীতিতে টেনে আনতে চাইবে না।

ফলে সবচেয়ে সম্ভাব্য চিত্র হলো পাল্টা জোট নয়, বরং বহুমুখী কৌশলগত ভারসাম্য। কোনো দেশ নিরাপত্তায় এক অংশীদার, জ্বালানিতে অন্য, প্রযুক্তিতে আরেক এবং কূটনীতিতে অন্য শক্তির ওপর নির্ভর করবে।

মক্কা চুক্তিকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে সৌদি আরব, তুরস্ক ও পাকিস্তানের দূরে সরে যাওয়ার প্রমাণ হিসেবে দেখা ভুল হবে। তুরস্ক ন্যাটো-সদস্য। সৌদি-মার্কিন প্রতিরক্ষা সহযোগিতা এখনো শক্তিশালী। পাকিস্তানের যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সামরিক সম্পর্ক। তুরস্কও জানিয়েছে, নতুন চুক্তি বিদ্যমান জোটকে প্রতিস্থাপন করবে না।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতিক্রিয়া। গত ১৬ আগস্ট ট্রুথ সোশ্যালে তিনি সৌদি আরব, তুরস্ক ও পাকিস্তানের চুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে এটিকে 'ওয়াও' ও 'বড়, সাহসী ও গুরুত্বপূর্ণ প্রথম পদক্ষেপ' বলেন। এটি আঞ্চলিক দেশগুলোকে নিজেদের প্রতিরক্ষার জন্য বেশি দায়িত্ব নেওয়ার বিষয়ে প্রেসিডেন্ট পর্যায়ের আমেরিকান সমর্থনের ইঙ্গিত দেয়।

এখানে পরিবর্তনটি আমেরিকার বিদায় নয়, বরং নিরাপত্তাকাঠামোর বহুমুখীকরণ। এত দিন আঞ্চলিক রাষ্ট্রগুলো নিজেদের সামরিক বাহিনী বজায় রাখলেও শেষ কৌশলগত নিশ্চয়তা অনেকটাই যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভর করত। যুদ্ধ, অবকাঠামোতে হামলা, সামুদ্রিক যোগাযোগে বিঘ্ন এবং বাইরের শক্তির হস্তক্ষেপ নিয়ে অনিশ্চয়তার অভিজ্ঞতা সেই ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা দেখিয়েছে। এখন তুরস্ক, সৌদি আরব ও পাকিস্তানের মতো দেশ নিজেদের সামরিক, প্রযুক্তিগত ও কূটনৈতিক সক্ষমতা বাড়িয়েছে। ফলে তারা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শক্তিশালী সম্পর্ক রেখেও তার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল থাকতে চায় না। একই সঙ্গে চীনের সঙ্গে অর্থনৈতিক, রাশিয়া ও ইউরোপের সঙ্গে কূটনৈতিক এবং নিজেদের মধ্যে নিরাপত্তা সম্পর্ক বাড়াচ্ছে।

মক্কা চুক্তির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হয়তো কোনো প্রতিপক্ষ জোট নয়, বরং সদস্যদের নিজেদের স্বার্থের সংঘাত। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হলে সৌদি আরব ও তুরস্ক কীভাবে যৌথ প্রতিরক্ষা ব্যাখ্যা করবে, তা গুরুত্বপূর্ণ। সিরিয়া বা অন্য কোথাও তুরস্ক সংঘাতে জড়ালে পাকিস্তান ও সৌদির অবস্থানও গুরুত্বপূর্ণ হবে। সৌদি ভূখণ্ডে রাষ্ট্রবহির্ভূত গোষ্ঠীর হামলা হলে সেটিকে যৌথ প্রতিরক্ষার আওতায় ধরা হবে কি না, সেটিও প্রশ্ন।

ইরানের ক্ষেত্রে সংঘাত শুরু হলে সদস্যদের একদিকে আগ্রাসন ঠেকাতে হবে, অন্যদিকে বড় আঞ্চলিক যুদ্ধ এড়াতে হবে। ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন প্রশ্নও একইভাবে জটিলতা তৈরি করতে পারে। তবে এসব মতপার্থক্যই চুক্তির দুর্বলতা নয়। বরং একটি কার্যকর নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান এমন হওয়া উচিত, যা শুধু যুদ্ধের সময় একসঙ্গে লড়াই করবে না, বরং সংকটের আগেই সদস্যদের মধ্যে পরামর্শ, উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণ এবং সংঘাত ছড়িয়ে পড়া ঠেকানোর ব্যবস্থা তৈরি করবে।

মক্কা চুক্তির ভবিষ্যৎ তাই এটি আরেকটি ন্যাটো হবে কি না, সেই প্রশ্নে আটকে রাখা উচিত নয়। সম্ভবত এটি ন্যাটো হবে না, এবং হওয়ার প্রয়োজনও নেই। এর বড় সম্ভাবনা হলো-এটির এমন একটা সময়ের প্রতীক হয়ে ওঠা, যখন আঞ্চলিক শক্তিগুলো নিজেদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিজেরাই বেশি করে নিতে শুরু করছে।

সৌদি আরব, তুরস্ক ও পাকিস্তান এককভাবে দক্ষিণ এশিয়া থেকে উপসাগর, লোহিতসাগর হয়ে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত একটি পৃথক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ নিরাপত্তাব্যবস্থা তৈরি করতে পারবে না। কিন্তু তারা একটি কৌশলগত সেতু তৈরি করতে পারে। মিসর যোগ দিলে এবং অন্য আরব ও মুসলিম দেশগুলো এর সঙ্গে বিভিন্ন স্তরে যুক্ত হলে সেই সেতু আরও বড় কাঠামোর ভিত্তি হতে পারে। এটি কঠোর সামরিক ব্লক বা সাম্প্রদায়িক জোটের বদলে আঞ্চলিক প্রতিরোধক্ষমতার একটি নেটওয়ার্ক হয়ে উঠতে পারে। মক্কা চুক্তি মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন প্রভাব শেষ করবে না বা পশ্চিমা জোটগুলোকেও চ্যালেঞ্জ করবে না। বরং এটি এমন এক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিতে পারে-যেখানে বাইরের শক্তিগুলো গুরুত্বপূর্ণ থাকবে, কিন্তু আঞ্চলিক নিরাপত্তার প্রতিটি সমীকরণের জন্য তাদের ওপর নির্ভর করতে হবে না।

শেষ পর্যন্ত চুক্তিটির আসল পরীক্ষা হবে তিনটি প্রশ্নে-এটি কি কৌশলগত স্বাতন্ত্র্যপালন ও যৌথ নিরাপত্তার মধ্যে ভারসাম্য তৈরি করতে পারবে? আগ্রাসন ঠেকাতে গিয়ে কি নতুন সংঘাত তৈরি করবে না? এবং ভিন্ন স্বার্থের দেশগুলো কি একটি খণ্ডিত আঞ্চলিক ব্যবস্থাকে একসঙ্গে পরিচালনা করার মতো যথেষ্ট অভিন্ন ভিত্তি তৈরি করতে পারবে?

লেখক: সাংবাদিক।

গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংকট নিরসনে করণীয়

১০ পৃষ্ঠার পর

আরও দুটি আধুনিক রিগ সংগ্রহ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তবে নতুন গ্যাসক্ষেত্রগুলো থেকে গ্যাস উত্তোলনের জন্য দুই থেকে তিন বছর অপেক্ষা করতে হবে। ভোলায় গ্যাসের একটি সমৃদ্ধ খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। এ গ্যাস বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বা অন্য কোনো অঞ্চলে নেওয়ার জন্য নদীর তলদেশ দিয়ে পাইপ বসাতে হবে। এর জন্য ৬০০ কোটি টাকা প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যের বিষয় হাজার হাজার কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করা হলেও ভোলার গ্যাস ব্যবহারের জন্য ৬০০ কোটি টাকার জোগান হচ্ছে না। দুঃখের বিষয় বটে। ভোলা দ্বীপটির অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে ভোলার গ্যাস দিয়ে ৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথা ভাবা হচ্ছে।

বাংলাদেশ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশ হওয়ায় এখানে ব্যাপকভাবে সূর্যকিরণ পাওয়া যায়। সূর্যকিরণ দিয়ে এখানে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। তবে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সুবিধা ও অসুবিধাগুলোর কথা গভীরভাবে ভাবতে হবে।

সৌরবিদ্যুতের সুবিধাগুলো নিম্নরূপ : ১. সৌরশক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করলে কোনো পরিবেশ দূষণ হয় না, ফলে এটি একটি পরিষ্কার ও পরিবেশবান্ধব শক্তির উৎস।

২. সূর্যের শক্তি প্রায় অনন্ত, এবং এটি পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎস। তাই এ শক্তি ফুরিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা নেই।

৩. একবার সৌর প্যানেল স্থাপন করলে দীর্ঘমেয়াদে বিদ্যুৎ বিল অনেকটা কমে যায়।

৪. সৌরশক্তি ব্যবহার করলে নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়, বিশেষত দূরবর্তী বিদ্যুৎবিহীন এলাকায়।

৫. সৌর প্যানেল স্থাপনের পর এর রক্ষণাবেক্ষণ খরচ খুবই কম।

সৌর বিদ্যুতের অসুবিধা :

১. সৌর প্যানেল স্থাপনের জন্য প্রথম দিকে খরচ অনেক বেশি হয়ে থাকে।

২. মেঘলা বা বৃষ্টির দিনগুলোতে সূর্যালোক কম পাওয়া যায়। ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সমস্যা হতে পারে।

৩. সৌরশক্তি রাতের বেলায় ব্যবহার করতে হলে ব্যাটারিতে সংরক্ষণ করতে হয়। এবং ব্যাটারি সিস্টেম বেশ ব্যয়বহুল।

৪. যথেষ্ট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বেশ বড় জায়গায় সৌর প্যানেল স্থাপন করতে হয়। এতে প্রচুর জায়গার প্রয়োজন হয়।

৫. সৌর প্যানেলের কার্যকারিতা বা দক্ষতা এখনো তুলনামূলকভাবে কম, তাই বড় মাপের বিদ্যুৎ উৎপাদন করার সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

দেশের জ্বালানি খাত বর্তমানে একাধিক চাপের মধ্যে রয়েছে। দেশীয় গ্যাস উৎপাদন কমছে, এলএনজি আমদানিতে ব্যয় বাড়ছে, বিদ্যুৎ খাতে ভর্তুকি ও ক্যাপাসিটি চার্জের বিশাল বোঝা রয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারের অনিশ্চয়তা। এ পরিস্থিতিতে নতুন কোনো বড় প্রকল্প দেশের জ্বালানি সমস্যা প্রশমনে ভূমিকা রাখলেও স্থায়ী সমাধানের জন্য এর প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার প্রয়োজন বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। জ্বালানি নিরাপত্তায় সরকারের পাঁচ বছর মেয়াদি পরিকল্পনায় রয়েছে। ১. অতিরিক্ত বিদ্যুৎ সক্ষমতার ব্যয় (১.৫ থেকে ১.৮ বিলিয়ন) কমিয়ে আনা। ২. বছরে বিদ্যুৎ চাহিদা বাড়বে ৬ শতাংশ হারে। ৩. খুলনা ও বরিশালে আরও দুটি ফ্লোটিং স্টোরেজ রিগ্যাসিফিকেশন ইউনিট নির্মাণ। ৪. ভোলায় হবে ৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র। ৫. মাতারবাড়ী ও পায়রায় দুটি কয়লাভিত্তিক কেন্দ্র সম্প্রসারণ। ৬. সৌরবিদ্যুতে দশ হাজার মেগাওয়াট সক্ষমতা তৈরি। ৭. সক্ষমতার ২০ শতাংশে ব্যাটারি স্টোরেজ। ৮. বায়ু বিদ্যুতের ৪০০০ মেগাওয়াট সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো। ৯. আরও পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা। উল্লেখ্য, চীন এখন ক্ষুদ্র পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের প্রযুক্তিতে এগিয়ে আছে। ১০. ক্যাপটিভ বিদ্যুতের পরিবর্তে গ্রিডের বিদ্যুৎ ব্যবহারে উৎসাহ।

বণিক বার্তার প্রতিবেদন অনুযায়ী জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আগামী পাঁচ বছরের জন্য বড় পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। নতুন টার্মিনাল নির্মাণের মাধ্যমে বাড়ানো হবে এলএনজি আমদানির সক্ষমতা, নির্মাণ করা হবে গ্যাসভিত্তিক ও কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, নেওয়া হবে আরও একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের মতো বড় প্রকল্প। ২০৩১ সালের মধ্যে এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ নির্ধারণ করা হয়েছে।

রোডম্যাপে গ্যাস সরবরাহ বাড়াতে নতুন পাইপলাইন নির্মাণ নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বড় পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা তৈরি এবং গ্যাস ও বিদ্যুৎ খাতের প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক অদক্ষতার বিষয়ও তুলে ধরা হয়েছে। তবে এসব দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে কাঠামোগত সংস্কার কীভাবে করা হবে এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর দক্ষতা কীভাবে বাড়ানো হবে, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কৌশল ও সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা কী, তা সুনির্দিষ্ট করে বলা নেই। বরং নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ সক্ষমতার বিষয়টি সামনে রেখে জ্বালানি নিরাপত্তার নামে নতুন অবকাঠামো ও বড় প্রকল্প বাস্তবায়নের দিকেই সরকারের ঝোঁক বেশি বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞ ও অর্থনীতিবিদরা।'

জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গিয়ে আমদানিনির্ভরতা বাড়লে সেটা দেশের আর্থিক সক্ষমতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না। জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দেশীয় উত্তোলনের কয়লা ব্যবহারের কথা ভাবতে হবে। ভাবতে হবে নতুন নতুন গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কারের বিষয়টি। ক্যাপাসিটি চার্জের যন্ত্রণা থেকে কীভাবে দ্রুত বের হয়ে আসা যায় তার আইনগত কৌশল ও প্রযুক্তিগত কৌশল নিয়েও ভাবতে হবে। ভুল প্রকল্প/চুক্তির কারণে একদিকে প্রচুর উৎপাদন ক্ষমতা এবং অন্যদিকে এর ব্যবহারযোগ্যতা না থাকায় বড় ধরনের সংকটের জন্ম হয়েছে। বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানের কৌশলে থাকবে সর্বোচ্চভাবে দেশীয় জ্বালানির ব্যবহার এবং যথাসম্ভব আমদানি পরিহার।

ড. মাহবুব উল্লাহ : জাতীয় অধ্যাপক ও অর্থনীতিবিদ।

Mybestfly
New York, United States
Dhaka, Bangladesh
Nov 21
Return Date
Search Flight
DISCOUNT
Plan your next flight
সামার সেল! সামার সেল!
Emirates
Scan Me
এই সামারে বিমান, এমিরেটস, কাতার, টার্কিশ এবং
সৌদি এয়ারলাইন্স এর ফ্লাইট বুকিংয়ে পাচ্ছেন বিশেষ ছাড়
ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট
www.mybestfly.com
Emirates
QATAR
AIRWAYS القطرية
TURKISH AIRLINES
السعودية
SAUDIA
Biman
BANGLADESH AIRLINES
এছাড়াও আমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিশ্বের সকল দেশের ইন্টারন্যাশনাল
এবং ডোমেস্টিক ফ্লাইট বুক করতে পারবেন
BOOK ONLINE
mybestfly.com
CALL TO BOOK
718-406-9745
Global Tours & Travel
USA Office
37-12 75th St,
2nd floor Suite # 206.
Jackson Heights, NY-11372, USA
Dhaka Office
78/E (3rd Floor),
Purana Paltan Line,
Bijoynagar, Dhaka-1000

Trump hits Canada with import bans, 50% tariffs

Continued from page 18

Aside from tariffs, Canadians were also irked by Trump's repeated reference to their country as the 51st US state and an order renaming of Lake Ontario to Lake America.

Trump pushes Canada toward EU

Trump wielding tariffs as a tool to force smaller partners to agree to lower tariffs in return for market access, investment pledges or alignment with US policy has other governments watching to see how Canada's standing up to Trump plays out. Recent developments have pushed Ottawa to explore a deeper relationship with the European Union. Next week, Carney is due in Strasbourg, France, and scheduled address the European Parliament.

Americans hit with record-high Labor Day Weekend gasoline prices

Continued from page 18

for much of the year, the issue has become a persistent concern for President Donald Trump and his Republican Party. Trump has pledged to lower energy costs. In recent weeks, he stepped up criticism of refiners and fuel retailers, accusing them of profiting from elevated pump prices. On August 14, Trump said Americans should be willing to pay a "tiny little bit more" for gasoline to ensure Iran could not obtain a nuclear weapon.

'Can't silence me like this': Badhan bravery said

Continued from page 19

patriotism is! Party comes before country. Identity comes before humanity. Politics comes before achievement. In dividing everything into party, religion, faction, and opposition, one day we might wake up to find there is no country left to divide. And perhaps, that is our greatest failure."

The issue was even raised in parliament, as Deputy Speaker Barrister Kayser Kamal denounced the attack. "This was nothing but an inhuman, cowardly attack on an actress. We stand against such atrocity against a citizen."

It is, however, worth noting that even though Azmeri Haque Badhan wears her identity as a 'July Warrior' with pride, she has been a consistent critic of subsequent governments and their perceived missteps. "We all wanted change, but did not want the rise of mob culture and extremism," she had said, drawing the ire of many.

The actress's outspoken personality has often landed her in hot water with various schools of thought. "I will keep speaking my mind, and I will stand up for what I feel is right. It is my right as a citizen, and duty as an artiste," Badhan said in a previous interview with The Daily Star.

Still, an uncomfortable reality lingers: anyone who supported the July movement in any capacity is now a target not only online, but anywhere in the world where these fanatics exist, waiting for their chance to attack an unarmed, unsuspecting person. *(Source-Daily Star)*

Harry and Meghan surprised by King Charles' letter on their status

Continued from page 19

status of the Duke and Duchess of Sussex. ... The charitable work of the Duke and Duchess is a personal matter for them both and undertaken in their private capacity," it said.

"In short, their position is akin to private citizens with commercial and charitable interests."

Since leaving for the U.S., the couple have continued to make the headlines as Harry accused the royals of neglect, the tabloid press of ruining his life and the government of failing to provide automatic police protection which would allow him to return home.

A committee which decides on what level of security he should be afforded at public expense is due to meet this week to decide what protection he should have now his family have returned to Britain. They have also struck a number of commercial deals, most notably with streaming giant Netflix, while Meghan has launched a lifestyle brand As Ever.

Air traffic control issue disrupts flights at major UK airports

Continued from page 18

operating normally and working as hard as possible to clear the backlog of flights," NATS said on X. The traffic control provider later said in an update on X that it would take time to recover from the disruption, adding that "this has been a very complex recovery and has created difficulties for the whole aviation network". CEO Martin Rolfe told Sky News that NATS had not "fully done the investigation" to find the reason behind the technical issue that caused the disruption. "We don't have an idea yet of exactly what went wrong," Rolfe said.

FLIGHTS DELAYED AND CANCELLED

According to data from flight-tracking website Flightradar24, 1,300 flights to and from UK airports were cancelled on Tuesday. Another 177 flights had been cancelled for Wednesday, nearly all of them at Heathrow, the country's largest airport, it added.

Heathrow said at 2019 GMT that arrivals to the airport had been suspended for the remainder of Tuesday, and while departures had resumed, the disruption was expected to continue.

Earlier, data on flight-tracking platform FlightAware said some 490 departures were delayed at six airports, including Heathrow, Gatwick, London City, Luton, Edinburgh and Bristol as of 1518 GMT. Some 525 arrivals at those six airports were either cancelled or delayed, the website data showed.

At Heathrow, 38 of 661 scheduled arrivals had been cancelled or were unable to operate, according to aviation analytics company Cirium. British Airways (ICAG.L), opens new tab was the most affected carrier at the airport, cancelling 16 of 333 scheduled departures.

"The severity of the issue means there will be a significant knock-on impact for customers and colleagues," British Airways said in a statement.

EUROPE'S TRAFFIC-FILLED SKIES

Air traffic control is a tightly timed system in Europe's extremely busy skies.

Aviation analyst John Strickland said the consequences of even a relatively short outage can be severe because delays quickly cascade through tightly scheduled airline networks.

"A few hours of outage may on the face of it sound limited but the impact is enormous when a substantial number of airports across the UK are affected," Strickland said.

Ryanair (RYA.I), opens new tab said around 150,000 of its passengers had been affected by delays of up to eight hours and that it had cancelled more than 200 flights, and called on NATS Chief Executive Martin Rolfe to resign.

"How many more failures do passengers have to suffer before overpaid failure NATS CEO, Martin Rolfe, accepts responsibility for his repeated mismanagement and resigns?" Ryanair Chief Operating Officer Neal McMahon said.

NATS did not immediately respond to a request for comment on McMahon's statement.

Wizz Air (WIZZ.L), opens new tab also called for urgent reform of the air traffic control provider, saying airlines, passengers and airports should not continue to bear the consequences of recurring system failures.

"A critical national infrastructure provider should not repeatedly bring the aviation system to a standstill. NATS is simply not fit for purpose in its current form," Wizz Air said.

Britain's aviation regulator said it would expect NATS to share a full report of Tuesday's incident.

The Civil Aviation Authority said it would then consider whether any further steps need to be taken to secure the reliability of the UK's air traffic control system.

In 2024, the CAA said NATS needed to review its contingency plans for outages after the automatic processing of flight plans had malfunctioned a year earlier, causing chaos across Britain's airports.

Airline bosses said that outage had cost them over £100 million ($135.49 million) in refunds and compensation. In July last year, a radar-related technical issue in Britain's air traffic control system disrupted flights for over four hours at major airports in London and elsewhere, including Heathrow.

(Source-Reuters)

Trump Likens Iran Conflict to a 'Small Potato'

Continued from page 19

rejected the characterization of the US-Iran conflict as a "war." He also refrained from predicting whether the six-month-long conflict would conclude before the November midterm elections. Notably, Republicans are attempting to retain their slim majority in Congress during these elections; however, most polls suggest that the Democrats could perform well—and potentially secure a majority in Congress—due to the unpopularity of the Iran conflict.

Responding to a question about whether the conflict might end before voters head to the polls on November 3, Vance said, "I wouldn't call it a war. There is no active exchange of fire or state of war at the moment." Speaking to reporters on Friday, Trump further noted that the number of US casualties in the Iran conflict is relatively low compared to other recent wars. In the conflict that began on February 28, the United States and Israel have conducted only airstrikes; they have not deployed any ground troops to the country. Citing the US military operation conducted in January aimed at detaining former Venezuelan President Nicolás Maduro and bringing him to New York to face trial on federal drug trafficking charges Trump said, "We looked at the Venezuela situation and took action there, just as we have regarding this [the Iran situation]. We didn't lose anyone in Venezuela. In this case, we lost 18 people in Iran. Yet, in the Vietnam War, we lost 100,000 people. We lost thousands in other conflicts as well."

According to data from the US National Archives, a total of 58,220 members of the US armed forces lost their lives in the Vietnam War. Here, too, Trump provided incorrect information. Despite the deaths of 18 US service members in the ongoing conflict with Iran, President Donald Trump dismissed the matter as "small potatoes" (a trivial affair) for the United States.

On Friday, while answering questions from journalists in the Oval Office, the 80-year-old president was asked how he would describe the conflict with Iran. This question was posed shortly after Vice President JD Vance had insisted on Thursday—despite fresh US attacks this week—that this was not a war.

ABC News' Rachel Scott asked Trump, "Can you explain to the American people—if this isn't a war, then what exactly is it?" In response, Trump said, "Look, many people don't call it a war. I call it a military conflict because, to us, it's a very minor matter. It's not a major event. We did the same thing with Venezuela, and we're doing the same here." To substantiate his claim that it was merely a "small matter" (or "small potatoes"), he drew a comparison with casualty figures from wars.

Mamdani Accuses Former N.Y.C. Leaders of Lying About 9/11 Air Quality

Continued from page 19

view for more than two decades and, according to city officials, discovered only last year. The release of the documents resolves a lawsuit that had demanded their release filed by an advocacy organization, 9/11 Health Watch.

Over the next 12 months, city officials intend to review, redact and make public many more records, according to the mayor and the city's lead lawyer, Steven Banks.

A spokesman for Mr. Giuliani did not respond to a request for comment. Among the documents released was a memo prepared for his deputy mayor at the time, Robert Harding, that showed city officials discussing potential liability from the poor air quality.

A spokesman for Michael R. Bloomberg, who became mayor four months after the attacks, declined to comment.

Mr. Mamdani noted on Tuesday that more people had died from illnesses related to the attacks than the 2,977 killed on the day itself, 25 years ago this Friday.

"It would be one thing if government had stood alongside survivors and provided them with everything they needed at every step of the way, and yet we know that could not be further from what actually happened," he added.

Among the records are annotated maps and spreadsheets detailing the concentrations of different toxins at various locations, as well as the results of lab testing commissioned by city agencies and building managers as they conducted cleanup.

At 90 Church Street, a large office building, dust and debris from the twin towers had flown inside as the windows blew in. Fires had ignited on at least four floors.

On Nov. 12, 2001, one of the building's tenants received a report from a firm hired to do an environmental assessment. Asbestos was present in the debris and settled dust throughout the building. So were several other toxins, including dioxins, which are linked to cancer and were detected in all 11 samples taken. Other toxins, including mercury, had even found their way into filing cabinets. The report recommended that all porous materials — including carpeting and ceiling tiles — be disposed.

The released documents also contain drafts of investigations and audits of the air quality response after the attacks, as well as emailed correspondence among agencies discussing what to measure and when, and what to tell the public.

Emails among health officials on Oct. 11, 2001, indicate that there had been some debate about which toxic or dangerous substances to include in air quality testing.

"Not all the substances currently listed will be tested for ... e.g. mica/gypsum, and magnesium will be deleted," one city health official wrote in an email about revisions to a plan for testing air quality in Lower Manhattan by a federal agency. Magnesium is one of the substances that made World Trade Center dust dangerous to inhale, according to the Centers for Disease Control and Prevention.

A draft of the testing plan noted that it was not sufficient to test only ambient air for toxins. The plan also called for testing samples of dust that had settled inside people's homes.

Other documents show that health and environmental officials were surprised at the levels of toxins they were detecting a month after the attack.

In an email from Oct. 15, 2001, officials with the city's Department of Environmental Protection noted that the levels of dioxins were not decreasing as expected. That may have been because subterranean fires continued to burn at the World Trade Center site for three months.

In the email, the officials note that the E.P.A. had reported higher levels of dioxins at four sites being monitored. The email also says that "some high benzene levels were again found."

"There is now more of a concern for the dioxin than before, as E.P.A. didn't think we would be dealing with dioxin for this long as they thought the fires would be out," according to the email, which was written by an official with the Department of Environmental Protection.

The fires burned through December.

While the documents seem to suggest that government officials misled people about the air quality, it is unclear if the release will put the city at risk of being sued by those affected.

A lawyer for 9/11 Health Watch, Andrew Carboy, said anyone receiving money from the federal government's September 11th Victim Compensation Fund had already agreed not to sue the city. He also said that an appeals court upholding the city's longstanding argument that the attack was an "act of war" provided further immunity.

It's clear that city officials were aware that toxins had been detected in neighborhoods at a remove from the World Trade Center. By Sept. 14, 2001, the city had set up a number of asbestos-sampling sites, with one location in the East Village more than a mile away. The asbestos levels detected there sometimes exceeded the city's threshold, according to an Oct. 1 email.

At the time, Dr. Philip Landrigan was a professor of preventive medicine at Mount Sinai in Manhattan, which had a large program in occupational and environmental health.

He noted that although city and federal officials set thresholds for asbestos concentrations in dust and air samples to deem which areas and buildings could be reoccupied, "there is no such thing as a safe asbestos risk" from a medical perspective.

Asbestos exposure, he said, causes damage slowly over time. "The pollutant that was most immediately harmful to people was the pulverized cement," Dr. Landrigan said, which received less public attention but that researchers later identified to be the cause of "World Trade Center cough," a severe and intractable cough experienced by rescue and recovery workers.

"Inhaling that dust from the World Trade Center was like inhaling Drano," Dr. Landrigan added.

Joining Mr. Mamdani at the news conference at City Hall on Tuesday was the comedian Jon Stewart, who has become an outspoken advocate for the health of Sept. 11 survivors.

In his remarks, Mr. Stewart lamented "the struggle" it had taken to get people to understand what everyone seemed to know who lived in Downtown Manhattan: "that there was poison in the air and on the ground and in the windowsills and in your air-conditioners and covering your pets and your clothes, and it stayed there for months."

"Everyone knew," he said.

সরকারের আকার আর কত বাড়বে

৬ পৃষ্ঠার পর

ভরের মুদ্রাস্ফীতি ঘটার কথা নয়। বাজার শুধু সরকারি কর্মচারীদের কেনাকাটার ওপর নির্ভর করে না; বরং তা পুরো দেশের জনগণের সামগ্রিক চাহিদার ওপর পরিচালিত হয়। তা সত্ত্বেও কেন প্রক্রিয়ার বাজার অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে, তা এক গভীর অর্থনৈতিক ও বাজার ব্যবস্থাপনার প্রশ্ন। তবে এর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত সরকারের আকার ও প্রশাসনিক কাঠামোর কার্যকারিতা। আমাদের দেশে বর্তমানে প্রায় ২৪ লাখ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছেন। একজন কর্মচারীকে নিয়োগ দেওয়ার অর্থ হলো, গড়ে আগামী ৩৫ বছর তার বেতন-ভাতা বহন করা এবং পরবর্তী ১৫ থেকে ২০ বছর তার পেনশনের চাপ বহন করা। পেনশনসহ ব্যয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। সেজন্যই সরকারের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করা দরকার। পুলিশ কনস্টেবল বা নার্সদের মতো যেখানে প্রয়োজন সেখানে লোক বাড়ানো যেতে পারে। আমরা ডাক্তার নিয়োগ দিচ্ছি অথচ হাসপাতালে বসার জায়গা বা ফ্যাসিলিটি নেই। টেকনোলজিস্ট খুবই সীমিত। কাজেই বিষয়গুলোতে সমন্বয় থাকা দরকার।

পর্যাপ্ত দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ছাড়া গণহারে লোকবল নিয়োগ দিলে তা রাজস্ব খাতের ওপর বিপুল চাপ সৃষ্টি করে। তা ছাড়া সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি-দুরাচার নিয়ন্ত্রণের পদগুলোতে নিয়োগ কেন্দ্র করেই। চতুর্থ শ্রেণির একটি বড় নিয়োগে অনেক নেতা কানাকড়ি থেকে কোটিপতি বনে যান। হিটেকৌটায় সাংসোপাঙ্গরাও ফুলে-ফেঁপে ওঠে। যে বেশি টাকা দেয় তার নিয়োগটাই এগিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দলের কর্মীদের চেয়ে বিরোধী দলের কর্মীরা এগিয়ে থাকে। কারণ ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় নেতা তার নিজ দলের কর্মীকে চাকরি দিয়ে খুব বেশি টাকা দাবি করতে পারে না। এ ফর্মুলায় একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের অগণন কর্মী প্রশাসনে ঢুকে পড়েছে। সরকারের আকার বড় হওয়া কোনো সাফল্যের মাপকাঠি নয়। দ্রুত ও মানসম্মত সেবা দিতে পারাটাই সাফল্য। রাষ্ট্রের অর্থ সীমিত, মানুষের প্রত্যাশা অসীম। সেই সীমিত অর্থে আরও বেশি মানুষ নিয়োগ দিয়ে সরকারকে বড় করার চেয়ে প্রযুক্তি ও দক্ষতার মাধ্যমে সরকারকে ছোট, দ্রুত এবং কার্যকর করাই আগামী দিনের বড় চ্যালেঞ্জ।

লেখক: উপসম্পাদক, আগামীর সময়।

বাংলাদেশময় জাতিসংঘের ৮১তম অধিবেশন

৫ পৃষ্ঠার পর

নিঃসন্দেহে তাঁর সভাপতিত্বের সবচেয়ে সংবেদনশীল দায়িত্বগুলোর একটি।

২২ সেপ্টেম্বর শুরু হবে সাধারণ বিতর্ক। চলবে ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এবং ২৮ সেপ্টেম্বর আবার অধিবেশন বসবে। বিশ্বের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানরা এই পর্বে তাঁদের দেশের অবস্থান ও বৈশ্বিক অগ্রাধিকার তুলে ধরবেন। এই মঞ্চেই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের বক্তব্য বিশেষ গুরুত্ব পাবে। কারণ এবার বাংলাদেশের অবস্থান শুধু একজন রাষ্ট্রপ্রধানের বক্তব্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। একই অধিবেশনের সভাপতির আসনে থাকবেন বাংলাদেশের একজন কূটনীতিক। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান জাতিসংঘে বক্তব্য রাখবেন ২৪ সেপ্টেম্বর।

এখানেই 'একই মঞ্চে দুই বাংলাদেশ'-এর রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক গুরুত্ব। একজনের দায়িত্ব পুরো পরিষদের ভারসাম্য রক্ষা করা। অন্যজনের দায়িত্ব বাংলাদেশের স্বার্থ, নীতি ও প্রত্যাশা বিশ্বের সামনে তুলে ধরা। একজনের হাতে থাকবে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের হাতুড়ি। অন্যজনের কণ্ঠে থাকবে বাংলাদেশের জাতীয় অবস্থান।

বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশ তাই এবার শুধু অতিথি নয়, মঞ্চের একেবারে কেন্দ্রে। চার দশক পর আবার বাংলাদেশের একজন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতির আসনে। আর সেই সময়েই দেশের সরকারপ্রধানও বিশ্বনেতাদের সামনে বাংলাদেশের কথা বলবেন।

এ সুযোগ ইতিহাসে বারবার আসে না। এখন প্রশ্ন একটাই বাংলাদেশ কি এই ঐতিহাসিক মুহূর্তকে শুধু উদ্‌যাপন করবে, নাকি এটিকে দীর্ঘমেয়াদি কূটনৈতিক প্রভাব তৈরির সুযোগে পরিণত করবে?

উত্তরটি নির্ভর করবে নিউইয়র্কের সেই একই মঞ্চে দুই বাংলাদেশের ভূমিকা কতটা বিচক্ষণ, ভারসাম্যপূর্ণ এবং দৃশ্যমান হয় তার ওপর।

ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে চট্টগ্রামের মেজবান

৩ পৃষ্ঠার পর

বর্তমানে ৫ হাজার লোকের আয়োজন করা হয়। ভবিষ্যতে এ ধারা অব্যাহত রাখতে সকলের সহযোগিতা, সকলের আন্তরিকতা প্রত্যাশা করেন তারা। অনুষ্ঠানে আয়োজক কমিটির আহবায়ক মামুনুল আলম চৌধুরী, কো-অর্ডিনেটর মনির আহমেদ ও সদস্য সচিব সেলিম হারুন বলেন, ধর্মীয় সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ববোধ ও চট্টগ্রামের ঐতিহ্যকে প্রবাসে তুলে ধরার লক্ষ্যেই এ আয়োজন করা হয়েছে। এসময় তারা দোয়া মাহফিল ও মেজবানে অংশ নিয়ে আয়োজনকে সাফল্যমন্ডিত করায় উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

৫ হাজার ডলার 'ট্রাম্প ভাতা'র ঘোষণা

৬৪ পৃষ্ঠার পর

নির্বাচনী সম্মেলনের প্রথম দিনের সমাপনী বক্তব্যে এ ঘোষণা দেন ট্রাম্প। একই সঙ্গে সমর্থকদের প্রতি তিনি আহ্বান জানান, তারা যেন ধরে নেন, তিনিও এবারের নির্বাচনে ব্যালটে রয়েছেন।
ট্রাম্প বলেছেন, 'রিপাবলিকানরা জয়ী হলে আপনারাও আমাদের সঙ্গে জয়ী হবেন এবং ৫ হাজার ডলার পাবেন।' এটিকে ট্রাম্পের বিশেষ ভাতা বলা হবে।'
তবে ট্রাম্পের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অন্তত ১ ট্রিলিয়ন ডলার খরচ হতে পারে। ফলে আর্থিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে এটি বাস্তবায়ন কতটা সম্ভব, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অর্থ কোথা থেকে আসবে, সে বিষয়েও বিস্তারিত কিছু বলেননি ট্রাম্প। শুধু বলেছেন, 'আমাদের দেশ প্রচুর অর্থ উপার্জন করছে।'

ভার্জিনিয়ায় নজরুল সম্মেলন ১৯-২০ সেপ্টেম্বর

৬২ পৃষ্ঠার পর

দুই দিনব্যাপী এই বর্ণাঢ্য আয়োজনে আয়োজকের দায়িত্ব পালন করছেন আয়োজক সংগঠনটির সভাপতি দিলশাদ চৌধুরী। বাংলাদেশের প্রখ্যাত নজরুল সংগীত শিল্পী ও গবেষক খায়রুল আনাম শাকিল, লিনা তাপসী, প্রিয়াঙ্কা গোপ, নজরুলের নাতনি অনিন্দিতা কাজী, সাদিয়া মাহমুদ এবং সেতারশিল্পী আলিফ লায়লাসহ বাংলাদেশ ও উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, গবেষক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা সম্মেলনে অংশ নেবেন।
সম্মেলনে শিশুদের প্রশিক্ষণ দিয়ে নজরুলের গান ও সৃষ্টিকে কেন্দ্র করে বিশেষ নৃত্য পরিবেশন করবেন নৃত্যশিল্পী ওয়ার্দা রিহাব। এ ছাড়া স্থানীয় বাংলাদেশি নৃত্য সংগঠন 'নৈপুণ্য' ও কলকাতার 'তাথৈ' বিশেষ পরিবেশনায় অংশ নেবে। নিউইয়র্ক, নিউজার্সি ও হিউস্টনসহ বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে আসা শিল্পীদের একক ও দলীয় আবৃত্তিও থাকবে এই আয়োজনে।
সম্মেলনে কবির সাহিত্য, সংগীত, দর্শন ও সমাজচিন্তা নিয়ে আয়োজিত সেমিনার ও আলোচনা সভায় প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আয়োজকেরা প্রবাসে বসবাসরত সর্বস্তরের মানুষকে পরিবারসহ এই সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

জাতিসংঘের স্বার্থেই কাজ করার শপথ নিলেন ড. খলিলুর রহমান

৩ পৃষ্ঠার পর

৮৭ মেয়াদে সাধারণ পরিষদের ৪১তম অধিবেশনে প্রথম কোনো বাংলাদেশি হিসেবে এ মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছিলেন তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী। গত ২ জুন অনুষ্ঠিত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী নাউরুদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বিশেষ দূত আন্দ্রেয়ান এন কাকেরাবিনকে পরাজিত করে সভাপতি নির্বাচিত হন ড. খলিলুর রহমান। ওই ভোটাভুটিতে তিনি ৯৯টি সদস্য দেশের সমর্থন অর্জন করেন। এদিকে আগামী ২২ সেপ্টেম্বর বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের ভাষণের মধ্য দিয়ে ৮১তম অধিবেশনের উচ্চপর্যায়ের সাধারণ বিতর্ক পর্ব শুরু হতে যাচ্ছে।

নেতানিয়াহু'র নির্বাচনী কার্ড মামদানি ও খামেনি

৬৪ পৃষ্ঠার পর

মামদানিকে যুক্ত করে এআই ভিডিও পোস্ট করেছেন তিনি। তিনি নিউ ইয়র্কের মেয়র জোহরান মামদানিকে ইজরায়েলের শত্রুদের সাথে যুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। ভিডিওটিতে কাল্পনিক দৃশ্য দেখানো হয়েছে, যেখানে মেয়র জোহরান মামদানি ফোনে কথা বলছেন মোজতবা খামেনির সাথে। নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি ইসরায়েলের আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা ও অন্যদের সাথে হাত মিলিয়েছেন। নিউইয়র্ক টাইমস এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ৪ সেপ্টেম্বর।
নেতানিয়াহুর ব্যক্তিগত 'এক্স' প্রোফাইলে পোস্ট করা ভিডিওটিতে দেখা যায়, কম্পিউটার-অ্যানিমেটেড জোহরান মামদানি তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের একটি 'অ্যাভাটার' বা ডিজিটাল প্রতিরূপের সাথে ফোনে কথা বলছেন। তিনি জিজ্ঞেস করছেন, 'এরদোয়ান ভাই, আপনি কি নেতানিয়াহুর নির্বাচনী পরাজয় উপলক্ষে আয়োজিত পার্টিতে আসছেন?' ভিডিওর ছবিগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে যে এগুলো এআই-এর মাধ্যমে তৈরি।
এরপর ভিডিওটিতে ইরানের নেতা আয়াতুল্লাহ মোজতবা খামেনি এবং ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের অ্যাভাটারদের সেই কাল্পনিক কথোপকথনে যোগ দিতে দেখা যায়। তারা ভোটারদের দ্বারা নেতানিয়াহুকে ক্ষমতাচ্যুত করার সম্ভাবনায় উল্লাস প্রকাশ করছেন। মি. মামদানির কার্যালয় এই ভিডিওর বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে রয়টার্সকে।
আমেরিকার বৃহত্তম শহরের প্রথম মুসলিম মেয়র এবং ইজরায়েলের দীর্ঘমেয়াদী প্রধানমন্ত্রীর মধ্যকার বৈরিতা সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে আরও তীব্র হয়েছে। ভিডিওটি একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ হিসেবে সামনে এসেছে যে, কীভাবে উভয় নেতাই একে অপরের বিরোধিতা করাকে নিজেদের রাজনৈতিক পরিচয়ের অংশ করে তুলেছেন। যদিও তাঁদের কাজের ক্ষেত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং তাঁদের মধ্যে হাজার হাজার মাইলের দূরত্ব বিদ্যমান। নেতানিয়াহু অভ্যন্তরে কঠিন পুনর্নির্বাচনের মুখোমুখি এবং ইজরায়েলের জনমত জরিপে পিছিয়ে আছেন। মামদানিকে ইজরায়েলের শত্রুদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে তিনি জাতীয় নিরাপত্তার প্রসঙ্গ টেনে তাঁর সমালোচনা করেছেন।
লিকুদ পার্টির বিলবোর্ডগুলোতে ইরান ও হিজবুল্লাহর নেতাদের পাশাপাশি মামদানির ছবিও প্রদর্শিত হয়েছে। হিজবুল্লাহ হলো লেবাননের সেই সশস্ত্র গোষ্ঠী যার বিরুদ্ধে ইজরায়েল কয়েক দশক ধরে লড়াই করছে। শুক্রবার নেতানিয়াহু যে ভিডিওটি প্রকাশ করেছেন, তার সমাপ্তি ঘটে তাঁকে নির্বাচনে বিজয়ী হিসেবে এবং ইসরায়েলের শত্রুদের পরাজয় মেনে নেওয়ার দৃশ্য দিয়ে।
গাজায় ইসরায়েলের সামরিক অভিযানের কট্টর সমালোচক মেয়র মামদানি। গত জুলাই মাসেও নিউ ইয়র্ক টাইমসকে তিনি বলেছিলেন, সেপ্টেম্বর মাসে নেতানিয়াহু যখন জাতিসংঘ সফরে আসবেন, তখন তাঁকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব কি না তা তিনি খতিয়ে দেখছেন। তিনি ইসরায়েলি নেতাকে 'যুদ্ধাপরাধী' বলেও অভিহিত করেছেন।
মেয়র পরবর্তীতে স্বীকার করেন যে, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁকে গ্রেপ্তার করার আইনি এখতিয়ার তাঁর নেই। তবে তিনি ফেডারেল সরকারের প্রতি এমন পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

আজ ৯/১১ ভয়াবহ হামলার ২৫ বছর

১ পৃষ্ঠার পর

৮টা ৪৬ মিনিটে আমেরিকান এয়ারলাইনসের ফ্লাইট ১১ নিউ ইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের উত্তর টাওয়ারে আঘাত হানলো। ১৭ মিনিট পর, সকাল ৯টা ৩ মিনিটে ইউনাইটেড এয়ারলাইনসের ফ্লাইট ১৭৫ আঘাত করে দক্ষিণ টাওয়ারে। ততক্ষণে মানুষের চোখ চলে গেছে টেলিভিশনের পর্দায়। কিন্তু মিডিয়াসহ কেউ বুঝে উঠতে পারেনি আসলে কী ঘটছে এসব! এরপরই তৃতীয় আঘাত। সকাল ৯টা ৩৭ মিনিটে ওয়াশিংটনের পেন্টাগনে আছড়ে পড়ে আমেরিকান এয়ারলাইনসের ফ্লাইট ৭৭। আর চতুর্থ উড়োজাহাজ, ইউনাইটেড এয়ারলাইনসের ফ্লাইট ৯৩, যাত্রীদের প্রতিরোধের পর সকাল ১০টা ৩ মিনিটে পেনসিলভানিয়ার শ্যাঙ্কসভিলের কাছে একটি মাঠে বিধ্বস্ত হয়। ধারণা করা হয়, হিনতাইকারীরা সেটি ওয়াশিংটনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি স্থাপনায় আছড়ে ফেলতে চেয়েছিল। চারটি উড়োজাহাজে ছিলেন ২৪৬ জন। তাদের কেউ আর বেঁচে ফিরে আসেননি। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার, পেন্টাগন এবং পেনসিলভানিয়ার সেই মাঠ মিলিয়ে নিহত হন মোট ২ হাজার ৯৭৭ জন। ৯/১১ মেমোরিয়াল অ্যান্ড মিউজিয়ামের হিসাবে, নিহতদের তালিকায় ছিলেন ৯০টি দেশের মানুষ। নিউ ইয়র্কের আকাশে সেদিন ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠেছিল। ধসে পড়েছিল টুইন টাওয়ার। পেন্টাগনের দেয়ালে আগুন জ্বলছিল। ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়েছিল মানুষ। পরের ২৫ বছরে সেই ধ্বংসস্তূপের বিস্তার ঘটেছে আফগানিস্তান থেকে ইরাক, পাকিস্তান থেকে সিরিয়া, ইয়েমেন থেকে সোমালিয়া, সাহেল থেকে দক্ষিণ এশিয়া পর্যন্ত। একটি সন্ত্রাসী হামলার জবাবে শুরু হয়েছিল 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে' আমেরিকার যুদ্ধ। সেই যুদ্ধ বদলে দিয়েছে যুদ্ধের সংজ্ঞা। বদলে দিয়েছে নিরাপত্তার ধারণা। বদলে দিয়েছে নাগরিকের ওপর রাষ্ট্রের নজরদারির ধরণ। কিন্তু এই ২৫ বছরে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এই পৃথিবীকে কতটা নিরাপদ করতে পেরেছে?
আল-কায়েদার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ভেঙে পড়েছে, ওসামা বিন লাদেন ২০১১ সালে পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদে মার্কিন স্পেশাল ফোর্সের অভিযানে নিহত হয়েছেন। ৯/১১-এর মত বিশাল মাত্রার হামলা যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে আর ঘটতে পারেনি। কিন্তু মুদ্রার উল্টো পিঠের চিত্র আরও ভয়াবহ। আফগানিস্তানে দুই দশকের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে সেই তালেবানই আবার ক্ষমতায় ফিরেছে। ইরাক যুদ্ধ পশ্চিম এশিয়ার ক্ষমতার ভারসাম্যকে চুরমার করে দিয়েছে; সেই যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ থেকে জন্ম নিয়েছে ইসলামিক স্টেটের (আইএস) মত আরও ভয়ংকর গোষ্ঠী। আল-কায়েদা এখন আর আফগানিস্তানের গুহায় সীমাবদ্ধ নেই, তারা ছড়িয়ে পড়েছে আফ্রিকা থেকে মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার নানা প্রান্তে।
৯/১১ হামলার ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনস ১৫ দেশের ১৬ জন বিশেষজ্ঞের একটি মূল্যায়ন প্রকাশ করেছে। তাদের মতামতের একটি অভিন্ন সুর হল সন্ত্রাসবিরোধী লড়াইয়ে কিছু কৌশলগত সাফল্য এলেও, ৯/১১ পরবর্তী সামরিক প্রতিক্রিয়া অনেক ক্ষেত্রেই তার দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছে। আর ২৫ বছর পর, যুক্তরাষ্ট্র আবারও পশ্চিম এশিয়ায় এক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। রয়টার্সের এক বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, ইরানের বিরুদ্ধে ডনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের বর্তমান যুদ্ধকে অনেক বিশ্লেষকই আফগানিস্তান ও ইরাকের সেই দীর্ঘ 'ফরএভার ওয়ার'-এর সঙ্গে তুলনা করছেন।
৯/১১-এর হামলার পর তখনকার মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের সামনে প্রথম লক্ষ্য ছিল স্পষ্ট। হামলার পরিকল্পনাকারীদের খুঁজে বের করা। আল-কায়েদাকে ধ্বংস করা। ওসামা বিন লাদেনকে বিচারের মুখোমুখি করা। আল-কায়েদার নেতা ওসামা বিন লাদেন তখন আফগানিস্তানে। তালেবান সরকার তাকে আশ্রয় দিয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের দাবি ছিল, তাকে হস্তান্তর করতে হবে।
তাতে রাজি না হওয়ায় ২০০১ সালের ৭ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা আফগানিস্তানে সামরিক অভিযান শুরু করে। 'অপারেশন এন্ডিওরিং ফ্রিডম' নামের সেই অভিযানে খুব দ্রুতই তালেবান সরকারের পতন ঘটে। আল-কায়েদার ঘাঁটিগুলোতে হামলা হয়। বিন লাদেন ও সংগঠনের অন্য নেতারা আফগানিস্তান ছেড়ে পালিয়ে যান।

ইউনূসের গ্রামীণ কল্যাণের ৬৬৬ কোটি টাকা কর বলবৎ

৬৪ পৃষ্ঠার পর

একটি আদালতের আশ্চর্য প্রদীপ। যেন জাদুর কাঠির ছোঁয়ায় ৬৬৬ কোটি টাকা মাফ! কিন্তু ক্ষমতার মসনদ হারানোর পর রাতারাতি ওলট-পালট হয়ে গেছে। প্রধান বিচারপতি নথি থেকে নতুন বেঞ্চে বিষয়টি ন্যস্ত করেন। এখন ইউনূস ক্ষমতায় নেই। নতুন বেঞ্চ রায় দিয়েছে, প্রত্যাহার করা রায় বলবৎ। অর্থাৎ গ্রামীণ কল্যাণকে ৬৬৬ কোটি টাকার কর দিতে হবে। ফলে রায় প্রত্যাহারে ইউনূস ম্যাজিক অকার্যকর হয়ে গেলো। অর্ন্তবর্তী সরকারের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের মালিকানাধীন গ্রামীণ কল্যাণের কাছে থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) দাবি করা ৬৬৬ কোটি টাকা কর পরিশোধ করতে হবে বলে রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট। বাংলাদেশে স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার বিচারপতি মো. মজিবুর রহমান মিয়ার নেতৃত্বাধীন হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় ঘোষণা করেন। এ বিষয়ে আগে জারি করা রুল খারিজ করে আদালত এ রায় দেন। আদালতে ড. ইউনূসের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার আবদুল্লাহ আল মামুন, ব্যারিস্টার কিসা এম কামাল। আগামী ৩ বছরের মধ্যে এ অর্থ পরিশোধ করতে হবে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আবু হেনা মোস্তফা জামিল হক কয়সাল। তবে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের আইনজীবী ব্যারিস্টার আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, 'আমরা এর বিরুদ্ধে আপিল আবেদন করবো।' এর আগে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর ৪ অক্টোবর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের মালিকানাধীন গ্রামীণ কল্যাণের কাছ থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) দাবি করা ৬৬৬ কোটি টাকা দেওয়ার রায় স্বপ্রণোদিতভাবে প্রত্যাহার করে দেন হাইকোর্ট।
বিচারপতি মোহাম্মদ খুরশীদ আলম সরকার ও বিচারপতি সহরার মো. রাশেদ জাহাঙ্গীরের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় প্রত্যাহার করেন। একইসঙ্গে প্রধান বিচারপতির কাছে এ মামলার নথি পাঠানো হয়। পরে নতুন বেঞ্চে মামলাটি পাঠানো হয়।
পুনর্মূল্যায়নের পর ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ এই করবর্ষের জন্য গ্রামীণ কল্যাণের কাছে প্রদেয় কর দাবি ঘিরে গ্রামীণ কল্যাণ ২০১৭ সালে পৃথক দুটি রিট করে। প্রাথমিক শুনানি নিয়ে আদালত রায় রুল দেন। রুল খারিজ করলেন হাইকোর্টের নতুন এ বেঞ্চ। রিট খারিজ হওয়ায় আয়কর বাবদ গ্রামীণ কল্যাণের কাছ থেকে ওই অর্থ আদায় করতে পারবে এনবিআর। 'এখন যথাযথভাবে ডিমান্ড নোটিশ ইস্যু করে সরকার তার রাজস্ব আদায় করতে পারবে, যে রাজস্বটা গ্রামীণ কল্যাণ ২০১৭ থেকে ফাঁকি দিয়ে আসছে। ডিমান্ড নোটিশটা ইস্যু করবে ডেপুটি কমিশনার অব ট্যাক্সেস। সাধারণত ৩০ দিন সময় দেওয়া হয় ডিমান্ড নোটিশে,' রায়ের পর সাংবাদিকদের বলেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী আবুল সামাদ আজাদ।
অন্যদিকে, গ্রামীণ কল্যাণের আইনজীবী আবদুল্লাহ আল মামুন জানিয়েছেন যে, পূর্ণাঙ্গ রায় হাতে পাওয়ার পর তারা আপিল আবেদন করবেন। 'পূর্ণাঙ্গ রায়ের জন্য আমরা অপেক্ষা করছি। রায়ের কপি পেলে আমরা আপিল বিভাগে লিভ টু আপিল ফাইল করবো,' বৃহস্পতিবার বিকেলে সাংবাদিকদের বলেন মামুন। আয়কর বাবদ এক দশক আগে গ্রামীণ কল্যাণের কাছে ৬৬৬ কোটি টাকা দাবি করেছিল এনবিআর। সেটির বিরুদ্ধে ২০১৭ সালে হাইকোর্টে আলাদা দুটি রিট করে গ্রামীণ কল্যাণ।
এরপর দফায় দফায় শুনানি শেষে বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ আমলের একেবারে শেষদিকে উভয় রিট খারিজ করে রায় ঘোষণা করে হাইকোর্ট। ২০২৪ সালের আটই অগাস্ট অর্ন্তবর্তি সরকারের প্রধান হিসেবে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস শপথ নেওয়ার পর রিট খারিজ করে দেওয়া আগের রায় প্রত্যাহার করে নেয় হাইকোর্ট। এরপর মামলাটি প্রধান বিচারপতির কাছে পাঠানো হলে হাইকোর্টের নতুন বেঞ্চের সামনে ফের শুনানি শুরু হয়। সেই শুনানির পরিপ্রেক্ষিতেই ১০ই সেপ্টেম্বর নতুন রায় ঘোষণা করা হয়েছে।
অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের হাতে প্রতিষ্ঠিত সাতটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গ্রামীণ কল্যাণ অন্যতম। এটি অলাভজনক একটি সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, যার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় ১৯৯৬ সালের ছয়ই নভেম্বর। প্রতিষ্ঠানটি মূলত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে বলে এর ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে।
অধ্যাপক ইউনূসের প্রায় পাঁচ দশকের সহকর্মী ও সাবেক অর্ন্তবর্তি সরকারের স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূর জাহান বেগম ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ১৯৯১ সালের একটি গবেষণায় তারা দেখতে পান, বাংলাদেশে যত মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করছেন, সেটির মূলে রয়েছে তাদের স্বাস্থ্যগত সমস্যা। ড. মুহাম্মদ ইউনূস তখনই এ সমস্যা সমাধানে ১৯৯৩ সালে একটি প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামূলকভাবে আটটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র চালু করেন। সেটি সফল হওয়ার পর গ্রামীণ কল্যাণ সৃষ্টি করা হয়, বলেন নূরজাহান বেগম।
বর্তমানে সারা দেশে প্রতিষ্ঠানটির প্রায় দেড়শর মতো স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। শুরুর দিকে মূলত গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যদের জন্য ওইসব স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তোলা হলেও এখন সাধারণ মানুষও সেবা নিতে পারেন বলে জানিয়েছেন গ্রামীণ কল্যাণের কর্মকর্তারা। স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি দরিদ্র ও প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য শিক্ষা ও বৃত্তির ব্যবস্থা করে থাকে গ্রামীণ কল্যাণ। কর্মকর্তারা আরও জানান, প্রথমদিকে দাতাদের অর্থে গঠিত সোশ্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট ফান্ডের টাকায় কার্যক্রম শুরু করলেও বর্তমানে নিজস্ব আয়েই প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এর বাইরে, গ্রামীণ টেলিকম থেকেও প্রতিষ্ঠানটি অর্থ পেয়ে থাকে। অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস আগে গ্রামীণ কল্যাণের চেয়ারম্যান ছিলেন। তবে ২০২৪ সালে অর্ন্তবর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে শপথ নেওয়ার পর তিনি আর ওই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত নেই বলে জানিয়েছেন গ্রামীণ কল্যাণের আইনজীবী আব্দুল্লাহ আল মামুন।

মধ্যবর্তী নির্বাচনে ৯/৬ আসনই গেমচেঞ্জার

৬৪ পৃষ্ঠার পর

পরতে পারবে অসীম ক্ষমতাধর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে। এদিক থেকে ৩ নভেম্বর আমেরিকানদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
রয়টার্সের রিপোর্টে বলা হয়েছে, নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ১০০ আসনের সিনেটের নিয়ন্ত্রণ পেতে ডেমোক্র্যাটদের রিপাবলিকানদের কাছ থেকে চারটি আসন ছিনিয়ে নিতে হবে। যদিও এ নির্বাচনে ৩৫টি অঙ্গরাজ্যের ভোটাররা সিনেটর নির্বাচন করবেন। তবে স্বতন্ত্র বিশ্লেষকদের মতে এর মধ্যে মাত্র নয়টি নির্বাচনী লড়াই বেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হতে যাচ্ছে।
নর্থ ক্যারোলিনা : নর্থ ক্যারোলিনায় একটি আসন জয়ের ভালো সুযোগ রয়েছে ডেমোক্র্যাটদের। সেখানকার বর্তমান রিপাবলিকান সিনেটর থম টিলিস অবসরে যাচ্ছেন। জনমত জরিপগুলোতে দেখা যাচ্ছে যে, ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সাবেক গভর্নর রয় কুপার রিপাবলিকান নেতা মাইকেল হোয়াটলির চেয়ে বেশ ভালো ব্যবধানে এগিয়ে আছেন। হোয়াটলি রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং তিনি সম্প্রতি রিপাবলিকান ন্যাশনাল কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। নর্থ ক্যারোলিনার ভোটারদের কাছে কুপার বেশ পরিচিত মুখ; তিনি রাজ্যের অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে চারটি নির্বাচনে এবং ২০১৬ ও ২০২০ সালে গভর্নর হিসেবে আরও দুটি নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন। এমনকি ওই বছরগুলোতে ট্রাম্পও এই রাজ্যে জয়ী হয়েছিলেন।
রাজনীতিতে হোয়াটলিরও কয়েক দশকের অভিজ্ঞতা রয়েছে, তবে তিনি আগে কখনও কোনো নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। ট্রাম্পের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তাঁর জন্য নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে, বিশেষ করে এমন এক সময়ে যখন রয়টার্স/ইপসোস-এর জরিপ অনুযায়ী প্রেসিডেন্টের জনসমর্থনের হার মাত্র ৩৩ শতাংশ-যা তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সর্বনিম্ন।
মিশিগান : মিশিগানে ডেমোক্র্যাটরা মূলত নিজেদের অবস্থান ধরে রাখার লড়াইয়ে রয়েছে। তারা অবসর গ্রহণকারী সিনেটর গ্যারি পিটার্সের আসনটি নিজেদের দখলে রাখতে চায়। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের এই রাজ্যে পরাজয় ঘটলে আইনসভার নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের প্রচেষ্টা জটিল হয়ে পড়তে পারে।
ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থী ও প্রগতিশীল নেতা আব্দুল আল-সায়েদকে এখনো কিছুটা সন্দেহের মুখে পড়তে হচ্ছে। একটি তিক্ত প্রাইমারি নির্বাচনে মধ্যপন্থী প্রতিনিধি হেলি স্টিভেন্সকে অল্প ব্যবধানে পরাজিত করার পর তিনি এখন নিজের প্রতি সমর্থন সুসংহত করার চেষ্টা করছেন। ইসরায়েলের সমালোচনা এবং বামপন্থী স্ট্রিমার হাসান পিকারের সাথে সম্পৃক্ততার কারণে স্বাস্থ্য বিভাগের এই সাবেক কর্মকর্তা দলের বামপন্থী অংশের সমর্থন জোরালো করতে পারলেও, রাজ্যের অনেক কৃষ্ণাঙ্গ ও ইহুদি ভোটারের বিরাগভাজন হয়েছেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন রিপাবলিকান মাইক রজার্স-যিনি অক্ত রিপ্রেজেন্টেটিভসের সাবেক সদস্য। যিনি এর আগে সিনেট নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিলেন।
টেক্সাস : রিপাবলিকান-অধ্যুষিত এই রাজ্যটি এ বছর অপ্রত্যাশিতভাবে নির্বাচনী লড়াইয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। জরিপ অনুযায়ী, ডেমোক্র্যাট জেমস টালারিকো এবং রিপাবলিকান কেন প্যাক্সটনের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে।
আলাস্কা : পুনর্নির্বাচনের প্রচারণায় বর্তমান রিপাবলিকান সিনেটর ড্যান সুলিভান দুটি বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছেন: একজন ডেমোক্র্যাটের কাছ থেকে জোরালো প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং ব্যালট পেপারে একই নামের আরেক ব্যক্তির উপস্থিতি।
ডেমোক্র্যাট মেরি পেল্টোলা এর আগে রাজ্যের একমাত্র 'হাউস' (প্রতিনিধি পরিষদ) আসনটিতে এক মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং তিনি নিজেকে মধ্যপন্থী হিসেবে তুলে ধরে প্রচার চালিয়েছেন। আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত রাজ্যের নির্দলীয় প্রাথমিক নির্বাচনে তিনি ৮২,০০০ ভোট পেয়েছিলেন, যেখানে সুলিভান পেয়েছিলেন ৬৯,০০০ ভোট-বর্তমান সিনেটরের জন্য এটি একটি অশনিসংকেত হতে পারে।
আইওয়া : এক দশক ধরে রিপাবলিকানদের আধিপত্যের পর, এ বছর আইওয়ায় বেশ কিছু প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনী লড়াই দেখা যাচ্ছে; কারণ কৃষিপ্রধান এই রাজ্যটি ট্রাম্পের শুল্ক নীতি এবং জ্বালানির উচ্চমূল্যের কারণে সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সিনেটর জনি আর্নস্ট অবসরে যাওয়ার পর প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য অ্যাশলি হিনসন আসনটি রিপাবলিকানদের দখলে রাখার লক্ষ্য নিয়ে লড়ছেন।
তার প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন রাজ্যের প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য ডেমোক্র্যাট জশ টুরেক-একজন প্রাক্তন প্যারালিম্পিক বাস্কেটবল খেলোয়াড়, যিনি রাজ্য আইনসভায় বিভিন্ন দলের সাথে মিলে কাজ করার (দ্বিদলীয় সহযোগিতার) ওপর জোর দিয়েছেন। জরিপগুলোতে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস পাওয়া যাচ্ছে এবং বিশ্লেষকদের মতে, এই শরতে এটি অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন হতে যাচ্ছে।
মেইন : জুলাই মাসে ডেমোক্র্যাটরা গ্রাহাম প্লাটনারের বিকল্প খুঁজে বের করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। প্রগতিশীল মতাদর্শের ঝিনুক চাষি ও রাজনীতিতে নতুন মুখ প্লাটনার যৌন নিপীড়নের অভিযোগের মুখে সরে দাঁড়িয়েছিলেন (যদিও তিনি অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন)। দল দ্রুত ট্রয় জ্যাকসনের ওপর আস্থা রাখে। প্রাক্তন কাঠুরে ও রাজ্য আইনসভার সদস্য জ্যাকসন প্লাটনারের মতোই প্রগতিশীল রাজনীতির অনুসারী।
৫৮ বছর বয়সী জ্যাকসন বর্তমান রিপাবলিকান সিনেটর সুসান কলিন্সের বিরুদ্ধে লড়ছেন। কলিন্স একজন মধ্যপন্থী নেতা, যিনি মাঝেমধ্যে দলের অবস্থানের বাইরে গিয়ে সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৯৬ সালে প্রথম নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে কলিন্স সহজেই পুনর্নির্বাচিত হয়ে আসছেন, যদিও উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় এই রাজ্যটি ধারাবাহিকভাবে ডেমোক্র্যাটিক প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীদের সমর্থন দিয়ে এসেছে। সাম্প্রতিক জরিপগুলোতে জ্যাকসনকে তিন থেকে চার শতাংশ পয়েন্টের ব্যবধানে এগিয়ে থাকতে দেখা গেছে।
জর্জিয়া : ডেমোক্র্যাটিক সিনেটর জন অসফ পুনর্নির্বাচনের জন্য লড়ছেন রিপাবলিকান প্রতিনিধি মাইক কলিন্সের বিরুদ্ধে। কলিন্স একজন রক্ষণশীল নেতা যাকে ট্রাম্প সমর্থন দিয়েছেন। সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলোতে জর্জিয়া একটি প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ অঙ্গরাজ্য (ব্যাটলগ্রাউন্ড স্টেট) হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্প এই অঙ্গরাজ্যে অল্প ব্যবধানে জয়ী হন; অন্যদিকে ৩৯ বছর বয়সী ওসফ ২০২১ সালের রান-অফ নির্বাচনে নিজের আসনে সামান্য ব্যবধানে জয়লাভ করেন। বিশ্লেষকরা তাঁকে ২০২৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে বিবেচনা করছেন।
কলিন্স সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন এক উসকানিমূলক ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছেন যা মাঝেমধ্যে তাঁর বিরুদ্ধেই গেছে। অধিকাংশ জনমত জরিপে কলিন্সের চেয়ে ওসফকে এগিয়ে থাকতে দেখা গেছে। আরও ২টি আসন ওহিও ও নিউ হ্যাম্পশায়ারেও ডেমোক্র্যাটরা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বেরিয়ে আসতে পারে।

'সব শালা কবি হতে চায়'

৬ পৃষ্ঠার পর

এতদিন যত কবি ছিলেন, তাঁরা সবাই ভুল ছিলেন; আসল কবিরা বুঝি রাজনীতির মঞ্চ থেকেই বেরিয়ে আসছেন। কিন্তু কবিতা এত সস্তা নয়। কবি হওয়া কোনো সরকারি পদ নয়, কোনো রাজনৈতিক দলের মনোনয়ন নয়, কোনো মন্ত্রিসভার দায়িত্ব নয়, কোনো সংবর্ধনা কমিটির সিদ্ধান্তও নয়। আপনি একশোটি কবিতা লিখতে পারেন, দশটি বই প্রকাশ করতে পারেন, একশো জন কবিকে ডেকে নিজের জন্মদিনে সংবর্ধনা দিতে পারেন-তবু পাঠক যদি আপনার কবিতায় কবিতা না পান, আপনি কবি হয়ে যাবেন না। আবার কোনো মন্ত্রী বা এমপি সত্যিই ভালো কবিতা লিখলে তাঁকে কবি বলতে আপত্তিরও কোনো কারণ নেই। কবিতার বিচার হওয়া উচিত কবিতায়, লেখকের রাজনৈতিক পরিচয়ে নয়।

সমস্যা তখনই, যখন ক্ষমতা সাহিত্যিক মূল্যায়নের বিকল্প হয়ে দাঁড়ায়। যখন মন্ত্রী হওয়া কবি হওয়ার প্রমাণ হয়ে যায়। যখন সরকারি মঞ্চে কবিতা পাঠ করলেই মনে করা হয় সাহিত্যিক মর্যাদা অর্জিত হয়েছে। যখন রাজনৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে সাহিত্যিক পরিচয় জুড়ে দিয়ে একজন ব্যক্তি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। তখন প্রশ্ন করতেই হয়-আপনি কবি হতে চাইছেন, নাকি কবি হিসেবে পরিচিত হতে চাইছেন?

লেখক: কবি।

শরতের সোনালী সকাল

১২ পৃষ্ঠার পর

কখনো বড় হয়। কখনো একটি মেঘ অন্যটির সঙ্গে মিশে যায়। শৈশবে আমরা সেই মেঘের দিকে তাকিয়ে কত গল্প বানিয়েছি! কোনো মেঘকে হাতি মনে হয়েছে, কোনো মেঘকে পাহাড়, কোনো মেঘকে আবার বিশাল জাহাজ।

শুধু আকাশ নয়, শরতের পুকুর-বিলও যেন নতুন সাজে সেজে ওঠে। বিলের পানিতে শাপলা ফুল ফুটে থাকে। কোথাও পদ্মফুল মাথা তুলে দাঁড়ায়। পানির ওপর ভাসতে থাকা সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে ফুলের সৌন্দর্য যেন চোখ জুড়িয়ে দেয়। গ্রামের জলাশয়ের পাশে কলমি ফুলসহ নানা জলজ উদ্ভিদের ফুলও ফুটে ওঠে। মনে হয়, প্রকৃতির প্রতিটি কোণ শরতের আগমনে নতুন করে হাসতে শুরু করেছে।

এই সৌন্দর্যের মাঝেও গ্রামের মানুষের জীবন থেমে থাকে না। কেউ মাঠে যায়, কেউ বাজারে যায়, কেউ কাজের সন্ধানে বের হয়। কেউ ঘরের কাজ করে, কেউ গবাদিপশুর যত্ন নেয়। শরতের সকাল মানুষকে যেমন আনন্দ দেয়, তেমনি মনে করিয়ে দেয়-জীবন মানে শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করা নয়, জীবন মানে পরিশ্রম, দায়িত্ব আর স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে চলা।

শরতের সকাল আমাদের শৈশবের কথাও মনে করিয়ে দেয়। সেই সময় সকাল মানেই ছিল মায়ের ডাক, উঠানে শিউলি কুড়ানো, পুকুরপাড়ে বন্ধুদের সঙ্গে ঘোরাঘুরি, মেঠোপথ ধরে স্কুলে যাওয়া। স্কুলে যাওয়ার পথে কাশফুল দেখে থেমে যাওয়া, পাখির ডাক শুনে আনন্দ পাওয়া, আকাশের মেঘ দেখে গল্প বানানো-এসব ছিল আমাদের জীবনের ছোট ছোট আনন্দ। বর্ষার কাদা পেরিয়ে যখন শরতের রোদ উঠত, তখন গ্রামের পথ যেন আবার চলার উপযোগী হয়ে উঠত। আমরা দল বেঁধে স্কুলে যেতাম। কারও হাতে বই, কারও হাতে খাতা। পথের ধারে শিউলি ফুল পড়ে থাকলে কয়েকজন বন্ধু মিলে ফুল কুড়িয়ে নিতাম। কখনো কাশবনের পাশে দাঁড়িয়ে গল্প করতাম। তখন সময়ের কোনো তাড়া ছিল না। ছিল শুধু নির্মল আনন্দ। আজ আমরা বড় হয়েছি। জীবনের ব্যস্ততা বেড়েছে। কাজ, সংসার, দায়িত্ব-সবকিছু আমাদের ঘিরে আছে। তবুও শরতের একটি নির্মল সকাল হঠাৎ করে আমাদের সেই পুরোনো দিনগুলোর কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। শিউলির গন্ধে মায়ের কথা মনে পড়ে, কাশফুল দেখলে মনে পড়ে শৈশবের বন্ধুদের কথা, পাখির ডাক শুনলে মনে হয়-কত বছর আগে এমন একটি সকালেই তো আমরা ছুটে বেড়াতাম গ্রামের পথে। শরৎ তাই শুধু একটি ঋতুর নাম নয়। শরৎ হলো স্মৃতির নাম, সৌন্দর্যের নাম, নতুন আশার নাম। বর্ষার কালো মেঘ পেরিয়ে শরতের নীল আকাশ আমাদের শেখায়-জীবনে যত মেঘই আসুক, একদিন না একদিন আকাশ পরিষ্কার হবেই। সাদা মেঘের ভেলা আমাদের স্বপ্ন দেখতে শেখায়, শিশিরভেজা ঘাস আমাদের নির্মলতার কথা মনে করিয়ে দেয়, শিউলি ফুল আমাদের শৈশবের কাছে নিয়ে যায়, আর কাশফুলের দোলা আমাদের বলে-জীবন যত ব্যস্তই হোক, প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য একটু সময় রাখা দরকার। সোনালি রোদের আলোয় ভেসে থাকা সেই শরতের সকাল যেন বাংলার মাটির এক চিরচেনা ছবি। পাখির কলতান, শিউলির সুবাস, শিশিরভেজা ঘাস, নীল আকাশ, সাদা মেঘ, নদীর পাড়ের কাশফুল, কৃষকের ব্যস্ততা আর শিশুদের নির্মল হাসি-সবকিছু মিলিয়ে শরতের সকাল হয়ে ওঠে এক অপূর্ব কবিতা।

শরৎ আসে, আবার চলে যায়। কাশফুল শুকিয়ে যায়, শিউলি ঝরে পড়ে, আকাশের সাদা মেঘও একদিন হারিয়ে যায়। কিন্তু শরতের সেই সোনালি সকাল আমাদের হৃদয়ে থেকে যায়। শৈশবের সেই দিনগুলো ফিরে আসে না, কিন্তু শরতের বাতাসে আজও যেন তাদের গন্ধ পাওয়া যায়।

তাই শরতের সকাল মানেই আমার কাছে শুধু একটি সকাল নয়-এটি আমার গ্রামের সকাল, আমার বাংলার সকাল, আমার শৈশবের সকাল। নীল আকাশের নিচে সাদা মেঘের ভেলা আর কাশফুলের দোলায় আজও মনে হয়, সেই ছোট্ট শিশুটি কোথাও হারিয়ে যায়নি। সে হয়তো এখনও কোনো এক শরতের সকালে শিশিরভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে, পাখির ডাক শুনে হাসছে, আর আকাশের মেঘের দিকে তাকিয়ে নিজের ছোট্ট স্বপ্নের পৃথিবী তৈরি করছে।

লেখক: বাগদাদ, ইরাক।

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW

ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE

ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স

বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস

সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ

ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার

MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK

347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com

37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

জ্যামাইকায় বাংলাদেশী আমেরিকান অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত মেডিকেল ও ডেন্টাল অফিস

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়।

Cell: 718-864-8882

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সিওরেন্স গ্রহণ করি।

Dr. Mohammad M. Rahman, MD
Attending Physician, NYU School of Medicine

Board Certified in Internal Medicine, Geriatrics, Hospice & Palliative Care Medicine

Astoria Office
30-04 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500
www.drmrahman.com

718-526-0700

অভিজ্ঞ ডেন্টিষ্ট

Digital Xray সহ সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে অত্যন্ত যত্নসহকারে শিশু, বয়োজেষ্ঠ সহ সবার দাঁতের সকল প্রকার চিকিৎসা করা হয়।

We Do Implant

Dr. Siddiqur Rahman D.D.S.

We accept Medicaid, Metro Plus, Health Plus, Wellcare, Fidelis, Health First, United Health Care, Affinity & Other PVT. INS.

Dental Office

Jamaica Office
170-12, Highland Ave,
Jamaica NY 11432
Tel: 718-526-0700

Mon-Tue-Thu-Fri (2Pm to 7 Pm)

Wednesday (12 Pm to 5 Pm) Saturday (12pm to 5 Pm)

MEDICAL & DENTAL OFFICE
170-12, HIGHLAND AVE, JAMAICA, NY 11432

HOPE & CHERISH
HOME CARE
HOME CARE
PCA, HHA, OPWDD & PEDIATRIC SERVICE
COUNTIES SERVED
BRONX • BROOKLYN • MANHATTAN
STATEN ISLAND • QUEENS • NASSAU
WE ARE PROVIDING PCA/HHA CERTIFICATION, TRAINING, AND RECRUITMENT
Please Contact
718-252-3590
CELL: 646-591-8396 | TEXT: 646-591-8396
EMAIL: SHAH@HOPENCHERISH.COM
WWW.HOPENCHERISH.COM
3345 NEPTUNE AVE, BROOKLYN, NY 11224

২১তম উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন

BANGLADESH ASSOCIATION OF AMERICA, INC. BAAI Estd. 1970

NORTH AMERICA NAZRUL CONFERENCE COMMITTEE

"আমারে দেবে না ভুলিতে"

21st North America Nazrul Conference

Under the Auspices of

North America Nazrul Conference Committee

September 19 & 20, 2026

Guest Performers & Speakers

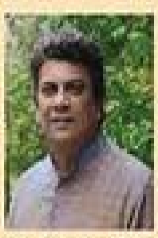
Khairul Anam Shakil

Dr. Leena Taposhi

Anup Barua

Warda Rihab

Anindita Kazi

Dr. Priyanka Gope

Rasel Ahmed

Dilshad Choudhury Chhuty
Convener, 21st NANC

Samiul Islam
Coordinator, 21st NANC

Event Venue
Richard J Ernst Community Cultural Center
8333 Little River Turnpike, Annandale, VA 22003
Sitting Time: 2:00 - 2:30 PM
Program Starts at 2:30 PM

Hotel Reservation
Holiday Inn Express
6401 Brandon Avenue, Springfield, VA, US

https://tinyurl.com/bdh68tbv

Media Partners
শতদল
CHANNEL i
কবিতার সাথে

Donate

Zelle
baai722025@gmail.com

Get Your Tickets Today!
Online: https://baai-dc.org/
OR

Contacts for Printed Tickets
Dilshad Choudhury: 443-956-1607
Samiul Islam: 571-201-1820
Tahmeed Shahriad: 318-243-3537
Afrin Fancy: 410-660-9705
Dora Gomes: 240-644-3838

Ticket Price
Single Day: General $30, VIP $60
Two Days: General $50, VIP $100

Mahmud Musharaf Hussain
Chairman, NANCC

Dr. Ziauddin Ahmed
Vice Chairman, NANCC

All ticket sales are final and non refundable!

Finance Committee
Chair
Anisur Rahman Khan
BAAI Coordinator
Tahmeed Shahriad
Committee Members
Mahmud Musharraf Hussain
Meherunnesa Hussain
Dr. Bashir Ahmed
Dr. Muhiuddin Ahmed
Dr. Eakubul Islam
Nasima Khan
Shireen Khan
Inara Kabir
Mina Ahmed
Firozur Rahman

Event Photographers:
Intekhaab Siddiquee
(Baishakhi Dallas)
Kamrul Islam

Magazine Committee
Co-Editors
Pius Gomes
Dr. Shoaib Chowdhury
BAAI Coordinator
Dr. Ehsan Bhuiyan
Committee Members
Dr. Mizanur Rahman
Dr. Wadud Bhuyan

Cultural Committee
Chair
Aditi Sadia Rahman
BAAI Coordinator
Afrin Fancy
Committee Members
Tanya Rahman
Ali A. Khan
Laila Mondol
Mahmood Billah

Registration & Ticket Mgmt. Committee
Chair
Parvin Ahmed
Co-Chair
Jasmine Islam
BAAI Coordinator
Dora Gomes
Committee Members
Merina Rahman
Nusrat Chowdhury
Saira Alam

Guest Management & Hospitality Coordinators
Tahmeed Shahriad
Md. Musharref Hussain (Deedar)
Shameem Selimuddin

Publicity Committee
Chair
Kabita Delawar
Co-Chair
Parveen Patwary
Mohammed Kabir
BAAI Coordinators
Wasi Islam
Tanya Rahman
Peer
Bangla Events
Committee Members
Dr. Anutosh Saha
Shameem Selimuddin
Dr. Tareque Mehdi
Abu Rumi

Logistics Support & Stage Mgmt. Committee
Chair
Dr. Arifur Rahman
Co-Chair
Dr. Sadeq Chowdhury
BAAI Coordinator
Tareq Habib
Committee Members
Md. Mosharref Hossain (Deedar)
Tahmeed Shahriad
Raihan Elahi
Dr. Mizanur Rahman
Dr. Shoaib Chowdhury

Event Coordinators
Tahmeed Shahriad
Shameem Selimuddin
Laila Mondol
Tanya Rahman

Seminar Committee
Chair
Anis Ahmed
Co-Chair
Dr. Nazrul Islam
BAAI Coordinator
Dr. Abu Zulfiker
Committee Members
Dr. Gulshan Ara
Kazi Belal
Dr. Ziauddin Ahmed
Dr. Mahtab Ahmed
Roquia Haider
Dr. Abdun Noor
Dr. Ashraf Ahmed
Anwar Iqbal Kochi
Dr. Aminur Rahman

Advisers
Anisur Rahman Khan
Mozharul Hoque
Mahmud Musharraf Hussain
Dr. Shahidur Rab
Iqbal Bahar Choudhury
Dr. Osman Farruk
Dr. Bashir Ahmed
Abu Sulaiman
Azmat Ali
Shah Alam Mozumder
Dr. Jafrul Hasan
Inara Kabir
Sajda Solaiman
Dr. Anwarul Karim
Shafi Delwar (Kajol)
Saiful Islam
K. Khan Lincoln
Saleh Ahmed
Shafiqul Islam
Hiron Choudhury

Hosted by: Bangladesh Association of America, Inc

GOLDEN AGE HOME CARE

GOLDEN A
HOME CA

PCA HOME CARE সেবা
আমাদের স

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনে

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-
Cell: 646-591-83
Email: shah@gol

আমাদের নিজস্ব PCA ও HHA ট্রেনিং

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Ave
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. O
170-18A Hillsid
Jamaica, NY 1
Ph: 718-530-1
Fax: 917-396-

Email: info@goldenagehomecare.c

AGE
RE
HHA/PCA SERVICE
SKILLED NURSING
নিতে চান?
াথে যোগাযোগ করুন
প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
আপনাকে HOME CARE
নর সেবা প্রদান করবো
7852
96 Text: 646-591-8396
denagehomecare.com
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
ঃ স্কুল আছে
FFICE
e Ave
432
820
115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870
Fax: 917-396-4115
We Hire And Train HHA/PCA Certificate Holder AIDES
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট সহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি
om | www.goldenagehomecare.com

ATIQUE B SHEIKH OF WORLDSTAR
PRESENTS
WORLD STAR
Sonu Nigam
REVOLUTION
SONU
NIGAM
GRAND SPONSOR
SYMBOL OF PURITY
APNA BAZAR
FARMERS MARKET
Filli
BHAIJAAN
PRESENTED BY
GOLDEN AGE
HOME CARE
GOLDEN AGE HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
Sunday
13
SEPT 2026
DOOR OPENS : 5 PM
SHOW STARTS : 6 PM
SCAN TO BUY TICKETS
NASSAU COLISEUM
1255 HEMPSTEAD TPKE, UNIONDALE, NY 11553
TICKETS AVAILABLE AT:
ticketmaster | Sulekha.com
TICKETS: $49 • $79 • $99 • $119 • $149 • $159 • $199 • $249 • ELITE
B! LIVE EVENTS
SONNY SINGH
Mehfil
AVS
NAKASH KHAN SHOW
DESI AMERICA
DERA
GUIDE
OFFICIAL MEDIA PARTNER
ARY DIGITAL
FOR MORE INFO CALL
ATIQUE B SHEIKH 570-249-0858 | SAGAR MEHTA 302-268-4044 | NAINA GOEL 732-800-0083
WWW.SONUNIGAMLIVE.COM

লড়ছে সেলিম-আলী ও কুনু-ফিরোজ প্যানেল

৬৪ পৃষ্ঠার পর

কমিশনের বাজেটও কয়েক লাখ ডলার। প্রার্থীরা এ নির্বাচনে ২ হাত খুলে ব্যয় করছেন। সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, তা মিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে। কুইন্স প্যালেসে বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন কমিশন আয়োজিত গত ৬ সেপ্টেম্বর প্রার্থীরা তাদের মনোনয়নপত্র জমা দেন। পরিষদ ও প্রার্থীদের কর্মী-সমর্থকের উপস্থিতিতে পুরো মিলনায়তন কানায়-কানায় ভরে উঠে। নিজেদের পক্ষে শক্ত অবস্থান তুলে ধরতে তারা নানা স্লোগান ধরে, তাদের স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে অনুষ্ঠানস্থল। মনোনয়নপত্র জমার দিন প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবু নাসের বলেন, একটি সুষ্ঠু, সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজন করতে সবার সহযোগিতা চাই। দুই প্যানেল থেকে ২১ জন করে মোট ৪২ জন এবং দুই স্বতন্ত্র প্রার্থী মিলিয়ে মোট ৪৪টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে।

নির্বাচনে সেলিম-আলী পরিষদ থেকে সভাপতি পদে বর্তমান সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম এবং সাধারণ সম্পাদক পদে প্রার্থী হয়েছেন বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী। অন্যদিকে কুনু-ফিরোজ পরিষদ থেকে সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু এবং সাধারণ সম্পাদক পদে প্রার্থী হয়েছেন ফিরোজ আহমেদ।

দুই প্যানেলের বাইরে সাধারণ সম্পাদক পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে রয়েছেন কমিউনিটির পরিচিত মুখ রাকী সৈয়দ। সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন কমিউনিটির এক্টিভিস্ট শক্তি দাশ গুপ্তা।

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৫ অক্টোবর, রোববার। এ নির্বাচনকে সামনে রেখে এরই মধ্যে প্রার্থীরা প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটিতে নির্বাচনী তৎপরতা শুরু করেছেন, যা নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন পরিষদের প্রার্থীরা ভোটারদের সঙ্গে যোগাযোগ, মতবিনিময় ও সমর্থন আদায়ের কার্যক্রম চালাচ্ছেন। স্বতন্ত্র প্রার্থীরাও প্রচার চালাচ্ছেন নিজের মতো করে। তবে তাদের হয়ে কাজ করছেন পরিচিত কমিউনিটি এক্টিভিস্টরা।

মনোনয়নপত্র জমাদানের অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবু নাসের এবং নির্বাচন কমিশনার বদরুল হক খান, শামসুদ্দিন আজাদ, রুহুল আমিন সরকার, আহবাব চৌধুরী, মিঠু হামিদ ও মোহাম্মদ দুলাল মিয়া উপস্থিত ছিলেন। নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী আগামী ২৫ অক্টোবর, রোববার বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ৬ সেপ্টেম্বর ছিল মনোনয়নপত্র দাখিলের দিন। নির্বাচনী তফসিল অনুযায়ী গতকাল ১০ সেপ্টেম্বর ছিল মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন। আজ ১১ সেপ্টেম্বর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হবে বলে জানা যায়।

সেলিম-আলী প্যানেল : নির্বাচনে সেলিম-আলী প্যানেল সভাপতি প্রার্থী বর্তমান সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম। অন্যপ্রার্থীরা হচ্ছেন- সিনিয়র সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ-সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, সহ-সাধারণ সম্পাদক হারুন অর রশীদ, কোষাধ্যক্ষ নওশাদ হায়দার, সাংগঠনিক সম্পাদক মিঠিক খান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক অনিক রাজ, প্রচার সম্পাদক রিমু মোহাম্মদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মনসুর আহমেদ, সাহিত্য সম্পাদক রুমানা আহমেদ, স্কুল ও শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক মহিবুদ্দীন বাবুল, ক্রীড়া সম্পাদক হাসান খান, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক শাহনাজ হোসেন, যুব ও আইটি বিষয়ক সম্পাদক জাহাঙ্গীর সরওয়ারদী এবং কার্যকরী সদস্য উজ্জ্বল বিপুল, সরওয়ার খান বাবু, শামীম আহমেদ, কাজী রবিউজ্জামান, আবদুল মান্নান ও আব্দুল মালেক খান।

কুনু-ফিরোজ প্যানেল : কুনু-ফিরোজ প্যানেলের সভাপতি প্রার্থীরা হয়েছেন সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু। অন্য পদে প্রার্থীরা হচ্ছেন- সাধারণ সম্পাদক পদে ফিরোজ আহমেদ, সিনিয়র সহ-সভাপতি দুলাল বেপেরু, সহ-সভাপতি আবুল কালাম ভূঁইয়া, সহ-সাধারণ সম্পাদক নওশাদ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া রুমি, সাংগঠনিক সম্পাদক জামিল আনসারী, সাংস্কৃতিক সম্পাদক রুপনী আহমেদ চৌধুরী, প্রচার সম্পাদক সাইদ শফিকুল আলম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক রুবেল আহমেদ, সাহিত্য সম্পাদক বাবুল আকতার, ক্রীড়া সম্পাদক মোর্শেদ আলম, স্কুল ও শিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক মাইন উদ্দীন সাদু, মহিলাবিষয়ক সম্পাদক মেহের বেগম চৌধুরী, যুব ও আইটিবিষয়ক সম্পাদক কাজী হাসান এবং কার্যকরী সদস্য সিরাজুদ্দৌলা হক (বাশার ভূঁইয়া), এবি সিদ্দিক পাটোয়ারি, প্রফেসর আব্দুল বাসির, মাহবুবুল হক সানু, মোহাম্মদ কায়সার আলম ও মোহাম্মদ এম ইসলাম (মনিরুল ইসলাম)।

দুই প্যানেল থেকেই ২১ জন করে প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিলেও এবারের প্যানেল গঠনে দেখা গেছে বেশ কিছু ভাঙাগড়া। গত নির্বাচনের সেলিম-আলী প্যানেলের কয়েকজন প্রার্থী এবার কুনু-ফিরোজ প্যানেলে যোগ দিয়েছেন। আবার আগের তালিকা থেকে কয়েকজন বাদ পড়েছেন। ফলে নির্বাচনের মাঠে পুরানো সমীকরণের পাশাপাশি তৈরি হয়েছে নতুন মেরুকরণ। ৬ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা থেকেই দুই প্যানেলের প্রার্থী ও সমর্থকেরা ব্যানার-ফেস্টুন নিয়ে স্লোগান দিতে দিতে অডিটোরিয়ামে প্রবেশ করেন। মনোনয়নপত্র দাখিলের দিনই দুই পক্ষের মধ্যে ব্যাপক শোডাউনের প্রতিযোগিতা চোখে পড়ে। সমর্থকদের উপস্থিতি ও উৎসাহে দুই প্যানেলই ছিল সমান সক্রিয়-কেউ কারও চেয়ে পিছিয়ে ছিল না।

এদিকে সেলিম-আলী প্যানেলে স্কুল সম্পাদক পদে হাসান জিলানীর নির্বাচন করা ছিল নিশ্চিত। কিন্তু শেষ মুহূর্তের কৌশলে সরে দাঁড়ান তিনি। কাজ শুরু করেছেন প্যানেলের জন্য। তিনি কুইন্সে সেলিম-আলী প্যানেলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহবায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ল' সোসাইটির শরৎ উৎসব ও ফ্যামিল নাইট অনুষ্ঠিত

৬৪ পৃষ্ঠার পর

মো. আকমার খানের সভাপতিত্বে এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মো. আতিকুর রহমান শাকুর পরিচালনায়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ল' সোসাইটির উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য ও সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মতিউর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট শাহ মোহাম্মদ বখতিয়ার, সাবেক সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট শুকুর রহমান মিঠেল, হিউম্যান রাইটস এ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ (এইচআরপিবি) যুক্তরাষ্ট্র নিউইয়র্ক শাখার সভাপতি অ্যাডভোকেট জাকির এইচ মিয়া। অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ল' সোসাইটির অফিস সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট মাহবুব আলম, এরপর বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা ও সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মতিউর রহমান, সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট সোনিয়া সুলতানা, সাবেক সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট শাহ মো. বখতিয়ার, সাবেক সাধারণ সম্পাদক শুকুর রহমান মিঠেল, অ্যাডভোকেট মিয়া মোহাম্মদ জাকির, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক নুরুল করিম জুয়েল, অর্থ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মাহবুব আলম, দপ্তর সম্পাদক অ্যাডভোকেট মাহবুব আলম, বাংলাদেশের সাবেক ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাডভোকেট আবদুর রকিব মন্টু, অ্যাডভোকেট শাহ

ফরিদ আহমেদ, অ্যাডভোকেট মিয়া মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, অ্যাডভোকেট অলি উল্লাহ মারুফ, অ্যাডভোকেট মো. মিসবাহুজ্জামান লিটন ও ব্যারিস্টার কামরুজ্জামান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে অনেক আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন। এরমধ্যে ছিলেন সোসাইটির সদস্য ফারিয়া জাহান, অ্যাডভোকেট মো: শামীম হোসাইন, অ্যাডভোকেট নাহিদ ফারজানা, অ্যাডভোকেট আখতার হোসেন, অ্যাডভোকেট গোলাম মোহাম্মদ সেলিম, অ্যাডভোকেট সাইদুর রহমান, অ্যাডভোকেট শাহ ফরিদ আহমেদ, অ্যাডভোকেট অলিউল্লাহ মারুফ, অ্যাডভোকেট নুরাইয়া আখতার শায়রা, অ্যাডভোকেট সুজিৎ দেবনাথ, অ্যাডভোকেট আব্দুর রকিব মন্টু, ফুলরাতুন নেসাসহ আরো অনেকেই।

অনুষ্ঠানে কমিটির নতুন দুই সদস্য শপথ গ্রহণ করেন। এরমধ্যে ছিলেন বাংলাদেশ ল' সোসাইটির দক্ষ ট্রেজারার অ্যাডভোকেট মাহবুব আলম। এছাড়া ল' সোসাইটির কার্যনির্বাহী সদস্য পর্ণা ইয়াসমিন পদত্যাগ করায় তার স্থলে অ্যাডভোকেট মো. শামীম হোসেইনকে কোঅপ্ট করা হয়। অনুষ্ঠানে শরৎ উৎসব ও ফ্যামিলি নাইট ২০২৬-এর স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন করা হয়। আকর্ষণীয় স্মরণিকায় বিগত দিনের সকল প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারির নাম ও ছবি প্রকাশ করা হয়। অনুষ্ঠানের গান পরিবেশন করেন জনপ্রিয় শিল্পী মরিয়ম মারিয়া ও সাব্বীন। নৃত্য পরিবেশন করেন সোসাইটির সদস্য অ্যাডভোকেট নুরাইয়া আকতার শায়রা, অভিনয় করেন সদস্য ফুলরাতুন নেসা, সঙ্গীত ও কৌতুক পরিবেশন করেন সাবেক সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট শুকুর রহমান মিঠেল। অনুষ্ঠানের শেষ দিকে চমকপ্রদ পর্ব ছিল র‍্যাফেল ড্র এবং র‍্যাফেল ড্রয়ের বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

নিউইয়র্কের কক্সবাজারবাসীর এডহক কমিটি গঠন

৩ পৃষ্ঠার পর

আজাদ। প্রধান অতিথি ছিলেন হাসান চৌধুরী। বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে ১৩ সদস্যের এডহক কমিটির চীফ কোঅর্ডিনেটর করা হয় নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগরকে। এ এডহক কমিটিকে আগামী ৯ মাসের মধ্যে কক্সবাজারবাসীকে নিয়ে একটি নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন উপহার দেয়ার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। চীফ কোঅর্ডিনেটর শাহাব উদ্দিন সাগর ছাড়া কমিটিতে রয়েছেন- আক্তার হোসাইন, রফিকুল ইসলাম বাহাদুর, রফিক উল্লাহ রনি, নুরুল আজিম, সাফিরুল ইসলাম বাবলু, মুর্তজোর রহমান নওশের, মোহাম্মদ ইরফান, জহিরুল ইসলাম, মনসুর আলম, সফিউল আজম, নুরুল আবরার ও মোহাম্মদ নুরুল আমিন।

এডহক কমিটি গঠনের পূর্বে বৈঠকে বক্তব্য রাখেন প্রবীণ প্রবাসী এবং ঐক্যবদ্ধের উদ্যোক্তা মোহাম্মদ আল জুবায়ের মানিক, হাসান চৌধুরী, সারওয়ার চৌধুরী সিপিএ, এমডি ইউসুফ হারুন, সৈয়দুল হক, শফিউল আজম, শাহাব উদ্দিন সাগর, আক্তার হোসাইন, রফিকুল ইসলাম বাহাদুর, রফিক উল্লাহ রনি, নুরুল আজিম, সাফিরুল ইসলাম বাবলু, মুর্তজোর রহমান নওশের, মোহাম্মদ ইরফান, মোস্তাফেজ হোসেন তালুকদার, এমডি ফয়সাল হাসান, জহিরুল ইসলাম, মনসুর আলম, সফিউল আজম, নুরুল আবরার ও মোহাম্মদ নুরুল আমিন। বক্তারা সকলে পূর্বের দ্বন্দ্ব ভুলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করার পর গঠিত হয় এডহক কমিটি।

এডহক কমিটি গঠনের পূর্বে মোহাম্মদ আল জুবায়ের মানিক বলেন, আমি এক সময় স্থায়ীভাবে নিউইয়র্কে বসবাস করলেও এখন প্রায় সময় বাংলাদেশেই অবস্থান করি। কিন্তু মাঝে মধ্যে যখন নিউইয়র্কে আসি তখন কক্সবাজারের প্রবাসীদের সঙ্গে দেখা হয়, কথা হয়, আড্ডা হয়। তখন সাংগঠনিক বিষয়গুলো নিয়ে মতবিরোধ লক্ষ্য করি। এক গ্রুপ আরেক গ্রুপকে বাদ দিয়ে বনভোজন করছে, নানা অনুষ্ঠান করছে এ নিয়ে সাধারণ প্রবাসী কক্সবাজারবাসীর মধ্যে এক ধরনের অস্বস্তি ছিল। এ কারণে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছি।

এডহক কমিটির চীফ কোঅর্ডিনেটর শাহাব উদ্দিন সাগর বলেন, কমিটির ১৩ জন মিলেই সব কাজ সম্পন্ন করবো। একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন, সদস্য সংগ্রহ, সংগঠনের জন্য অর্থ সংগ্রহ, কল্যাণমুখী নানা অনুষ্ঠান, গঠনতন্ত্র প্রণয়ন এবং সর্বোপরি একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করে কক্সবাজারবাসীকে একই ছাতার নিচেই আনাই হবে আমাদের মূল লক্ষ্য। এটি আমার একার পক্ষে সম্ভব নয়, সকলেই সহযোগিতায় আশা করি আমি সে কাজটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে পারবো।

সিলেট এমসি কলেজ এলামনাই অ্যাসোসিয়েশনের এলামনাই নাইট

৩ পৃষ্ঠার পর

সদস্যবৃন্দ, প্রিয় এলামনাই এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। পরে সংগঠনের সভাপতি আজিজুর রহমান সোহাগ আনুষ্ঠানিকভাবে এলামনাই নাইট ২০২৬-এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল সংগঠনের স্মৃতি ও ঐতিহ্যকে ধারণ করে প্রকাশিত নান্দনিক ম্যাগাজিন 'স্মৃতিতে-প্রীতিতে'-এর মোড়ক উন্মোচন। অতিথিবৃন্দ ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে ম্যাগাজিনটির নান্দনিক মোড়ক উন্মোচন করা হয়। এতে প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের স্মৃতিচারণ, প্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্য এবং অর্থনৈতিক-দের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড তুলে ধরা হয়েছে। দীর্ঘদিন পর প্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাবেক শিক্ষার্থীদের এই মিলনমেলা পরিণত হয় আনন্দ, স্মৃতি ও ভ্রাতৃত্বের এক প্রাণবন্ত উৎসবে। প্রাক্তন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অর্থনৈতিক-রা তাঁদের ছাত্রজীবনের স্মৃতিচারণ, পারস্পরিক কুশল বিনিময় এবং আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে সন্ধ্যাটি স্মরণীয় করে তোলেন।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচি নিয়েও গুরুত্বারোপ করা হয়। মেধাবী ও আর্থিকভাবে অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনে সহযোগিতার লক্ষ্যে পরিচালিত বৃত্তি কর্মসূচিকে আরও সম্প্রসারিত করতে অর্থনৈতিক, শুভানুধ্যায়ী ও সমাজের সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়।

এছাড়া অনুষ্ঠানে ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, গায়িকা ও শিল্পীদের পরিবেশনা এবং বিভিন্ন বিনোদনমূলক আয়োজন। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ এবং সাংবাদিকদের উপস্থিতিও অনুষ্ঠানকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুর রশীদ শিপু বলেন, এলামনাইদের ভালোবাসা, সহযোগিতা ও ঐক্যই সংগঠনের সবচেয়ে বড় শক্তি। তিনি সংগঠনের বৃত্তি প্রদান কর্মসূচিকে সফল করতে সকল এলামনাই, শুভানুধ্যায়ী ও সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের আর্থিক ও সার্বিক সহযোগিতায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

চিকিৎসকের অবহেলায় ডা. ডোরার মৃত্যুর অভিযোগে স্মারকলিপি প্রদান

৩ পৃষ্ঠার পর

একটি বেসরকারী হাসপাতালে চিকিৎসাধিন থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

কর্মসূচিতে প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির সদস্য, ডা. ডোরার পরিবারের সদস্য এবং কমিউনিটির কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন। এ সময় প্রদর্শিত ব্যানারে চিকিৎসায় অবহেলার অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত, দায়ীদের জবাবদিহিতা এবং ন্যায়বিচারের দাবি তুলে ধরা হয়।

ডা. ডোরার পিতা, যিনি একজন মার্কিন নাগরিক এবং উপস্থিত কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ বলেন, একজন চিকিৎসকের মর্মান্তিক মৃত্যুর পেছনে যদি চিকিৎসাগত অবহেলা বা দায়িত্বে গাফিলতির কোনো প্রমাণ থাকে, তাহলে যথাযথ তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা উদঘাটন করে দায়ীদের আইনের আওতায় আনা প্রয়োজন।

তারা বলেন, তাদের উদ্দেশ্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে তদন্তের আগেই দোষী সাব্যস্ত করা নয়। বরং চিকিৎসা-সংক্রান্ত নথি, হাসপাতালের রেকর্ড, চিকিৎসকদের দায়িত্ব, চিকিৎসা প্রক্রিয়া এবং সংশ্লিষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ যথাযথভাবে যাচাই করে একটি নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্ত নিশ্চিত করা।

প্রতিবাদকারীরা বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, মিয়ামি-এর সহযোগিতা ও প্রয়োজনীয় কূটনৈতিক উদ্যোগ কামনা করেন। তারা আশা প্রকাশ করেন, কনস্যুলেট বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপন করে ডা. ডোরার পরিবারকে ন্যায়বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবে।

পর্যায়ক্রমে কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা ডা. ডোরার পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেন এবং ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত, সত্য উদঘাটন ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান। প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির পক্ষ থেকে বলা হয়, তারা কোনো প্রতিহিংসা নয়-সত্য, ন্যায়বিচার ও জবাবদিহিতা চান।

সিলেটের সাহিত্য সংস্কৃতির গৌরবের অতীত

১২ পৃষ্ঠার পর

নয়,এটি কেবলই লিপি।

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দিতে নাগরী লিপির প্রচলন ঘটে।

সিলেটের কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ-সংক্ষেপে এই প্রতিষ্ঠানটি কেমুসাস নামে পরিচিত। ১৯৩৬ সালে সিলেটের আম্বরখানায় প্রতিষ্ঠিত এই কেমুসাস শুধু এই সিলেট নয়,সমগ্র উপমহাদেশের মধ্যে একটি ঐতিহ্যবাহী সাহিত্য প্রতিষ্ঠান। এই কেমুসাস প্রতিষ্ঠার পর হতে অদ্যবধি পর্যন্ত সফলতার সাথে তার কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। কেমুসাসে নিয়মিত থাকে কবি ও বইপ্রেমীদের আনাগোনা। কেমুসাসে প্রতিবছর ১৫ দিন ব্যাপী কেমুসাস বইমেলা হয়। ২০০১ সাল হতে। কেমুসাস থেকে গুণী কবিদের মাঝে কেমুসাস সাহিত্য পদক নিয়মিত তুলে দেওয়া হয়।

সিলেটে বর্তমানে সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা অব্যাহত রয়েছে। এখন সিলেটে রয়েছেন অনেক গুণী কবি,সাহিত্যিক,গীতিকবি ও সংস্কৃতিকর্মী। যাদের অনেকে রয়েছেন,যারা জাতীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব দেবার সক্ষমতা রাখেন। অতীত হতে বর্তমান-সিলেট তার ঐতিহ্যের পথেই হাটছে-এটা নির্দিধায় বলা যায়। সিলেটের এই শুভ্রতার ধারা অব্যাহত থাকুক।

দালিয়ান থেকে নিউইয়র্ক: জলবায়ু কূটনীতিতে বাংলাদেশের লড়াই

৭ পৃষ্ঠার পর

যেন রাষ্ট্রের ওপর আস্থা রেখে বিনিয়োগ করতে পারেন। এই আস্থাই জলবায়ু অর্থনীতির সবচেয়ে বড় পুঁজি।

বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থাপনা, উপকূলীয় সুরক্ষা, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, সবুজ শিল্প এবং জলবায়ু-সহনশীল কৃষিতেও একই দর্শন প্রয়োজন।

দালিয়ানে আমরা বলেছি কী করতে চাই। নিউইয়র্কে বলব কী চাই এবং কেন চাই। ঢাকায় দেখাব আমরা সেটি কীভাবে করেছি। এই ধারাবাহিকতা তৈরি করতে পারলে বাংলাদেশের কূটনৈতিক অবস্থান অনেক শক্তিশালী হবে।

চীনও এই সমীকরণের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দালিয়ান ও বেইজিংয়ের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ককে তাই শুধু বাণিজ্য বা অবকাঠামোর দৃষ্টিতে দেখা যথেষ্ট নয়। সবুজ জ্বালানি, প্রযুক্তি, পানি ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু-সহনশীল অবকাঠামোতে সহযোগিতার সুযোগ তৈরি করা সম্ভব। তবে ভারসাম্য জরুরি।

চীনের সঙ্গে সহযোগিতা বাড়বে, এটি স্বাভাবিক। একই সঙ্গে ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও অন্যান্য উন্নয়ন অংশীদারদের সঙ্গেও সম্পর্ক শক্ত রাখতে হবে। বাংলাদেশের জলবায়ু কূটনীতি কোনো ভূরাজনৈতিক শিবিরের অংশ হওয়ার জন্য নয়; এটি জাতীয় স্বার্থ সর্বোচ্চ করার জন্য।

এখানেই 'সবার আগে বাংলাদেশ' নীতির বাস্তব অর্থ।বাংলাদেশের প্রয়োজন যে দেশ থেকে প্রযুক্তি পাওয়া যায়, সেখান থেকে প্রযুক্তি নিতে হবে। যে দেশ থেকে অর্থায়ন পাওয়া যায়, সেখান থেকে অর্থায়ন নিতে হবে। যে বাজারে রপ্তানি বাড়ানো যায়, সেই বাজারে যেতে হবে। বন্ধুত্ব থাকবে। কিন্তু জাতীয় স্বার্থের হিসাবও থাকবে। এমন কূটনীতি দুর্বলতার নয়; আত্মবিশ্বাসের লক্ষণ।

জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের জন্য বড় হুমকি। কিন্তু একই সঙ্গে এটি একটি বড় অর্থনৈতিক সুযোগও তৈরি করছে। পরিচ্ছন্ন জ্বালানি, সবুজ পোশাক, পরিবেশবান্ধব পাটপণ্য, জলবায়ু-সহনশীল কৃষি, পানি ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ প্রযুক্তি এসব খাতে বাংলাদেশ চাইলে নতুন বাজার তৈরি করতে পারে।

সুতরাং জলবায়ু কূটনীতির লক্ষ্য শুধু ক্ষতিপূরণ পাওয়া হওয়া উচিত নয়। লক্ষ্য হওয়া উচিত ক্ষতি মোকাবিলা, বিনিয়োগ আনা এবং নতুন অর্থনীতি তৈরি।

এ জন্য একটি জাতীয় 'ক্লাইমেট ডিপ্লোমেসি রোডম্যাপ' দরকার হতে পারে। সেখানে নির্দিষ্ট করা থাকবে-কোন আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাংলাদেশ কী দাবি তুলবে, কোন দেশ থেকে কী প্রযুক্তি বা বিনিয়োগ চাইবে, কী প্রকল্পে অর্থ ব্যবহার করবে এবং তার ফলাফল কীভাবে পরিমাপ করা হবে। তাহলে কূটনীতি আর প্রকল্প আলাদা থাকবে না।

দালিয়ান, নিউইয়র্ক ও ঢাকা তিনটি একই পরিকল্পনার তিনটি ধাপ হয়ে উঠবে। দালিয়ানে বক্তব্য। নিউইয়র্কে দরকষাকষি। ঢাকায় বাস্তবায়ন।এই তিনটির মধ্যে যদি সংযোগ তৈরি হয়, তাহলে জলবায়ু কূটনীতিতে বাংলাদেশের অবস্থান বদলাতে পারে। তখন বাংলাদেশ আর শুধু বলবে না 'আমরা ক্ষতিগ্রস্ত।' বলবে 'আমরা ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু আমরা প্রস্তুত। আমরা বিনিয়োগ চাই, প্রযুক্তি চাই, ন্যায্য অর্থায়ন চাই। আর সেই সহযোগিতাকে বাস্তব ফলাফলে রূপ দেওয়ার সক্ষমতাও আমাদের আছে।'

এটাই হবে নতুন বাংলাদেশের জলবায়ু কূটনীতির সবচেয়ে শক্তিশালী বার্তা। বিশ্বের কাছে সহানুভূতি চাওয়ার দিন শেষ করার অর্থ এই নয় যে বাংলাদেশের ক্ষতির কথা আর বলা হবে না। বরং ক্ষতির নৈতিক দাবিকে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক শক্তিতে রূপান্তর করতে হবে।

দালিয়ানে সেই রাজনৈতিক বার্তা শুরু হয়েছে। এখন নিউইয়র্কে তার হিসাব চাইতে হবে। আর শেষ পর্যন্ত ঢাকায় তার ফল দেখাতে হবে। কারণ জলবায়ু কূটনীতিতে বক্তৃতা দরজা খুলতে পারে; দরকষাকষি অর্থ আনতে পারে; কিন্তু বাস্তবায়নই একটি দেশের নেতৃত্বের প্রমাণ দেয়।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক ও কলামিস্ট।

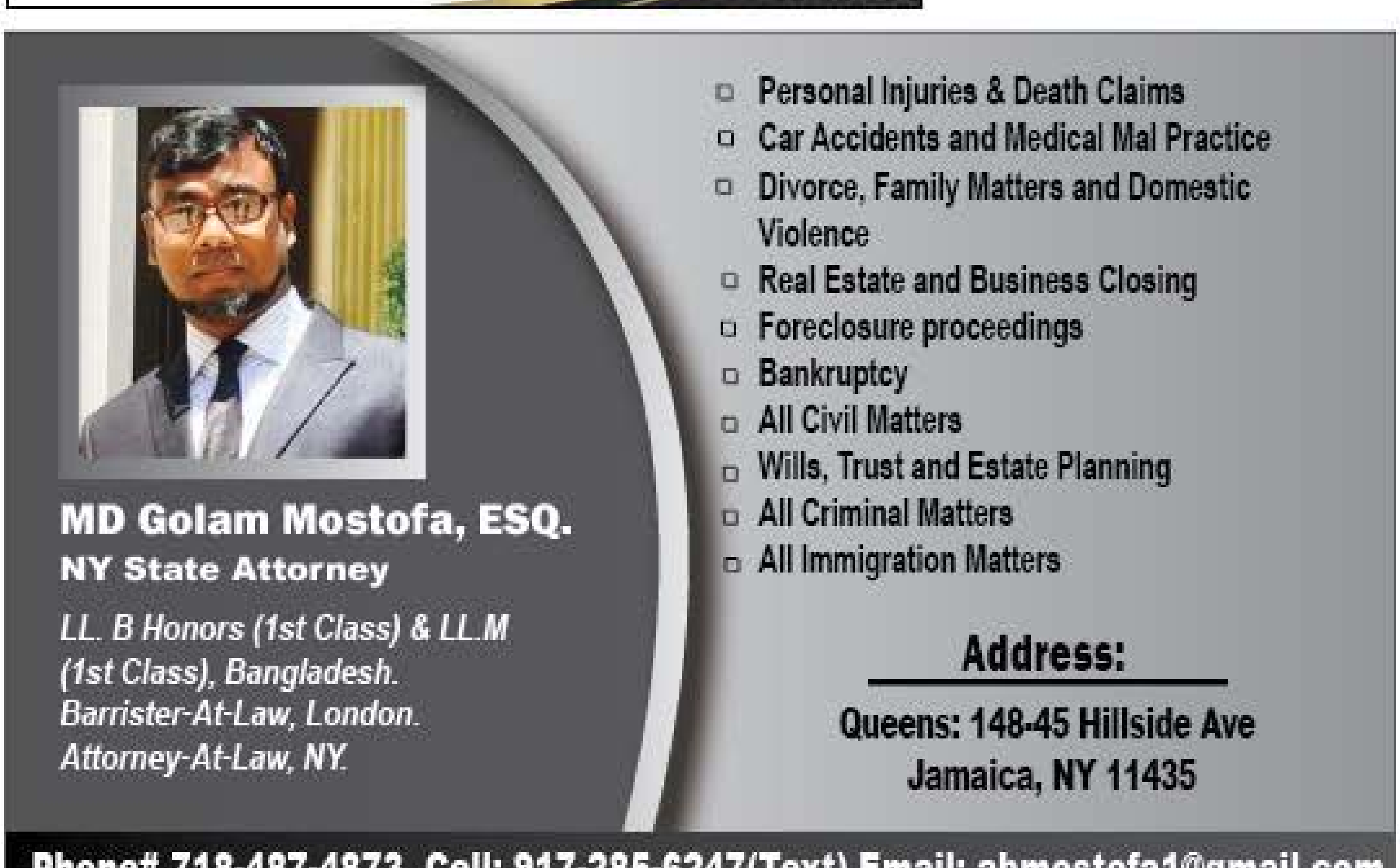

আমরাই একমাত্র
যারা সর্বোচ্চ সুবিধার
নির্ভরযোগ্য
নিশ্চয়তা
প্রদান করি
ZAM ZAM
TRAVEL US
আমাদের সার্ভিস সমূহ
এয়ার টিকেটিং
হজ্ প্যাকেজ
সার্ভিস প্রোভাইডার
HOTEL
হোটেল বুকিং
ভিসা প্রোসেসিং
ওমরাহ্ প্যাকেজ
সার্ভিস প্রোভাইডার
ZAM ZAM TRAVEL US
in a Partnership with
إثراء الخير
ITHRAA ALKHAIR
কেন আমাদের সার্ভিস নিবেন ?
বিশেষজ্ঞ দল
যাচাইকৃত ভিসা চেকলিস্ট
প্রিমিয়াম সহায়তা
নিখুঁত ভিসা আবেদন পরিষেবা
এয়ার লাইন সমূহ
السعودية
SAUDIA
QATAR
AIRWAYS القطرية
Emirates
TURKISH
AIRLINES
ঢাকা অফিস
+88 017 1133 6292
Tropical Mollah Tower
Shop no: 08 (4th Floor), Progoti Sharoni
Middle Badda, Dhaka 1212, Bangladesh
নিউইয়র্ক অফিস
+1 718 395 9697
37-15 73 Street (Suite-207),
Jackson Heights, NY-11372
zamzamtravelus
www.zamzamtravelus.com
zamzamtravelus@gmail.com

Marriage Media

পাত্র-পাত্রী

খুজছেন সন্ধান দাতা

আপনি বিয়ে করে আমেরিকাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চান?

সকল ধর্ম, সকল বর্ণের ইমিগ্রান্ট/ননইমিগ্রান্ট, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, ফার্মাসিষ্ট, নার্স, ফেডারেল জব, প্রাইভেট জব, ব্যবসায়ী, ট্যাক্সি ড্রাইভার, ছাত্র/ছাত্রী, ডিভোর্স, বিধবা ও (বয়ষ্ক) পাত্র-পাত্রী।

৫০টি স্টেটের বাঙ্গালি পরিবারের সাথে যোগাযোগ।
সাফল্যতার সাথে অগ্রগতি।

আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছু হয় না আমি উছিলা মাত্র।

খান ভাই

646-637-7590

Email: khanma663@gmail.com

COOL Multiservices LLC
Real Estate, Tax, Insurance & Consultancy
We Offer Mortgage
Wireless Communication Limo Service

শাহ্ হামজার স্মরণে
বিশ্বাসের উত্তরাধিকার, উৎকর্ষতার ভবিষ্যৎ

১৯৯৯ সাল থেকে কুল মাল্টিসার্ভিসেস এলএলসি আমাদের কমিউনিটির একটি নির্ভরযোগ্য ভরসার নাম। দীর্ঘ এই পথচলায় আমরা সততা, নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের মাধ্যমে মানুষের আস্থা অর্জন করেছি।
আজ আমরা গর্বের সাথে জানাচ্ছি—আপনার পরিবারের ভবিষ্যৎ আরও নিরাপদ ও সুন্দর করে গড়ে তুলতে আমরা আমাদের সেবার পরিধি ও দক্ষতা আরও বিস্তৃত করেছি।
আপনি যদি ট্যাক্স সংক্রান্ত সহায়তা চান, কিংবা নিজের স্বপ্নের একটি বাড়ির খোঁজে থাকেন—যে দলকে আপনি বছরের পর বছর বিশ্বাস করেছেন, সেই দল আজও আপনার পাশে আছে।

আমাদের প্রধান সেবাসমূহ

* ট্যাক্স প্রস্তুতি ও পরামর্শ
  দ্রুত, নির্ভুল ও সর্বোচ্চ রিটার্ন নিশ্চিত করার জন্য অভিজ্ঞ সহায়তা।
* মর্টগেজ ও ঋণ সমাধান (প্রি এপ্রোভাল)
  সহজ শর্ত, প্রতিযোগিতামূলক সুদের হার ও ব্যক্তিগত গাইডলাইন।
* রিয়েল এস্টেট সেবা
  বাড়ি কেনা বা বিক্রি—বাজার বিশ্লেষণ করে আপনাকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সহায়তা।

আপনার স্বপ্নের বাড়ির শুরু এখান থেকেই

প্রথমবার বাড়ি কিনছেন?
আপনাকে আন্তরিক স্বাগতম।
এই প্রক্রিয়াকে জটিল মনে করার কোনো কারণ নেই। আমরা প্রথমবার বাড়ি কিনতে আগ্রহীদের জন্য প্রি-অ্যাপ্রুভালসহ প্রতিটি ধাপে পাশে থেকে সহায়তা করি, যাতে আপনার "স্বপ্নের বাড়ি" বাস্তবে রূপ নেয়।

কুল-এর সাথে যুক্ত হয়ে উপভোগ করুন
২৫ বছরেরও বেশি সময়ের সততা, অভিজ্ঞতা ও পেশাদার সেবার নিশ্চয়তা।

: যোগাযোগ :
১৯৭০১ হিলসাইড অ্যাভিনিউ, হলিস, নিউ ইয়র্ক ১১৪২৩
৭১৮-৮০৩-৮২০০
ইমেইল: coolmultiservicesllc@gmail.com

হ্যান্ডস অন
ফিজিক্যাল থেরাপি রিহাবিলেইশন

এ. ভূঁইয়া
এলআইসি. ফিজিক্যাল থেরাপিস্ট

আপনি কি নিম্নে উল্লেখিত যে কোন ব্যথায় ভুগছেন?
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন।
আমাদের আছে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা।

* পিঠ ব্যথা
* গাড় ব্যথা
* বাহু ব্যথা
* কব্জি ব্যথা
* হাঁটু ব্যথা
* পায়ের পাতা ব্যথা
* পায়ের আঙ্গুল ব্যথা

ক্লিনিক খোলা থাকার সময়
সোমবার থেকে শুক্রবার
সকাল ১০.০০-সন্ধ্যা-৭টা
শনিবার
সকাল ১০.০০-বিকাল-৪টা
রবিবার বন্ধ

আমরা প্রায় সব ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি

আমরা ইংলিশ, স্প্যানিশ, হিন্দি, বাংলা ও আরবীতে কথা বলি

75-17 41 Ave. Elmhurst, NY 11373
(Corner of 76th St & Broadway
170-08 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432
Tel : 917-832-7824, Cell : 718-696-7002
Fax : 917-832-6100

হোমিও চিকিৎসা

জ্যাকসন হাইটস এর বাংলাদেশ প্লাজার নীচ তলায়

ডাঃ এফ হক
হোমিওপ্যাথিক কনসালট্যান্ট
Dl. Hom (USA)
(Diploma in Homeopathy)

ব্যথা, পাইলস, গ্যাস্টিক, কিডনি ও প্রস্রাবের সমস্যা, যৌন ও চর্মরোগ সহ সব ধরনের জটিল রোগ।

হোমিও ভিটামিন সেলিং সেন্টার
Homeo & Vitamin Selling Center

এপয়েন্টমেন্ট এর জন্য কল করুন
347-596-3111, 347-485-8020

জ্যাকসন হাইটস অফিসঃ (বাংলাদেশ প্লাজা) (দুপুর ২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত)
৩৭-১৫ ৭৩ স্ট্রিট (Lower Level), জ্যাকসন হাইটস, নিউ ইয়র্ক।
ব্রুকলিন অফিসঃ (সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত)
৪৭৫ ম্যাকডোনালস্ এভিনিউ, (৩য় তলা), ব্রুকলিন, নিউ ইয়র্ক।

GOLDEN AGE
HOME CARE

সম্মানিত কমিউনিটির সকলের অবগতির জন্য

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কিছু অসাধু ব্যবসায়ী ও ব্যক্তি Golden Age Home Care-এর ধারাবাহিক অগ্রগতি ও সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে আমাদের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর ও বানোয়াট তথ্য ও গুজব ছড়ানোর অপচেষ্টা করছেন।

আমরা স্পষ্টভাবে জানাতে চাই,
এসব প্রচারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অসত্য।

Golden Age Home Care সবসময় সততা, দায়িত্বশীলতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে কমিউনিটির মানুষের পাশে থেকে সেবা দিয়ে যাচ্ছে এবং **ভবিষ্যতেও সেবার অঙ্গীকার করছে।**

কোনো গুজব বা বিভ্রান্তিকর তথ্যে বিশ্বাস না করে, Golden Age Home Care সম্পর্কে যেকোনো তথ্য বা প্রশ্নের জন্য সরাসরি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগ

718-775-7852 | 646-591-8396

মিউজিক্যাল নাইট ২৭ সেপ্টেম্বর

৬৪ পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জমকালো মিউজিক্যাল নাইট। উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে ঐ দিন সংগীতপ্রেমীদের জন্য সন্ধ্যায় বিশেষ আয়োজনে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন নর্থ আমেরিকা ও বাংলাদেশের জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী রায়ান তাজ ও প্রমি তাজ। অনুষ্ঠানের গেট খুলবে সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট থেকে। এই অনুষ্ঠানের টাইটেল স্পন্সর হিসেবে যুক্ত হয়েছে উৎসব গ্রুপ যা আয়োজনটিকে আরও বিশেষ ও মর্যাদাপূর্ণ করে তুলেছে। সংগীত ও সংস্কৃতির মিলনমেলা-এর মূল উদ্দেশ্য হলো নিউইয়র্কের প্রবাসী বাংলাদেশি ও সংগীতপ্রেমীদের জন্য একটি সুন্দর, আনন্দময় ও স্মরণীয় সংগীত সন্ধ্যার আয়োজন করা। প্রিয় শিল্পীদের সংগীত পরিবেশনা, মনোমুগ্ধকর সুর এবং প্রিয়জনদের সঙ্গে আনন্দঘন সময় সব মিলিয়ে দর্শকদের জন্য অপেক্ষা করছে একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। সাইত ফিউশন এন্টারটেইনমেন্ট এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রবাসে বাংলা সংগীত ও সংস্কৃতির চর্চাকে আরও সমৃদ্ধ করা এবং বিভিন্ন প্রজন্মের বাংলাদেশিদের সাংস্কৃতিক বন্ধনকে আরও দৃঢ় করাই এই আয়োজনের অন্যতম লক্ষ্য। অনুষ্ঠানটি সফল করতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও গণমাধ্যম সহযোগী হিসেবে যুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে নিউ ইয়র্কের জনপ্রিয় ও সকলের পরিচিত স্বনাম হোম কেয়ার প্রতিষ্ঠান গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সমূহ। আয়োজকদের পক্ষ থেকে নিউইয়র্ক ও আশপাশের এলাকার সকল প্রবাসী বাংলাদেশি, সংগীতপ্রেমী, সাংস্কৃতিক অনুরাগী এবং শুভানুধ্যায়ীদের এই বিশেষ সন্ধ্যায় উপস্থিত থাকার জন্য আন্তরিক আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আয়োজকদের প্রত্যাশা, উক্ত মিউজিক্যাল নাইট নিউইয়র্কের প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য হয়ে উঠবে সংগীত, সংস্কৃতি, আনন্দ ও মিলনের এক স্মরণীয় সন্ধ্যা।

সিডনিতে প্রথম বাংলাদেশি ডেপুটি মেয়র এলিজা রহমান

৩ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নারীদের দৃশ্যমান অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

২০২৪ সালের নিউ সাউথ ওয়েলসের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ক্যামডেন সিটি কাউন্সিলের নর্থ ওয়ার্ড থেকে লেবার পার্টির প্রার্থী হিসেবে কাউন্সিলর নির্বাচিত হন এলিজা রহমান। নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই স্থানীয় মানুষের বিভিন্ন সমস্যা, নাগরিক সেবা এবং কমিউনিটির নানা উদ্যোগে সক্রিয় ভূমিকা রেখে আসছেন তিনি। রাজনীতির পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে মানুষের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের সম্পৃক্ততা তাঁকে ক্যামডেনের বাসিন্দাদের কাছে পরিচিত করে তুলেছে। নিউ সাউথ ওয়েলস লেবার পার্টির ক্যামডেন ব্রাঞ্চের সাইন প্রেসিডেন্ট এবং ব্যাজারিস ক্রিকের লেবার পার্টির প্রতিনিধি হিসেবেও দীর্ঘদিন থেকে কাজ করছেন এলিজা। ফলে স্থানীয় মানুষের প্রয়োজন, প্রত্যাশা ও চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে তার রয়েছে সরাসরি অভিজ্ঞতা।

প্রধানমন্ত্রীর সংবর্ধনা ২৫ সেপ্টেম্বর

১ পৃষ্ঠার পর

মারকুইজ হোটেলে এই সংবর্ধনার আয়োজন করা হচ্ছে। এতে প্রায় সহস্রাধিক আমন্ত্রিত অতিথি উপস্থিত থাকবেন।

জাতিসংঘের ৮১তম অধিবেশনে যোগ দিতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ২১ সেপ্টেম্বর সোমবার বিকেলে নিউইয়র্কে এসে পৌঁছবেন। স্থানীয় বিএনপি তাকে স্বাগত জানাতে জেএফকে বিমান বন্দরে উপস্থিত থাকবে। ২৪ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার বিকেলে তিনি জাতিসংঘে ভাষণ দিবেন। এই ভাষণটি বাংলাদেশের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ ও মর্যাদাকর। তারেক রহমানের ভাষণদানকালে অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন তারই মন্ত্রীসভার সদস্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান। উল্লেখ্য ড. খলিলুর রহমান ৮১তম জাতিসংঘের অধিবেশনে সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মতো বাংলাদেশ জাতিসংঘে সভাপতিত্ব করছে। এর আগে জাতিসংঘের ৪১তম অধিবেশনে (১৯৮৬-৮৭) তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ৪০ বছর পর এবার বাংলাদেশ আবার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছে। নিউইয়র্কে অবস্থানকালে তারেক রহমানের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে সাক্ষাতের সম্ভাবনাও রয়েছে। জাতিসংঘস্থ বাংলাদেশ মিশনের একজন কূটনীতিক প্রতিবেদককে বলেন, আনুষ্ঠানিক কোন বৈঠকের কর্মসূচি নেই। তবে বিভিন্ন দেশের সরকার প্রধানদের সম্মানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের দেয়া রিসিপশনে তাদের সাক্ষাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস প্রধানমন্ত্রীর কিছু কর্মসূচি নিয়ে কাজ করছেন। তবে তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি।

আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর প্রবাসী বাংলাদেশিদের পক্ষ থেকে তারেক রহমানকে সংবর্ধনা দেয়া হবে। প্রথমদিকে কনস্যুলেট ও দূতাবাসের পক্ষ থেকে এই সংবর্ধনার আয়োজনের কথা শোনা গেলেও শেষ পর্যন্ত স্থানীয় বিএনপির উদ্যোগেই সংবর্ধনার প্রস্তুতি চলছে। বিএনপির সাবেক সিনিয়র আইন প্রেসিডেন্ট ও জেবিবিএ'র সভাপতি গিয়াস আহমেদ ঢাকায় রয়েছেন। তিনি তারেক রহমানের নিউইয়র্ক সফর নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও সেনাবাহিনী প্রধান ওয়াকারুজ্জামানের সাথে মতবিনিময় করেছেন। মঙ্গলবার রাতে আগামী সময়ের প্রতিনিধির সাথে টেলিফোনে আলাপকালে গিয়াস আহমেদ বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নিউইয়র্কে অবস্থানকালে তার নিরাপত্তা, নাগরিক সংবর্ধনা ও জাতিসংঘে তার ভাষণকালে স্বাগত জানিয়ে সমাবেশ সহ বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে আলোচনা করেছি।

তার এই সফরকে মর্যাদাপূর্ণ ও স্মরণীয় করতে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করছে। যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান জিলু প্রতিবেদককে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপিই সংবর্ধনার আয়োজন করছে। টাইমস স্কয়ারের ম্যারিয়ট মারকুইজ হোটেলে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন চলছে। তবে কর্মসূচি এখনও চূড়ান্ত হয়নি। ২ বা ৩ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত হবে। একটি দায়িত্বশীল সূত্র প্রতিবেদককে বলেন, জাতিসংঘের অধিবেশন শেষে প্রধানমন্ত্রী সানফ্রান্সিসকো যাবেন। ৩০ সেপ্টেম্বর নাগাদ তার দেশে ফেরার সম্ভাবনা রয়েছে।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয় ও ভাড়া

kw LANDMARK II
KELLERWILLIAMS. REALTY

লাইসেন্স বিহীন কোন ব্যক্তির সহযোগিতায় বাড়ি ক্রয়, বিক্রয় করে প্রতারিত হবেন না, আমরা বিনামূল্যে বাড়ি সংক্রান্ত যেকোন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি।

বিঃদ্রঃ আপনি যদি রিয়েল এস্টেট জব করতে চান আপনাকে ১০০% সহযোগিতা করা হবে।

Md. Alamgir Hossain
Associate Broker
75-35 31st Ave, Suite 202
East Elmhurst, NY 11370
Cell : 347-774-6432
Office : 347-846-1200
Email: mdahossain@kw.com

মোঃ আলমগীর হোসেন
লাইসেন্স এসোসিয়েট ব্রোকার
যোগাযোগ:৩৪৭-৭৭৪-৬৪৩২

REAL ESTATE, DIVORCE, IMMIGRATION & SMALL BUSINESS

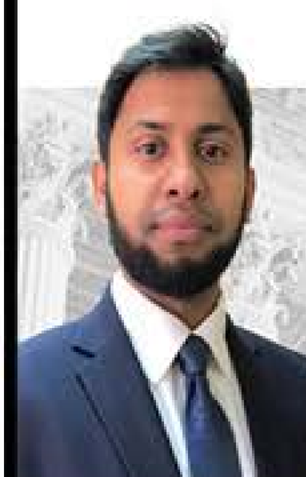

বাড়ি ঘর বা ব্যবসা কেনা/বেচা, তালাকের মামলা, ইমিগ্রেশন, দুর্ঘটনা বা পিছলে পড়া, এবং যাবতীয় অন্যান্য আইনগত সহায়তার জন্য, অভিজ্ঞ কার্যোপযোগী বাংলাদেশী এটর্নির সাথে যোগাযোগ করুন

নিউ ইয়র্কের লাইসেন্সধারী অভিজ্ঞ এটর্নি

Hasan Malik, Esq.
718-433-9243

37-13 74TH ST, FLOOR 2
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

ATTORNEY ADVERTISING

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে প্রবাসিদের নিম্নবর্ণিত সার্ভিস গুলি সাফল্যের সাথে সেবা দিয়ে আসছে

TRANS GLOBAL REAL ESTATE & GLOBAL TAX AND FINANCIAL SERVICES

রিয়েল স্টেট ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস

FLORIDA- ফ্লোরিডায়
জমি ও বাড়ীর মালিক হওয়ার অপূর্ব সুযোগ
Please Call: 929-391-6274
For further inquiry
Jackson Height Office:
37-18-74th Street, 2nd Floor,
Jackson Height, NY 11372
Phone: 718-779-7600
Jamaica, Hollis Office:
184-02 Hillside Ave, 1st Floor,
Jamaica, NY 11432
Phone: 718-779-7600

TAX Services
ট্যাক্স সার্ভিসেস
25 YEARS EXPERIENCED
Please Call:
718 581 6081
347 392 4312
718 779 7600
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
TAX FILING, FAST REFUND
REASONABLE FEES!

REAL ESTATE Services
রিয়েল স্টেট সার্ভিসেস
Global Tax and Financial Services
Year round Tax, Immigration, Real Estate & Multi Services
Cell: 718-581-6081, 718-779-7600
Email: rahmangfs@yahoo.com
Maksudur Rahman
I.R.S Registered Tax Preparer

আপনি জানেন কি?
পরীক্ষা ও আবেদন ফি ছাড়া আমেরিকার নাগরিকত্ব লাভের সুযোগ রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য ইমিগ্রেশন ফরম ও আবেদন ফি ছাড়া আবেদন করার সুযোগ আছে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন।

KARNAFULLY TRAVEL INC. (Approved Travel Agent)

IATA arc Approved

দীর্ঘ দেড় যুগের বেশী আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

কর্ণফুলি ট্রাভেল

আই এন সি.

Airlines Partners : ALL MAJOR AIRLINES Including Local Domestic Tickets

সৌদি হজ্ব মন্ত্রণালয় অনুমোদিত উমরাহ্ ট্রাভেল এজেন্ট

প্যাকেজঃ হজ্ব ভিসা ও উমরাহ্ ভিসা

আমাদের সুবিধা

নিজস্ব অফিস থেকে সরাসরি ARC এর মাধ্যমে যেকোন এয়ারলাইন্স এর টিকেট ইস্যু করে থাকি। অফিস সপ্তাহে ৭ দিন খোলা সকাল ১০:০০টা - রাত ১০:০০টা। তুলনামূলকভাবে বছরের যেকোনো সময় অত্যন্ত কমমূল্যে টিকেট প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।

উমরাহ ভিসা আমাদের অফিস থেকে সরাসরি প্রসেস করা হয়। নিজস্ব হোটেলের মাধ্যমে প্রতি বছর দুই থেকে আড়াই হাজার ওমরা হাজীদের যাবতীয় সেবা দিয়ে থাকি।

718 205 6050, 718 205 6055, 917 691 7721

371673 Street. Suite 201 FR. Jackson Heights NY 11372

E-mail : karnafullytravel@yahoo.com, msalim@karnafullytravel.com

Web: www.karnafullytravel.com

জ্যাকসন হাইটস, উডসাইড এ নিরিবিলি পরিবেশে

বাংলাদেশী ডাক্তার

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Internal Medicine

Geriatric Medicine

শামীম আহমেদ এম, ডি

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

35-30 , 64th Street, Woodside NY 11377 (Subway E, F, R, N, V, G, 7)

TEL: 718-205-6561

Starling Car Service LLC

Best Choice for your trip

একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

- 24 Hours Service
- Experienced & Professional Driver
- Affordable Price
- Airport Service
- Long Distance - Short Distance Hourly Service
- Special Occasions Service
- Wheelchair Available
- Corporate Transporation

Please Contact:
Md. Kamroul Hasan
President & CEO
718-612-8825

2115 Starling Ave
2nd Fl, Bronx
NY 10462
Tel: 718-612-8825
914-294-1845
Email: starlingcarservice@gmail.com

We arrange
Base Letter & Base Affiliate

Amader Service.com

Your Trusted Service Partner

আমাদের সেবাসমূহ

ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট
১. ইভেন্ট ডেকোরেশন
২. ফুড সাপ্লাই
৩. ফটোগ্রাফী
৪. ভিডিওগ্রাফী

হোম সার্ভিস
১. ফার্নিচার সেটআপ
২. ইলেক্ট্রিক্যাল
৩. প্লাম্বিং
৪. রিপিয়ারিং (কনস্ট্রাকশন)
৫. সার্ভিলেন্স ক্যামেরা

অফিস এ্যাডভাইজারী
১. ভিসা প্রসেসিং
২. পাসপোর্ট রিনুয়াল
৩. যেকোন ধরণের ইমিগ্রেশন ফরম
৪. ডিএমভি সার্ভিস
৫. ইবিটি, ফুড ষ্ট্যাম্প, রেন্টাল এসিস্ট্যান্ট
৬. হোম কেয়ার

এছাড়াও আমরা বাংলাদেশে বাড়ি, প্লট, জমি ক্রয়-বিক্রয় করে থাকি এবং আপনার বিল্ডিং ম্যানেজমেন্ট এর দায়িত্ব নিয়ে থাকি।

Get all services you need in one place from professional expart, at home!

এ্যাপসটি ডাইনলোড করে আপনার মোবাইল থেকে সরাসরি অর্ডার করুন।

GET IT ON Google Play | Download on the App Store

CONTACT

+1 917 519 1151, +1 929 569 9350, +1 347 659 8410

www.amaderservice.com

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন

STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all Your Professional Photography Like events News Conference Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO

917-476-6628, 718-371-8334

www.neherphotography.weebly.com

সিলেট এম.সি. অ্যান্ড গভঃ কলেজ এলামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব ইউ.এস.এ. ইনক

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি (AGM)

এতদ্বারা সকল সম্মানিত সদস্যের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সিলেট এম.সি. এন্ড গভঃ কলেজ এলামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব ইউ.এস.এ. ইনক.-এর বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ১১ অক্টোবর ২০২৬, রবিবার, দুপুর ১২:০০টায় অনুষ্ঠিত হবে।

সভায় সংগঠনের বিগত বছরের কার্যক্রম পর্যালোচনা, আর্থিক প্রতিবেদন উপস্থাপন ও অনুমোদন এবং ভবিষ্যৎ কার্যক্রম নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

স্থান: জয়াহল

ঠিকানা: 63-108 Woodhaven Blvd, NY 11374

সভার আলোচ্যসূচি:

১. বিগত বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন।
২. বিগত বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন ও গ্রহণ।
৩. বিগত অর্থ-বছরের হিসাব বিবরণী ও আর্থিক প্রতিবেদন অনুমোদন।
৪. আগামী অর্থ-বছরের জন্য বাজেট অনুমোদন।
৫. সদস্যদের বিভিন্ন প্রস্তাব ও মতামত।
৬. ভবিষ্যৎ কার্যক্রম ও পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা।
৭. সভাপতির অনুমতিক্রমে বিবিধ আলোচনা।

অ্যাসোসিয়েশনের সকল। সম্মানিত আজীবন সদস্য এবং সাধারণ সদস্যকে যথাসময়ে সভায় উপস্থিত থেকে মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ প্রদানের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বিনীত

সভাপতি
আজিমুর রহমান বোরহান
ফোনঃ ৯১৭ ৫৭৯-১৭০৫

সাধারণ সম্পাদক
মামুনুর রশীদ শিপু
ফোনঃ৭১৮ ৪১৩ ০৩৮৩

TUITION FREE TAX SCHOOL*

লিবার্টি ট্যাক্স স্কুল

BECOME A TAX PROFESSIONAL

Complete our Income Tax Course

and Join America's Fastest Growing Tax Preparation Company for the Upcoming Tax Season.

The Tuition Fee is Free but the cost of books and materials varies on Schedule & Location

- Day and Evening Classes are available for your convenience.

PLEASE CONTACT : (718) 297-3500

147-20 Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica NY 11435

Email: libertytaxschool101@gmail.com

(আল আকসা রেস্টুরেন্টের উল্টো দিকে)

(One Block East From Sutphin Blvd on the corner of Hillside Ave Train Station, Close by F & E Train)

পায়ের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Bangladeshi Foot Specialist

Dr. Sadi Alam

পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন ?

নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন

ডায়াবেটিক রোগীদের ইন্স্যুরেন্সের মাধ্যমে
ডায়াবেটিক জুতা দেওয়া হয়।

We Accept Wellcare, Fidelis, Medicare, Metroplus, Healthfirst and other private insurances.

Our Office Locations

01 16605 Highland Ave, Suite L-1, Jamaica, NY 11432
02 264-02 Hillside Ave, Floral Park, NY 11004
03 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
04 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
05 7721 101th Ave, Ozone Park, NY 11416
06 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

Phone: 347-509-4470, Fax: (646) 845-1861

আজই আপনার ডাক্তারকে রেফারেলের জন্য জিজ্ঞাসা করুন।

Call for Appointment

ESTD 2017

Tribune Training Academy

Workplace Safety Training School

40-38 75th Street,
Jackson Heights, NY 11373
(718) 790-2664
tribunest@gmail.com
www.tribunest.com

40-HR OSHA/SST: $400

Tribune Training Academy is an outstanding institution with a proven track record of excellence that has made it a top player in the field of safety and technical training. Based in New York City, our esteemed organization has continuously set the standard for quality education through our unwavering commitment to providing the very best in certification training. Below are a list of some of the courses we offer:

- 30 Hour OSHA Training
- 40 Hour OSHA/SST
- 62 Hour Supervisor SST
- 4,16 & 32 Hour Scaffold
- 8-Hour EPA Lead Renovator
- NYS Security Guard License
- Fire Guard/FSD Training
- Work-zone Flagger
- Forklift/Scissor Lift Operator
- Defensive Driving Course

40-HR OSHA/SST: $400 (LIMITED TIME OFFER)

Get your 40-Hour OSHA/SST Training for only $400. This is a limited time offer only and this rate will not be honored once this promotional rate ends.

আমেরিকা তথা নিউইয়র্ক এ একটি গর্বিত বাড়ির মালিক হতে চান?

আমরা স্বাচ্ছন্দ্য মুল্যে বাড়ি ক্রয় বিক্রয়ে নিশ্চয়তা দিয়ে থাকি।

REALTOR® MLS EQUAL HOUSING LENDER

KAZI N JALAL
Licensed Sale Agent

ARA REALTY SERVICES INC

A full Service Real Estate Brokerage of Professional Company

158-10 84th DriveJamaica, NY 11432
Email: realtornykazi@gmail.com

Office: 917-417-6766
Cell: 516-439-0156

CHAUDRI CPA P.C.

FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA, MBA

ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

tax refund

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

জব জব হেল্প জব

Job Help Application Processing Service

917-500-3937

OUR SERVICES

- পোস্টাল জব
- ফেডারেল জব
- স্টেট জব
- এম. টি. এ জব
- সিটি জব
- রেজুমী তৈরী
- কভার লেটার
- সিটিজেনশিপ এপ্লিকেশন প্রসেসিং
- নিউ পাসপোর্ট/রিনিয়েল
- ডুয়েল সিটিজেনশিপ
- ফুড স্ট্যাম্প
- ডিজএবিলিটি (SSI)
- সোশ্যাল সিকিউরিটি (SS)
- রিটায়ার্ম্যান্ট বেনিফিট

Md. Ali
B.Sc. LLB
Chittagong University
Retired Govt. Officer
Bangladesh

148-45, Hillside Ave, 2nd Fl, Suite 204
Jamaica, NY 11435

Phone/Fax: 917-200-6160

আমাদের প্রতিশ্রুতি – নিরাপত্তা, নিশ্চয়তা ও সাশ্রয়ী মূল্যের ইন্স্যুরেন্স সেবা প্রদান করা

EnR Insurance BroKerage

একটি বিশ্বস্ত এবং অভিজ্ঞ বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

4122 75th Street
Elmhurst, NY 11373
(718) 310-0413

আমাদের ইন্স্যুরেন্স সেবাসমূহঃ

হোম ইন্স্যুরেন্স
- Home/ Co-op/ Condo/Renters
- High Value Home
- Vacant Property/ Land
- Builders Risk

Home Business
Masjid, Church & Temple
Umbrella Insurance & More

কমার্শিয়াল ইন্স্যুরেন্স
- Commercial Property
- Commercial Package Policy
- Business Owners Policy
- Disability Insurance
- Workers' Compensation
- Professional Liability
- Construction Insurance
- One Day Event

আমরা মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স সেবাও দিয়ে থাকি
Providers: HealthFirst, VNS, United, WellCare, Aetna, Fidelis Care

Home Insurance Carriers
DB Insurance, Hyundai, Liberty Mutual, Otsego Mutual, Travelers, Associated Mutual, Sterling, Kingstone, Security Mutual & More.

Mohammed Tohin, Broker
info@enrinsurance.com
Fax: (718) 650-2245
www.enrinsurance.com

LIBERTY REAL ESTATE SCHOOL

NYS Approved Real Estate School

রিয়েলএস্টেটের লাইসেন্স করুন
বছরে লক্ষ ডলার আয় করুন

বিস্তারিত তথ্য এবং ক্লাসের সময় সুচি জানতে কল করুন +1 (929) 393-8620

- SALESPERSON COURSE : 75 HOURS
- CONTINUING EDUCATION : 22.5 HOURS
- BROKER COURSE : 45 HOURS

YOU LEARN :

The easiest way to buy and sell a home
Learn for Being a professional Realtor or for knowledge
Buying and selling a home as an investment
The market price of house goes up and down
Buy for profit, sell for profit (fix-flip)
What to do to buy your own house
Rules of buying and selling properties
Different types of mortgage loans

Jackson Heights Office: 37-22 73rd Street, Suite 2A
Jamaica Office: 167-16 Hillside Avenue
917 781 0647, 929 399 9352
libertyrealestateschool@gmail.com

TOUR Packages

১ দিনের ট্যুর (নিউইয়র্ক থেকে)

বস্টন ভ্রমণ	$ ১১৯
আমেরিকান ড্রিম মল	$ ৩০
ওয়াশিংটন ডিসি	$ ১০৯
ফিলাডেলফিয়া (চেরি ব্লসম)	$ ১০৯
লেগোল্যান্ড, নিউইয়র্ক	$ ১৪৮
চুয়াং ইয়েন মনাষ্ট্রি ও মহাযান টেম্পল	$ ৭৮
ফল সংগ্রহ ও হ্যাপি ফার্ম	$ ৬৮
ড্রিম থার্থ (সুইস টাউন, পেনসিলভেনিয়া)	$ ৮৮
লিউইন ফার্মস, ব্যাভেন্ডারস বাই দ্য বে ও ট্যাঙ্গার আউটলেটস	$ ৬০
শ্রী স্বামিনারায়ণ মন্দির (রবিনসভিল) ও লংউড গার্ডেন্স	$ ৬৮
লং আইল্যান্ড গেম ফার্ম, শিশুদের চিড়িয়াখানা, ভ্যান্ডারবিল্ট মিউজিয়াম ও প্ল্যানেটেরিয়াম	$ ৬৮

২ দিনের ট্যুর

ফিলাডেলফিয়া+ওয়াশিংটন ডিসি	$ ২৪৮
কেপ মে	$ ৩৪৮
স্টারপেজিং ট্যুর	$ ৩৪৮
নিউ হেভেন+রোড আইল্যান্ড+বস্টন	$ ২৫৮
নায়াগ্রা+ওয়াটকিন্স গ্লেন+ফিঙ্গার লেক	$ ১৮৮
অ্যালিস টাউন ও মার্থাস ভিনইয়ার্ড	$ ৩৩৮
থাউজ্যান্ড আইল্যান্ডস+কর্নেল ইউনিভার্সিটি+ওয়াইনারি	$ ২৮৮
শ্রী স্বামিনারায়ণ মন্দির+আমিশ ফার্ম+হার্শিস চকলেট ওয়ার্ল্ড	$ ৩১৮
ওয়াশিংটন ডিসি (চেরি ব্লসম)+স্মিথসোনিয়ান+ওল্ড টাউন আলেক্সজান্দ্রিয়া	$ ১৯৮

৩ দিনের ট্যুর

নায়াগ্রা ফলস+বস্টন	$ ৩২৮
নায়াগ্রা ফলস+থাউজ্যান্ড আইল্যান্ডস	$ ৪২৮
ওয়াশিংটন ডিসি+নায়াগ্রা ফলস	$ ২৮৮
নায়াগ্রা ফলস+টরেন্টো+থাউজ্যান্ড আইল্যান্ডস	$ ৪৬৮
বস্টন+পোর্টল্যান্ড+আকাডিয়া ন্যাশনাল পার্ক	$ ৪৯৮

বুকিং ও তথ্যের জন্য আজই যোগাযোগ করুনঃ

ট্যুরস্ এন্ড ফান

136-21 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11418
917-378-4921, 929-928-5001
info@toursandfun.com | www.toursandfun.com

আমরা মেক্সিকো, দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ এবং এশিয়াতেও ট্যুর প্যাকেজের ব্যবস্থা করি।

আরামদায়ক পরিবহন • অভিজ্ঞ গাইড • পরিবার ও গ্রুপের জন্য বিশেষ ছাড়!

আয়কর ICOR TAX & CONSULTING

MAXIMIZE YOUR REFUND

CLAIM EVERY CREDIT & DEDUCTION YOU DESERVE

Tax Prep & Consulting Services for Individuals & Businesses

Our Services

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

- Individual Tax Preparation (Form W-2, 1098, 1099 ...)
- Business Tax Preparation (Corporation, LLC, Partnership, Not-for-Profit ...)
- Self-Employed Tax Preparation (Uber, Lyft, Taxi ...)
- Amended Tax Preparation
- Sales Tax Preparation
- Tax Planning & Consulting
- Year-Round Support
  Notary, Immigration, RAPID DIVORCE, Insurance – 7702 Plan, Copy, Scan, Print, E-mail ...
- BUSINESS SETUP LLC, INC., Not-for-Profit, Nonprofit...

Notary Public

You Can Trust Us for Accurate, Reliable, and Professional Tax Filing.

30 MINUTES NO OBLIGATION FREE CONSULTATION

Md Mukhter Hossain, CEO
Financial Service Consultant
347-266-3376, 646-651-0945

Nadira Hossain, MA
Tax Assistant
646-651-2787

ICOR Multi Services Inc.
icormultis@gmail.com
7226 Roosevelt Ave, Suite - 201, Jackson Heights, NY 11372

আয়কর ICOR TAX & CONSULTING

PAY LESS TAXES

PROVEN TAX STRATEGIES

The IRS won't tell you which CREDITS & DEDUCTIONS you are missing—but I WILL.

Small Business Owners, Rental Property Owners, Self-Employed Individuals, and Investors...
Discover what you have been overlooking ...

Customize Tax Planning Can Maximize Your Tax Savings

Tax-Advantaged Accounts are Dedicated Savings Vehicles—Specially Designed to Give You and Your Family Extra Tax Benefits in Exchange for Saving Money for Specific Goals- Like: Retirement, Education, Wealth Creation, Financial Security ...

- Retirement Plans - 401(k), IRA, Roth IRA ...
- Education plans - 529 Plan, Coverdell ESA, UGMA/UTMA ...
- Health Savings Account - HSA
- Flexible Savings Account - FSA
- Achieving a Better Life Experience Account - ABLE
- Tax-efficient investment - ETFs, Index Funds ...
- Tax-advantaged investment - Municipal Bond, Treasury Bond ...

INSURANCE LIFE HEALTH DISABILITY

Income Continuation Plan – 7702 Plan – Permanent Life Insurance is a Hybrid Financial Tool / Unique Blend of Financial Protection for you & your business, assets and family / Tax Exempt Financial Asset: MULTI-PURPOSE FUND for you to access for any reason without penalty & taxes – Emergencies, Education, Retirement, Opportunities ... while FINANCIAL SECURITY & TAX-FREE INCOME for your family and loved ones.

Estate Planning : can be used to Equalize Inheritances or Provide Funds For Estate Taxes...

I am a Professional Financial Coach, Tax Advisor, and Licensed Insurance Broker
I am happy to assist you with your Financial Planning, Tax Planning, Budgeting, Debt Management, and Insurance Needs

Md Mukhter Hossain, CEO
Financial Service Consultant

ICOR Multi Services Inc.
7226 Roosevelt Ave, Suite - 201, Jackson Heights, NY 11372
347-266-3376, 646-651-0945 icormultis@gmail.com

HP
HAVEN POINT
HOME CARE INC.
A Home Health Care Consultant

PCA HOME CARE SERVICE

আমরা সর্বোচ্চ রেট পেতে সহযোগিতা করছি

আপনি কি PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদানে সহায়তাসহ হোম কেয়ার সংক্রান্ত সকল প্রকার সহযোগিতা করে থাকি।

ডে কেয়ারের
সেবা নিলে পাচ্ছেন
সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
470 447 8625
917 519 1151

ডে কেয়ার ও হোম কেয়ার সেবা নিতে আজই যোগাযোগ করুন

1088 Liberty Ave. Brooklyn, NY 11208

UTSHOB GROUP Presents
A mesmerizing
Musical Night
VENUE: QUEENS PALACE,
37-11 - 57H STREET,
WOODSIDE, NY 11377
Gate open: 6:30 pm
(onwards)
September
27, 2026
Sponsored By
GOLDEN AGE HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
GOOD SHEPHERD HOME CARE
KAKATUA
PRIME HEALTH NYC
Media Partner
News Partner
Event By
TBN24
নবযুগ
All Rights Reserved
Any Information: +1 3473098341 ; Tjsoundsnyc@gmail.com

First Time in NY

COMMUNITY CONNECT

Scan to Register

Tuesday June 17th, 2025
5.00 PM - 7.30 PM

150 State Street 4 FL
Albany 12207 NY

Speakers

The Next Bangladesh: Powered by its Global Citizens (NRBs)

Quazi M. Ahmed
LLB, MBA (IBA), MA (Japan), IMP (NYU, USA), CISS (Norway)
Global Leadership Trainer & Coach
Founder & President, BOND
CEO, Global Center of Excellence, LLC

Cybersecurity Awarness: Protecting Ourselves and Our Community

Mahbub Rahman
IT Professional & Career Coach
Founder & CEO at Sustain Secure and The Triple Zero LLC

Refreshments will be served

Hosted by
MAJESTIC TOUCH

Organizing Partners
BOND · SUSTAIN SECURE · QUAZI consultants · GLOBAL · EAGLES BOOST · triplezero · CXO GLOBAL ALLIANCE · America TECH

পূর্বাচল মেরিন সিটিতে সাশ্রয়ী মূল্যে প্লট ক্রয় করে বাড়ী নির্মাণের সুবর্ণ সুযোগ

মানচিত্রে প্রকল্পের অবস্থান

যোগাযোগঃ ATM Salah Uddin, Cell: 929-462-2170, Md Mofizur Rahman, Cell: 929-395-3945
Address : 37-18-73rd st. Suite 501, Jackson Heights, NY 11372

Video & Photo
PRODUCTION SERVICES

DFC TV
DREAM FRAME CREATIVE

- Brand Videos
- Event Coverage
- Product Demos
- Corporate Videos
- Video Editing

সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য কনটেন্ট দরকার?
আমাদের হাতে তৈরি করুন ফাস্ট ও স্মার্টলি!

আমাদের সেবাসমূহ:
ইভেন্ট ফিল্মিং (বিয়ে, গায়ে হলুদ, জন্মদিন)
কর্পোরেট ও প্রোমোশনাল ভিডিও
সোশ্যাল মিডিয়া ও ইউটিউব কনটেন্ট
লাইভস্ট্রিমিং (Facebook, YouTube)
ডকুমেন্টারি

ইভেন্ট কভারেজ থেকে কর্পোরেট ভিডিও
–সবকিছু এক ছাতার নিচে!

Phone
(646) 457-6732
(929) 498-0979

Website
www.dfcreative.org

Location
Jamaica, NY 11432

UB Group
US BANGLA TAX & MULTISERVICES INC.
US BANGLA TECHNOLOGY & SUPPLIES INC.
US BANGLA DEVELOPER & PROPERTY INC.

Chandan Gupta
President
347-239-3408

Mostafezur Rahman
Vice President
646-361-0250

Authorized IRS e-file Provider

One Stop Services
37-47 73rd Street, Suite #217
Jackson Heights, NY-11372
Tel :718-255-6783
Fax:718-255-6783
usbanglagroup@yahoo.com

Services : Individual & Business Tax Services, Immigration Services, Loan Modification, Real Estate Property Investment.

আপনার স্বপ্নের বাড়ীটি বেছে নিন

Dream Cottage Realty Inc

আমরাই আপনার এটর্নি, প্রি-অ্যাপ্রুভড লোন সহ সকল ব্যাবস্থা করে থাকি।

শত ভাগ গ্যারান্টি
সবচেয়ে কম রেটের মর্টগেজে
সহযোগীতা প্রদান করা হয়

Fazle **Shohag Khan**
Licensed Real Estate Sales
Cell: 1-917 770 1341
Office: 1-516 800 5160
e-mail: shohag.khan@hotmail.com

Charles Rutenburg Realty Inc.

255 Executive Drive, Suite 104, Plainview, New York 11803
Office: (516) 575-7500 | Fax: (516) 575-7501
www.crrli.com

আমরা বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় করিতে সহায়তা করে থাকি।

OneKey® MLS

Shamsud Doha
Licensed Real Estate Salesperson
(718) 415-0013
doha57@aol.com

• RESIDENTIAL • CO-OP & CONDO • SHORT SALE • FORECLOSURES

We Speak বাংলা, English, हिन्दी العربية

ALAM MEDICAL

লং আইল্যান্ডে ডিয়ার পার্কে
আপনার পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা এখন হাতের নাগালে।

Dr. Rehana Alam
DO, DPM
Board certified family medicine physician

আমাদের সেবাসমূহ :

- হেলথ চেকআপ।
- দীর্ঘস্থায়ী (ক্রনিক) রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনা (ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও অন্যান্য)।
- রোগ প্রতিষেধক টিকা প্রদান।
- শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা।
- নারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সেবা, যার মধ্যে রয়েছে জরায়ুর ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য প্যাপ স্মিয়ার, গর্ভধারণ পরামর্শ ও মেনোপজ ব্যবস্থাপনা সহায়তা।

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

Contact us 631-778-4048 1755 Deer Park Ave, Deer Park, NY 11729
www.alammedical.com

WIN ZONE REALTY INC.

Win Zone Realty Inc.
Licensed Real Estate Broker

Specialist on Residential & Commercial, Bank Own Properties, Short Sale, REO and Loan Modification.
Hard Money Loan Available.

রিয়েল স্টেট লাইসেন্স প্রাপ্ত আমেরিকাতে বাড়ি বেচা-কেনা ও লোন সংক্রান্ত বিষয়ে বহু বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিশিষ্ট রিয়েল্টর

Somnath Ghosh (SAM)
Licensed Real Estate Agent
Tel: (Direct)
646-597-1760

Office : 81-15 Queens Blvd
2nd FL, Elmhurst, NY 11373
Tel: 718-899-7000
Fax: 516-407-5615
Email:sstreamline@ gmail.com

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.

Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি

★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট

646-920-4799

আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য

- ব্যক্তিগত পরামর্শ
- ইন্টারেষ্ট রেট কম
- ইনভেষ্টমেন্ট
- ফ্রি এপ্রোভাল
- ফাষ্ট ক্লোজিং
- দ্রুত এবং বিশ্বস্ত

139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain

Empire Care Agency

LHCSA Licensed Home Health Care

PCA / HHA SERVICE

WHY CHOOSE US?

We Pay The Highest Rate

Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours

হোম কেয়ার সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট দিয়ে থাকি

OUR SERVICES

- Skilled Nursing
- Home Health Aides
- Medicaiton Remindrs
- Meal Preparation
- Personal Care
- Light Housekeeping

$23 Per Hour Giver to PCA & HHA Care Giver

WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH

NURUL AZIM
CEO
516-451-3748

119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415

516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

ঈদ উপলক্ষে 10% DISCOUNT

DUO NEST
REAL ESTATE TUTORING CENTER

নিউ ইয়র্কে আপনার রিয়েল এস্টেট ক্যারিয়ার শুরু করুন
কোন অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই!

DUO NEST REAL ESTATE TUTORING- এ, আমরা আপনার লাইসেন্স পাওয়ার প্রক্রিয়া সহজ এবং ঝামেলামুক্ত করে তুলি

কেন রিয়েল এস্টেট লাইসেন্স নেবেন?

দ্রুত একটি নির্ভরযোগ্য আয় উপার্জন করুন।
নিউ ইয়র্কের ক্রমবর্ধমান রিয়েল এস্টেট বাজারে একটি সম্মানিত ক্যারিয়ার তৈরি করুন।
স্বাধীনভাবে বা নেতৃস্থানীয় রিয়েল এস্টেট সংস্থাগুলির সাথে কাজ করুন।
ধাপে ধাপে আর্থিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করুন।
আপনার সাফল্যের মাধ্যমে আপনার পরিবারকে গর্বিত করুন।

শক্তিশালী ইংরেজি দক্ষতা নেই? কাজের অভিজ্ঞতা নেই?
কোন চিন্তা নেই আমরা আপনাকে প্রতিটি ধাপে গাইড করার জন্য এখানে আছি।

আমাদের সুযোগ ও সুবিধা

- এককালীন পেমেন্ট, কোন এক্সট্রা ফি নেই।
- আপনি পাশ করে লাইসেন্স পাওয়া না পর্যন্ত অগণিত ক্লাস।
- দ্রুত শেখার জন্য ব্যক্তিগত ১-অন-১ কোচিং
- পরীক্ষায় আত্মবিশ্বাস বাড়াতে প্র্যাকটিস এক্সাম
- সময় অনুযায়ী অনলাইন বা সরাসরি ক্লাস আপনার সুবিধামতো সময়ে
- পরিষ্কার, সহজবোধ্য ইংরেজি ব্যাখ্যা
- রিয়েল এস্টেট সম্পর্কিত শব্দ ও নিয়মাবলী সহজ বাংলায় ব্যাখ্যা

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

CALL US TODAY TO START YOUR REAL ESTATE CAREER
929-414-7746
929-608-6206
646-508-2434

duonest03@gmail.com
169-24 Hillside Ave, FL 2
Jamaica, NY 11432
www.duonest.us

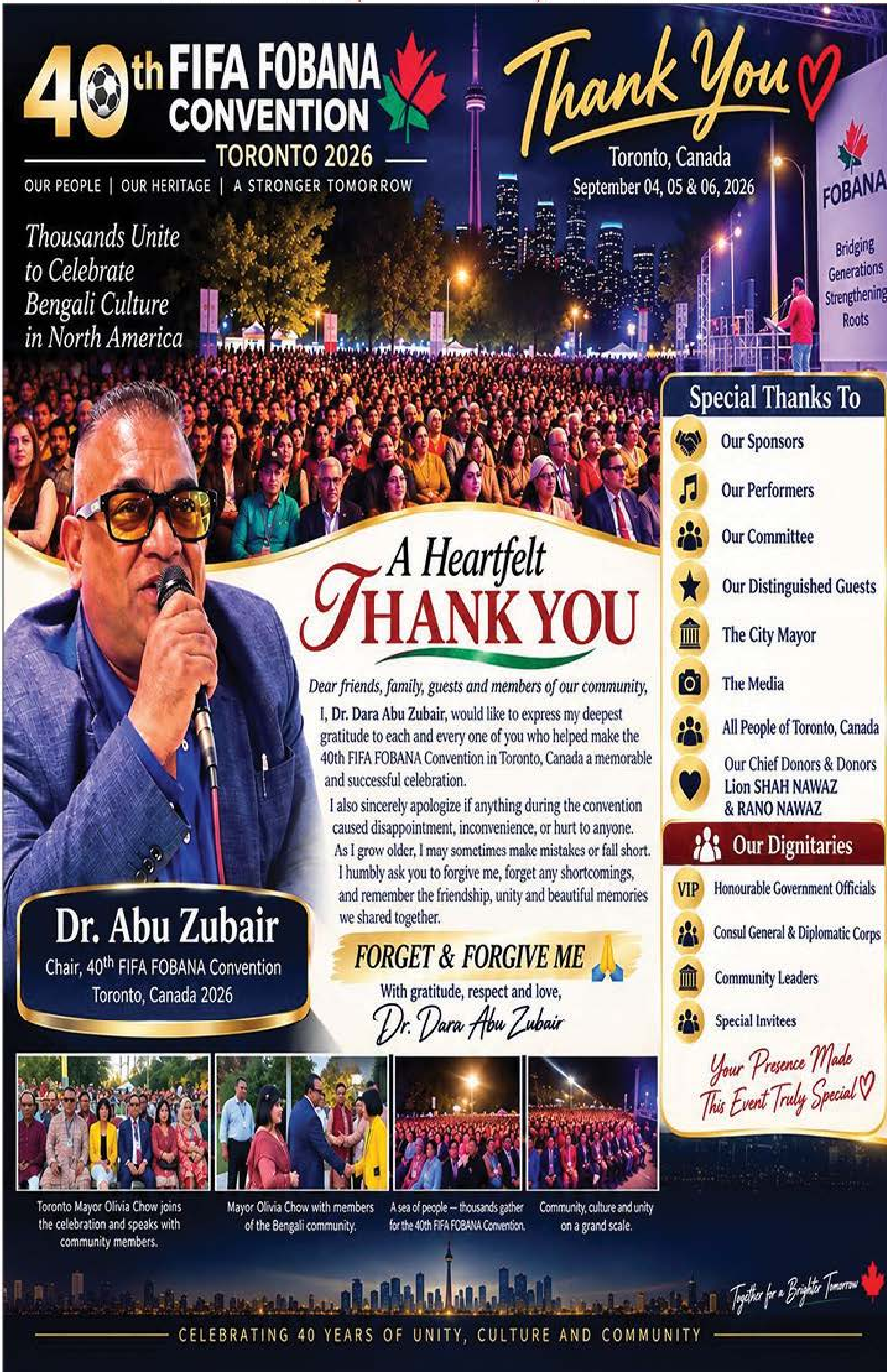
40th FIFA FOBANA CONVENTION
TORONTO 2026
OUR PEOPLE | OUR HERITAGE | A STRONGER TOMORROW
Thank You
Toronto, Canada
September 04, 05 & 06, 2026
FOBANA
Bridging Generations Strengthening Roots
Thousands Unite to Celebrate Bengali Culture in North America
A Heartfelt THANK YOU
Dear friends, family, guests and members of our community,
I, Dr. Dara Abu Zubair, would like to express my deepest gratitude to each and every one of you who helped make the 40th FIFA FOBANA Convention in Toronto, Canada a memorable and successful celebration.
I also sincerely apologize if anything during the convention caused disappointment, inconvenience, or hurt to anyone.
As I grow older, I may sometimes make mistakes or fall short.
I humbly ask you to forgive me, forget any shortcomings, and remember the friendship, unity and beautiful memories we shared together.
FORGET & FORGIVE ME
With gratitude, respect and love,
Dr. Dara Abu Zubair
Dr. Abu Zubair
Chair, 40th FIFA FOBANA Convention
Toronto, Canada 2026
Special Thanks To
Our Sponsors
Our Performers
Our Committee
Our Distinguished Guests
The City Mayor
The Media
All People of Toronto, Canada
Our Chief Donors & Donors
Lion SHAH NAWAZ
& RANO NAWAZ
Our Dignitaries
VIP
Honourable Government Officials
Consul General & Diplomatic Corps
Community Leaders
Special Invitees
Your Presence Made This Event Truly Special
Toronto Mayor Olivia Chow joins the celebration and speaks with community members.
Mayor Olivia Chow with members of the Bengali community.
A sea of people — thousands gather for the 40th FIFA FOBANA Convention.
Community, culture and unity on a grand scale.
Together for a Brighter Tomorrow
CELEBRATING 40 YEARS OF UNITY, CULTURE AND COMMUNITY

আগামীর বাংলাদেশ সোসাইটি নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

৩ পৃষ্ঠার পর

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিজস্ব অভিমত উপস্থাপন করবেন। প্রাপ্ত মতামত থেকে ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের জন্য দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে ইঞ্জিনিয়ার আবদুল সোবহান একটি মতামত জরিপের ফলাফল উপস্থাপন করেন। প্রার্থীদের নির্বাচনী বিতর্কে অংশগ্রহণ করা উচিত কি-না এই প্রশ্নে ৩৯ জনের মধ্যে ৩৮ জন ইতিবাচক অভিমত জানিয়েছেন। তরুণ নেতৃত্বের অংশগ্রহণের বিষয়েও উপস্থিতদের মধ্যে ইতিবাচক মতামত পাওয়া যায়। আলোচনায় বাংলাদেশ সোসাইটির প্রার্থীদের ন্যূনতম যোগ্যতা কী হওয়া উচিত তা নিয়ে আলোচনা হয়। অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ইঞ্জিনিয়ার আবদুল সোবহান বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী দুই দলের প্রধানদের নিয়ে একটি নির্বাচনী বিতর্ক অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করেন। এ বিষয়ে টিবিএন২৪ সহ গণমাধ্যমের সাথে আলোচনা করে পরবর্তীতে একটি তারিখ ঘোষণা করা হবে বলে তিনি জানান।

অনুষ্ঠানের নেতৃত্ব, নির্বাচন ও স্বচ্ছতা নিয়ে মুক্ত আলোচনায় প্যানেলের প্রায় ১৩-১৪ জন বক্তা তাদের মতামত তুলে ধরেন। এদের মধ্যে ছিলেন মনমাউথ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ও ডিন, ড. গোলাম এম.মাতবর, ড. দিলীপ নাথ, নাসির খান পল, গিয়াস আহমেদ, মঈন চৌধুরী, হাসান হাবিব, শাহ শহীদুল হক, ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, সারোয়ার আহমেদ, মো. বাবুল চৌধুরী, কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম, আখতার হোসেন বাদল, ফাহমিনা চৌধুরী, প্রকৌশলী আবদুল সোবহান, ও মো. মাহফুজুর রহমান প্রমুখ। বক্তারা সোসাইটির বর্তমান ভোটার রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি, নির্বাচনী প্রক্রিয়া, নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অংশগ্রহণসহ বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। তারা বলেন, একই ব্যক্তি বা একই প্যানেলের সদস্যরা বারবার নেতৃত্বানীয় পদে না থেকে নতুন নেতৃত্বকে সুযোগ দেওয়ার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা যেতে পারে। বাংলাদেশ সোসাইটির আর্থিক ব্যবস্থাপনা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিয়েও আলোচনায় বিভিন্ন মতামত ও প্রশ্ন উঠে আসে। সংগঠনের আর্থিক বিষয়গুলো আরও স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রয়োজনীয়তার ওপর বক্তারা জোর দেন।

অনুষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় ছিল নতুন প্রজন্মের নেতৃত্বে অংশগ্রহণ। আলোচনায় উঠে আসে, অভিজ্ঞ নেতৃত্বের পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের তরুণদের নেতৃত্বের সুযোগ দেওয়া হলে বাংলাদেশ সোসাইটিতে অভিজ্ঞতা ও তারুণ্যের মধ্যে একটি সুন্দর ভারসাম্য তৈরি হতে পারে। আগামীতে এই সংগঠনের পক্ষ থেকে আরও এমন আয়োজন করা হবে যাতে বাংলাদেশি কমিউনিটির কল্যাণে কাজ করা যায় বলে ইঞ্জিনিয়ার আবদুল সোবহান জানিয়েছেন।

ফরিদপুর জেলা এসোসিয়েশন'র বিবিকিউ পার্টি অনুষ্ঠিত

আজকাল রিপোর্ট

অত্যন্ত উৎসাহ ও আনন্দঘন পরিবেশে এবং বিপুল সংখ্যক প্রবাসী ফরিদপুরবাসীদের অংশগ্রহণে সম্পন্ন হয়েছে বিবিকিউ পার্টি ২০২৬। গত ৬ সেপ্টেম্বর রবিবার জ্যামাইকার সেইলাপি পন্ড পার্কে উক্ত অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিলেন ফরিদপুর জেলা এসোসিয়েশন অব ইউ এস এ ইনক্। পার্কের খোলা-মেলা পরিবেশে

এদিনের প্রোগ্রামে সকাল থেকে প্রচুর ফরিদপুরবাসি পরিবার পরিজনসহ জড়ো হতে থাকেন। সংগঠনের কর্মকর্তাগণ আগত অতিথিদের স্বাগত জানান। এ সময় নেতৃবৃন্দদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নজরুল ইসলাম, মো. এনামুল হক হেলাল, মো. খায়রুজ্জামান, আক্তার হোসেন, মো. আবুল কাশেম, মো. মুকুল হাসান, মো. রেজাউল করিম, খান হাবিবুর রহমান, আবু বক্কর সিদ্দিক, আলী আফজাল, মো. সাইদুল ইসলাম, মো. সরওয়ার হোসেন, মো. তোফাজ্জল হোসেন, সেলিম আল মামুন, মোঃ হায়দার শফর, মো. সাখাওয়াত হোসেন, এস কে রিক্ত, মো. সুমন প্রমুখ। পার্কের উন্মুক্ত পরিবেশে অতিথিদের জন্য প্রস্তুত করা হয় বিপুল পরিমানে চিকেন ও স্টুার্ক বারবিকিউ, সে সাথে ছিল বিরিয়ানি। সবাই তৃপ্তি সহকারে খাবার গ্রহণ করেন। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা সর্বক্ষণ পার্কের খোলা মাঠে দিনব্যাপী আনন্দে মেতে উঠে। প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত সবাই খোশ-গল্পের মাধ্যমে দিনটি অতিবাহিত করেন। সংগঠনের সদস্যবৃন্দ এবং অতিথিগণ মৌসুমের শেষ প্রান্তে অনুষ্ঠিত উক্ত বনভোজন তথা বিবিকিউ পার্টি উদযাপন করতে পেরে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। আগামীতে সবাইকে নিয়ে আরোও বিশাল পরিসরে বনভোজন উদযাপনের আশাবাদ ব্যক্ত করে ও সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আয়োজকগণ এদিনের বনভোজনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

আইএমএফ'র উদ্যোগে সমুদ্র ভ্রমণ ও নৈশভোজ

৬৪ পৃষ্ঠার পর

রোববার। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল এই ভ্রমন থেকে উপার্জিত অর্থ আর্তমানবতার কল্যাণে ব্যয় করা। এই মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে ক্রুজসের সিটি আইল্যান্ড থেকে লংআইল্যান্ডের দিকে বিকেল ৫টায় যাত্রা শুরু করে যা প্রায় ৬ ঘন্টার সমুদ্র যাত্রার সমাপ্তি ঘটে।

কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক নারী পুরুষ এই নৌবিহারে অংশগ্রহণ করেছেন।তারা মৃৎস্য আহরন,গল্প,মজাদার খাবার ও স্বদেশ আড্ডায় আনন্দ ভ্রমণ উপভোগ করেছেন। আনন্দময় একটি অনুষ্ঠান উপহার দেয়ার জন্য সকলেসংগঠনের সভাপতি মোঃ নজরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মজ্জল চৌধুরী,আহবায়ক জাহাংগীর আলম,যুগ্ম আহবায়ক জুয়েল খান,আব্দুল মোস্তাকিম চাচা, খসরু ভাই,জিকু ভাই,জাবেদ আহমেদসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

নিউইয়র্কে শেরপুর জেলা সমিতির এক মিলনমেলা

৬২ পৃষ্ঠার পর

আড়াই শতাধিক প্রবাসী শেরপুরবাসী, তাদের শুভানুধ্যায়ী এবং বিভিন্ন জেলার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ অংশগ্রহণ করেন। এদিন দুপুরে বিভিন্ন রঙের বেলুন উড়িয়ে বনভোজনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি মার্কিন হোম কেয়ার ও কুইন্স অ্যাডাল্ট ডে কেয়ারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইঞ্জিনিয়ার মাহফুজুল হকের প্রতিনিধি এবং মার্কিন হোম কেয়ারের মহাব্যবস্থাপক মানুষ বিল্লাহ শিশির।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা কেনসিকো লেক স্টেট পার্কে দিনব্যাপী আয়োজনে ছিল বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র। ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন বনভোজন কমিটির আহ্বায়ক নাছির চৌধুরী ও সদস্যসচিব গৌতম চক্রবর্তী মিন্টু। এ সময় মো. সিরাজুল ইসলাম, রুপচান মিয়া, ইব্রাহিম খলিল উল্লাহ সুমন, রাশেদ মামুন, রফিকুল হাসান রাসেল, শামীম রেজা ও আলহাজ মো. ফারুক মিয়াসহ অন্যরা সহযোগিতা করেন।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার প্রদোষ চক্রবর্তী। এতে বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথির প্রতিনিধি মানুষ বিল্লাহ শিশির, সেন্ট অব অনার বিশিষ্ট চিকিৎসক সফিউল্লাহ শিকদার, খাজাবাড়ী সুপার মার্কেটের স্বত্বাধিকারী ও বাংলাদেশি সোসাইটির সহসভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, সাপ্তাহিক প্রবাস পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, দেশ পত্রিকার সম্পাদক মো. মিজানুর রহমান, প্রথম আলোর নির্বাহী সম্পাদক মো. মনজুরুল হক, সংগঠনের সাবেক সভাপতি মামুন রাশেদ এবং সাধারণ সম্পাদক মো. হাবেবুল হক।

বনভোজনের র‍্যাফেল ড্রয়ের প্রথম পুরস্কার হিসেবে ছিল নিউইয়র্ক-ঢাকা-নিউইয়র্ক বিমান টিকিট। দ্বিতীয় পুরস্কার ছিল সোনার গহনা। তৃতীয় পুরস্কার ছিল ৫৫ ইঞ্চি টেলিভিশন। এছাড়া ছিল ল্যাপটপসহ মোট ১৩টি আকর্ষণীয় পুরস্কার।

বনভোজনে আরও উপস্থিত ছিলেন জাতিসংঘে বাংলাদেশ মিশনের সাবেক প্রশাসনিক কর্মকর্তা আসাদুজ্জামান চৌধুরী, শেরপুরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শুধুকর রহমান নতুন, সংগঠনের উপদেষ্টা আজমাউল রেজা পিয়া, সুব্রত সাহা লিপন, রানা রায়হান, মাহে আলম রেমন, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক স্বপন চক্রবর্তী, আনজুম আরা শুভ্রা, মিসেস ফেরদৌসী বেগম, আয়েশা সুলতানা, পুলিশ কর্মকর্তা মামুন ও রেখা জামান চৌধুরী জলিসহ অনেকে।

ট্রাম্প মানচিত্রে নেই কানাডা, মেক্সিকো ও গ্রীনল্যান্ড

১ পৃষ্ঠার পর

নিজস্ব সোশ্যাল মিডিয়া ট্রুথ সোশ্যালে তিনি এই ম্যাপটি পোস্ট করেছেন। যেখানে কানাডা, মেক্সিকো, দ্য ক্যারিবিয়ান, আইসল্যান্ড এবং গ্রীনল্যান্ডকে ঢেকে দেওয়া হয়েছে আমেরিকান পতাকা দিয়ে। তার ওপর লেখা হয়েছে 'ইউনাইটেড স্টেট অব আমেরিকা'। আশপাশের দেশগুলোকে তিনি ঢেকে দিয়েছেন মার্কিন পতাকায়। সেখানে আমেরিকা ছাড়া আর কোনো দেশের অস্তিত্বই খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না।

আমেরিকার ও ট্রাম্পের নামের বিস্তার নিয়ে ইতোমধ্যেই বিশ্বব্যাপী সমালোচনা শুরু উঠেছে। শত বছরের ঐতিহ্য 'লেক অন্টারিও' নাম দিয়েছেন 'লেক আমেরিকা'। নিউ মেক্সিকোর নাম দিয়েছেন 'নিউ আমেরিকা'। গ্রীনল্যান্ডকে আমেরিকার অর্ন্তভুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছে। গাল্ফ অব মেক্সিকোকে নাম দিয়েছেন গাল্ফ অব আমেরিকা। ইরানের স্ট্রেইট অব হরমুজকে দখল করে নাম দিতে স্বপ্ন দেখছেন 'স্ট্রেইট অব আমেরিকা'। এমনি এক অস্থির পরিবেশ তৈরি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। ট্রাম্পকে নামের অস্থিরতায় ভুগছেন বলে অভিহিত করেছেন নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুল। সর্বশেষ ৫টি দেশের অস্তিত্ব মুছে দিয়ে ট্রুথ সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করলেন নতুন মানচিত্র। সেখানে শুধুই ইউনাইটেড স্টেটের পতাকা।

ইরান যুদ্ধকে 'গোল আলু'র সাথে তুলনা করলেন ট্রাম্প

১ পৃষ্ঠার পর

এসোসিয়েটেড প্রেস (এপি) ট্রাম্পের এ মন্তব্যকে ফলাও করে প্রকাশ করেছে।

ওভাল অফিসে আলাপকালে ভ্যান্সের আগের দিনের মন্তব্য সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে ট্রাম্প বলেন, ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের হামলা এখন 'মাঝে-মধ্যে' হচ্ছে এবং 'অনেকেই একে যুদ্ধ বলে মনে করেন না'। এই সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্রের করদাতাদের ৩৭.৫ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ ব্যয় হয়েছে এবং ১৮ জন মার্কিন সেনা প্রাণ হারিয়েছেন।

ট্রাম্প বলেন, " জ্যাম্স যা বলছেন তা আমি বুঝতে পারছি।" তিনি আরও যোগ করেন: "আমি একে সামরিক সংঘাত বলি কারণ আমাদের কাছে এটি সামান্য বিষয়। এটি কোনো বড় ঘটনা নয়।"

বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসের এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে ভ্যান্স ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের লড়াইকে 'যুদ্ধ' হিসেবে অভিহিত করার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেন। পাশাপাশি, ছয় মাস ধরে চলা এই সংঘাত নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগেই শেষ হবে কি না-সে বিষয়ে কোনো পূর্বাভাস দেওয়া থেকেও তিনি বিরত থাকেন। উল্লেখ্য, এই নির্বাচনে রিপাবলিকানরা কংগ্রেসে তাদের সামান্য ব্যবধানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরে রাখার চেষ্টা করছে। কিন্তু অধিকাংশ জরিপ বলছে, অজনপ্রিয় ইরান যুদ্ধের কারণে নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিরা ভালো করবে। কংগ্রেসে তাদেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে।।

৩ নভেম্বরের নির্বাচনে ভোটাররা ভোট দেওয়ার আগেই এই লড়াই শেষ হতে পারে কি না-এমন প্রশ্নের জবাবে ভ্যান্স বলেন, "আমি একে যুদ্ধ বলব না। বর্তমানে কোনো সক্রিয় গোলাগুলি বা যুদ্ধাবস্থা নেই।"

শুক্রবার সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে ট্রাম্প আরও বলেন যে, সাম্প্রতিক অন্যান্য যুদ্ধের তুলনায় ইরান সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাণহানির সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। ২৮ ফেব্রুয়ারি শুরু হওয়া এই সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল কেবল বিমান হামলা চালিয়েছে; তারা দেশটিতে কোনো স্থলসেনা মোতায়েন করেনি।

ভেনিজুয়েলার সাবেক প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে আটক করে ফেডারেল মাদক পাচারের অভিযোগে বিচারের মুখোমুখি করতে নিউ ইয়র্কে নিয়ে আসার লক্ষ্যে জানুয়ারি মাসে চালানো মার্কিন সামরিক অভিযানের প্রসঙ্গ টেনে ট্রাম্প বলেন, "আমরা ভেনিজুয়েলার বিষয়টি দেখেছি এবং এটার (ইরান পরিস্থিতি) ক্ষেত্রেও পদক্ষেপ নিয়েছি। ভেনিজুয়েলায় আমাদের কেউ মরেনি। আর এক্ষেত্রে ইরানে আমরা ১৮ জনকে হারিয়েছি। অথচ ভিয়েতনাম যুদ্ধে ১ লাখ মানুষকে হারিয়েছিলাম। অন্যান্য সংঘাতেও আমরা হাজার হাজার মানুষকে হারিয়েছি।"

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আর্কাইভের তথ্য অনুযায়ী, ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিন সশস্ত্র বাহিনীর মোট ৫৮,২২০ জন সদস্য হারিয়েছিলে। এখানেও ট্রাম্প ভুল তথ্য বলেছেন। ইরানের সাথে চলমান সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্রের ১৮ জন সেনা সদস্য নিহত হওয়া সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিষয়টিকে 'আমাদের জন্য নগণ্য একটি ঘটনা' বলে অভিহিত করেছেন।

শুক্রবার ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার সময় ইরানের সাথে সংঘাতকে তিনি কীভাবে বর্ণনা করবেন-এমন প্রশ্নের মুখোমুখি হন ৮০ বছর বয়সী এই প্রেসিডেন্ট। চলতি সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্র নতুন করে হামলা চালানো সত্ত্বেও ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স বৃহস্পতিবার জোর দিয়ে বলেছিলেন যে এটি কোনো যুদ্ধ নয়; ঠিক তার পরেই এই প্রশ্নটি করা হয়। এবিসি নিউজের র‍্যাচেল স্কট ট্রাম্পকে জিজ্ঞেস করেন, "আপনি কি আমেরিকান জনগণের উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যা করতে পারেন-যদি এটি যুদ্ধ না হয়, তবে আসলে এটি কী?" জবাবে ট্রাম্প বলেন, দেখুন, অনেকেই এটাকে যুদ্ধ বলে না। আমি এটাকে সামরিক সংঘাত বলি, কারণ আমাদের কাছে এটি খুবই নগণ্য একটি বিষয়। এটি কোনো বড় ঘটনা নয়। ভেনেজুয়েলার ক্ষেত্রেও আমরা এমনটাই করেছিলাম, আর এখানেও তাই করছি। নিজস্ব 'সামান্য ব্যাপার/স্মল পটেটোস'-নিজের এই দাবির সপক্ষে যুক্তি দিতে তিনি যুদ্ধের হতাহতের সংখ্যার তুলনা তুলে ধরেন।

ইরানে অন্তহীন যুদ্ধে ট্রাম্প!

১ পৃষ্ঠার পর

তিনিই এক অনপ্রিয় সংঘাতের জালে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছেন। প্রশ্ন উঠেছে, যুক্তরাষ্ট্র কি আবারও আফগান কিংবা ইরাকের সংঘাত থেকে শিক্ষা নিতে বা কোনো স্পষ্ট 'এক্সিট স্ট্র্যাটেজি' (যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসার কৌশল) তৈরি করতে ব্যর্থ হচ্ছে? ওয়াশিংটন-ভিত্তিক থিংক-ট্যাঙ্ক 'সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল পলিসি' সিনা তুসি বলেছেন, "মধ্যপ্রাচ্যে আরেকটি বড় ও অনির্দিষ্টকালের জন্য চলতে থাকা যুদ্ধ শুরু না করতে ওয়াশিংটনে অলিখিত বিধিনিষেধ বা সতর্কতা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু তা ট্রাম্প ভেঙে ফেলেছেন। এমন পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে এক গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী সংঘাত বিদ্যমান।" অবশ্য ট্রাম্প বলেছেন, মধ্যবর্তী নির্বাচনের পরপরই ইরান যুদ্ধের অবসান হবে।

ইরাক ও আফগানিস্তানে সরকারগুলোকে আমেরিকা ক্ষমতাচ্যুত করেছিল। হাজার হাজার স্থলসেনা মোতায়েন করে ভূখণ্ড দখল ও নিয়ন্ত্রণে নিয়েছিল। ব্যাপক প্রাণহানি ঘটেছিল। ইরানযুদ্ধের চিত্রটি ভিন্ন। এখনও ভূখণ্ড দখল কিংবা স্থল বাহিনী ইরানের মাটি স্পর্শ করতে পারেনি। মূলত বিমান ও নৌ-শক্তি নির্ভর যুদ্ধ চলছে। । আফগান ও ইরাক স্টাইলে সরকারেরও পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। ৬ মাসের যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র যে এখনও বিজয় অর্জন করেনি তা পরিষ্কার। বরং ক্লান্তিকর এক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের পটভূমিতে মাত্র। এক হরমুজ প্রণালী দখল নিতেই হিমশিম খাচ্ছে। গত ৩ দিন ইরান সমান্তরালে মার্কিন হামলার চ্যালেঞ্জ করেছে। যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসার কোনো স্পষ্ট পথ দেখা যাচ্ছে না। অথচ যুদ্ধের অর্থনৈতিক বোঝা যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ ভোক্তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে।

হরমুজ প্রণালীর মধ্য দিয়ে তেল পরিবহনে তেহরানের বাধার কারণে যুক্তরাষ্ট্রে পেট্রোলের দাম বেড়ে গেছে। এই যুদ্ধ ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা বা জনসমর্থনের হার কমিয়ে দিয়েছে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ওয়াশিংটনের অবস্থানকে দুর্বল করেছে।

ইরান যুদ্ধের অবসান মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর: ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ৩ নভেম্বর মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর ইরান যুদ্ধের অবসান ঘটবে এবং জ্বালানির দাম কমবে। বুধবার ৯ সেপ্টেম্বর মেরিল্যান্ডের জয়েন্ট বেস অ্যান্ড্রুজএয়ার ফোর্স ওয়ান-এ ওঠার আগে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি।

তিনি আশা করছেন মার্কিন মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর ইরান তাদের যুদ্ধ প্রচেষ্টা থেকে সরে আসবে। তবে তিনি স্বীকার করেছেন, এর আগে যুক্তরাষ্ট্রে জ্বালানির দাম কমার সম্ভাবনা কম।

ডালাসে রিপাবলিকান পার্টির মধ্যবর্তী নির্বাচনী সম্মেলনে যাওয়ার পথে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে ট্রাম্প দাবি করেন, তাকে রাজনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার লক্ষ্যে ইরান নভেম্বর পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।

জ্বালানির দাম কমার বিষয়ে ট্রাম্প বলেন, 'আমার মনে হয় মধ্যবর্তী নির্বাচনের সময়ের চেয়ে এতে কিছুটা বেশি সময় লাগবে। তারা মরিয়া হয়ে নির্বাচনে প্রভাব ফেলার চেষ্টা করছে, যাতে আমরা সেখানে একদল দুর্বল মানুষকে ক্ষমতায় বসাই। যারা তাদের কোনো বাধা দেবে না এবং তাদের পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনের সুযোগ করে দেবে।'

তিনি আরও বলেন, তার বিশ্বাস ইরান পতনের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে এবং তারা "নির্বাচনের পরপরই" সংঘাতের অবসান চাইবে। যার ফলে তেলের দাম দ্রুত কমে আসবে।

তিনি বলেন, 'তারা আর বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারবে না।'

'সাংবাদিকরা বাথরুমে যাবেন না' বললেন ট্রাম্প

ডালাসে রিপাবলিকানদের মধ্যবর্তী সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বক্তৃতাকালে হঠাৎ করেই বলে ফেললেন কেউ বাথরুমে যাবেন না। তিনি গণমাধ্যমকর্মীদের উপস্থিতি নিয়েও রসিকতা করেন। ট্রাম্প বলেন, 'কোনো সংবাদমাধ্যমের একজন সাংবাদিক বাথরুমে গেলে তাঁর খালি চেয়ারটি ক্যামেরায় দেখানো হবে। এরপর বলা হবে, প্রেসিডেন্ট সম্মেলনকক্ষটি কানায় কানায় পূর্ণ করতে পারেননি। তাই দয়া করে, কেউ বাথরুমে যাবেন না।' তার এ কথায় সেখানে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়।

(তথ্যসূত্র-রয়টার্স, নিউইয়র্ক টাইমস ও সিএনএন)

জরিপ ব্যাপারে আশাবাদী ট্রাম্প

নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে জনমত জরিপকে ভুল প্রমাণ করে রিপাবলিকানরা প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেটের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখবে বলে আশা করছেন ট্রাম্প।

সমর্থকদের উদ্দেশে তিনি বলেছেন, 'আমি আপনাদের বলছি, ধরে নিন আমিও ব্যালটে আছি।'

তবে সাম্প্রতিক জনমত জরিপে ট্রাম্পের জনপ্রিয়তার হার ৩০ শতাংশের কিছু ওপরে। অর্থাৎ ৭০ ভাগ মানুষ ট্রাম্পের কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্ট নয়। একই সঙ্গে নিত্যপণ্যের উচ্চমূল্য এবং ইরানের সঙ্গে তার শুরু করা যুদ্ধ নিয়ে ভোটারদের অসন্তোষও বাড়ছে।

নির্বাচনী বিশ্লেষণ প্রতিষ্ঠান ডিসিশন ডেস্ক এইচকিউয়ের পূর্বাভাস অনুযায়ী, নভেম্বরের নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটরা ২৩০টি আসন পেতে পারে। রিপাবলিকানরা পেতে পারে ২০৫টি। সিনেটে ডেমোক্র্যাটদের ৫১-৪৯ ব্যবধানে এগিয়ে থাকার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

UCS Ultra Credit Solutions Inc.

CREDIT REPAIR
ক্রেডিট রিপেয়ার

আমাদের সেবাসমূহ:
পাবলিক রেকর্ড, কালেকশন একাউন্ট, ব্যাংকক্রাপসি, ডেবট সেটেলমেন্ট, লেট-পেমেন্ট, স্টুডেন্ট লোন, মেডিক্যাল বিল ও কার রিপজিশানিং রিমুভাল।
(এটি একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান)

Public Record Removal, Collection Removal
Bankruptcy Removal, Debt Settlement, Debt Elimination

929-386-6426
929-386-4705

3716 73rd Street, Suite. 302-B (3RD FLOOR)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
34-18 Northern Blvd, Suite # 5/14
Long Island City, NY 11101 (বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসের উপর তলায়)

www.ultracreditsolutions.com

MITU DISABILITY CENTER

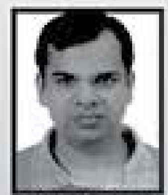

RONJAN (Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) • Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury • Divorce • Bankruptcy • Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Loan Modification • Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

37-47 73 St. #215, Jackson Heights NY 11372
TEL: 718-701-2666

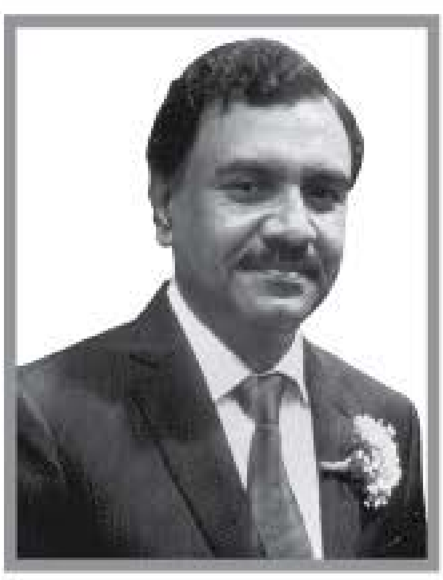

ডাঃ গোবিন্দ পাল
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Attending Physician
Wyckoff Heights
Medical Center

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.
Board Certified in Internal Medicine

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রোগের টিকা দিয়ে ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকুন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

GOBINDA PAUL PHYSICIAN P.C.
An Ideal Healthcare Unit for Curative and Preventive Medicine

Visiting Hours: Mon-Fri : 6PM-9PM
Sat or Sun : 9AM-2PM

87-38 168 Pl, Jamaica, NY 11432
P: 718-874-0076, F: 718-841-7499
E-mail : GobindaPaul.PC@outlook.com

মহিলা দাঁতের ডাক্তার

NAEEMA BHUIYA, D.D.S
নাঈমা ভূঁইয়া, ডি.ডি.এস

Program Director, Department of Dentistry, Lincoln Hospital

* রেফারেন্সের প্রয়োজন নেই। সরাসরি চলে আসুন
* আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
* স্বল্প মূল্যে দাঁতের সবধরনের চিকিৎসা করা হয়

87-48, 168 Street, Jamaica, NY 11432
Tel: **718-206-0601**, Fax: 718-206-0603

রুমী ডেন্টাল ল্যাব

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-414-4760

USR BROKERAGE CORP.
USR BROKERAGE
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স করে থাকি

★HOME ★BUSINESS ★AUTO ★WORKERS' COMPENSATION

MULTI-CARRIER ACCESS:
ALLOWS US TO COMPARE PRICES
FROM MULTIPLE CARRIERS.

MD ABDUR ROUF
President
Electrical and Computer Engineer NYIT, NY
Cybersecurity and Cyber Insurance Specialist
Licensed Property and Causality Insurance Broker

+1 (646) 270 4861, +1 (631) 565 4334
usrbrokerage.com | a.rouf@usrbrokerage.com, info@usrbrokerage.com
37-21 72 Street, Suit # 2, Jackson Heights, New York 11372

Investors wanted

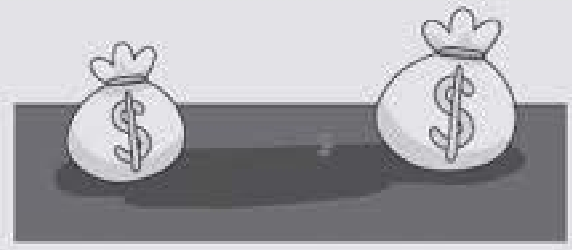

Entertainment Ventures
40% Returns on your
Money in 9 Months

BAVLS
Media Group

Please call for more information
(929) 900-9196

হোমিও চিকিৎসা

এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রস্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিস্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *এ্যাজমা *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

ঘরে বসে আয় করুন

আপনার কি বাবা, মা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব কিংবা প্রতিবেশী অসুস্থ?

তাহলে এক্ষুনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ ইনকামের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।

যোগাযোগ : ৯১৭ ৫১৯ ১১৫১

মিশিগানে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উৎযাপন

৬২ পৃষ্ঠার পর

সভায় শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও প্রয়াত সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও তাদের পুত্র আরাফাতরহমান কোকোসহ বিভিন্ন আন্দোলনসংগ্রামে নিহত নেতাকর্মীদের রুহের মাগফেরাত কামনা করা হয়। পাশাপাশি বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও তার পরিবারসহ নেতাকর্মীদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়।
আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন রেজওয়ান আহমেদ রাজন, আব্দুল বাছিত, আব্দুল কাদের, নিজাম উদ্দিন মাস্টার, হাসান আহমেদ, মারুফ খান, আব্দুর রহমান, আবুল কাশেম মুর্শেদ, পারভেজ আহমেদ, ফরিদ আহমেদ ফাহিম, আহমেদুর রহমান শিপার, খন্দকার শাহেদ আহমদ, আবদুল্লাহ আল মান্না, আজ্জুল ইসলাম শিপলু, এমাদ উদ্দিন ও কামরুল ইসলামসহ বিএনপি, স্বেচ্ছাসেবক দল, যুবদল এবং বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

ওয়েস্টার্ন নিউইয়র্ক জাতীয়তাবাদী ফোরামের আলোচনা সভা

৬২ পৃষ্ঠার পর

সেশন। অনুষ্ঠান পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক মোহাম্মদ কয়ের উদ্দিনের স্বাগত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। ফোরামের সাধারণ সম্পাদক আবু জাফর ফারাজী ও সাংগঠনিক সম্পাদক ফরিদ খন্দকার আখতার যৌথভাবে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সিনিয়র নেতা ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ফোরামের প্রধান উপদেষ্টা আফসার উদ্দিন দুলাল। প্রধান বক্তা সৈয়দ বিপু তার বক্তব্যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ভূমিকা, বিএনপি প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট এবং দলের আদর্শ ও রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে বিএনপির ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর তাৎপর্য, বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং দলের ভবিষ্যৎ কর্মকৌশল নিয়েও আলোচনা হয়। একই সঙ্গে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং বিএনপি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার জন্য দোয়া করা হয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সিলেট বিভাগীয় জাতীয়তাবাদী ফোরামের সভাপতি সৌদুল আনওয়ার রাজিন ও সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান মুরাদ।
এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ফোরাম ওয়েস্টার্ন নিউইয়র্কের উপদেষ্টা মনিরুজ্জামান মিয়া, সহসভাপতি মনিরুল ইসলাম, ফয়েজ আহমেদ ও সুমন রহমান, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সুমন আহমেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাফাদুর রহমান ও তাজুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ফোরামের উপদেষ্টা মুজিব হায়দার বদরুল, সহ সভাপতি, কবিরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ফরিদ হোসেন, সহপ্রচার সম্পাদক গিয়াস আহমেদ, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক আকরাম চৌধুরী, মোকাররম হোসেন, সাকিবুল ইসলাম, আক্তার হোসাইন, সৈয়দ সাদজিদসহ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা। অনুষ্ঠানের শেষপর্বে বাংলাদেশের শান্তি, সমৃদ্ধি, গণতন্ত্র ও জনগণের কল্যাণ এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের সার্বিক মঙ্গল কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

OPEN 24 HOURS
PANSHI NEVER SLEEP
আমরা সব ধরনের ক্যাটারিং করি
ভাল খাবার, সুন্দর পরিবেশ, ভাল সার্ভিস, কমদামে উপভোগ করুন।
$6.99 Midnight & Driver Special
PANSHI RESTAURANT & PARTY HALL
168-37/39 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-8516, Fax: 718-480-8531

বাসা ভাড়া
জ্যামাইকা সাটফিনের কাছে ১৪৪ স্ট্রিট ও Tuskegee Airmen Way ১ বেডরুম/ ২ বেডরুম জুলাই মাস থেকে ভাড়া দেয়া হবে
যোগাযোগ : (টেক্সট/ফোন)
৯২৯-৪৩৫-৭১৯৪
Air Train, E, J, Z ও LIRR ট্রেন স্টেশন থেকে ১৫ মিনিট ওয়াকিং ডিস্টেন্স। মসজিদ আল-কুবা থেকে ১ ব্লক আগে

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই যোগাযোগ করুন
আমাদের সার্ভিস
নিউ ইয়র্ক ফিল্ম একাডেমী থেকে প্রকাশিত
২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মী দ্বারা পরিচালিত
স্বল্প খরচে, দ্রুত ডেলিভারি
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি, কালচারাল প্রোগ্রাম হাই কোয়ালিটি নিশ্চিত করা হয়
যোগাযোগঃ আমাদের সার্ভিস
+১ (৯১৭) ৫১৯ - ১১৫১
amader.services@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে বাংলাদেশীদের দ্বারা পরিচালিত ড্রাইভিং স্কুল
কেন সবাই আমাদের ড্রাইভিং স্কুলে শিখতে চায়
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা
- আমাদের ফি যুক্তিসংগত এবং সেবা অতুলনীয়
- মহিলা পুরুষ ও বয়স্ক সবার প্রতি সমপরিমাণ যত্ন দিয়ে শিখিয়ে থাকি
- আমাদের সব প্রশিক্ষক NYS Instructor License প্রাপ্ত এবং খুবই ধৈর্যবান।
- আমাদের স্কুলে পাশের হার সবচেয়ে বেশী
- প্রতি দশজনের আটজন আমরা প্রাক্তন ছাত্র/ছাত্রীর রেফারেন্স থেকে পাই
- আপনি যদি আমাদের সেবায় সন্তুষ্ট হন তবে, অন্যজনকে বলুন আর যদি সন্তুষ্ট না হন তবে আমাদেরকে বলুন
অন্য ড্রাইভিং স্কুলের প্রচারণায় বিভ্রান্ত হবেন না। আমাদের প্যাকেজ টাকে একই মূল্যে পাচ্ছেন পাঁচ ঘন্টার ক্লাসের সার্টিফিকেট যা অন্যখানে পাচ্ছেন না।
৩৩০ ডলারে পাচ্ছেন
★ ৫টি রোড লেসন,
★ রোড টেস্টের দিন গাড়ী
★ পাঁচ ঘন্টার (5 Hours) ক্লাস
★ অতি অল্প মূল্যে গাড়ী ইন্সুরেন্স করে থাকি Defensive Driving Class দেয়া
★ নতুন অটোমেটিক গাড়ী (A/C) সহ
- অত্যন্ত সহজ উপায়ে পার্কিং শিক্ষা
- আপনার সময়ই আমাদের সময়
যোগাযোগ : অভিজ্ঞ ইনস্ট্রাক্টর রহমান 917-378-0353
Full Insured & Licensed by New York State
PUPIL DRIVING SCHOOL
37-16 73rd Street (Suit#201) 2nd Floor, Jackson Heights, NY 11372

৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন DMV অনুমোদিত অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ইনস্ট্রাকটরের কাছে ড্রাইভিং শিখুন
স্বদেশ ড্রাইভিং স্কুল
ঃ সেবা সমূহ ঃ
* রোড লেসন ০৫/১০/১৫ লেসনের প্যাকেজ ডিলস্
* DMV Quick রোড টেস্ট
* 5 Hour (Per- License Class) Certificate
* 6 Hour DDC (ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং সার্টিফিকেট) for Insurance & Points
* High Way Lesson
* Available Schedule
* DMV Service
মহিলাদের জন্য অত্যন্ত ধৈর্য্যসহকারে অভিজ্ঞ মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শেখানো হয়।
যোগাযোগ
Swadesh Driving School
37-13 74th ST. FL-2
Jackson Heights NY-11372
Phone: 718 255 1231
Cell: 929 670 2871
E-mail: swadeshdrv@gmail.com

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER
সেলস এবং রিপেয়ার
Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।
ultra mobile · simple · h2o · T-Mobile · univision mobile · Lycamobile
Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

এ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

ওজন পার্ক: তিন বেডরুম, বাথরুম, কিচেনরুম, লিভিংরুম এবং ডাইনিংসহ একটি প্রাইভেট হাউসের তৃতীয় তলায় অবস্থিত এ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। ট্রেন স্টেশনের কাছে, লিবার্টি এ্যাভিনিউ ৮৪ স্ট্রিট। সেকশন-৮ এবং City FHEPS গ্রহন করা হয়।

Rent: $2500, 718-552-7242

এ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

ব্রুকলিন: তিন বেডরুম, দুই বাথরুম, কিচেন, লিভিংরুম এবং ডাইনিংসহ একটি প্রাইভেট হাউসের প্রথম ও দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। ট্রেন স্টেশনের কাছে, লিবার্টি এভিনিউ এবং পাওয়েল স্ট্রিট। সেকশন-৮ এবং City FHEPS গ্রহন করা হয়।

Contact: 718-552-7242

Urgent sell

1. One king size bed with mattress
2. One queen size bed with mattress
3. One twin size bed with mattress and storage drawers
4. Wooden dining table with 6 chairs+cushions
5. Wooden coffee table
6. Wooden TV stand with drawers
7. One 3 seater Sofa couch cum bed
8. 2 display tables/racks
9. Two chairs
10. Humidifier - 3
11. Study desk (White) for kids - Ikea
12. Shelf
13. Floor lamps

Electronics:
1. Coffee maker
2. Air fryer oven (has several functions including rotisserie chicken)
3. Braun hand held blender
4. Three set blender
5. Bullet blender
6. Mini waffle maker
7. Hamilton Beach confectionary mixer
8. 17" Monitor for computer with key board (cord less) not used

PICK UP LOCATION:
Roosevelt island New York City

CONTACT:

CELL: +1 (347) 294-9697

DRIVER WANTED

Yellow taxi
ford transit
for rent.

Contact : 917-691-7721

JK Gain Multi

'আমাদের সকল গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই বাংলা নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা।'

J. K. GAIN MULTISERVICES
জে.কে. গাইন মাল্টি সার্ভিসেস্

Notary Public

প্রতি রবিবার এক্সট্রার ফ্রি কর্মশালা

LOW COST GUARANTEE

Authorized IRS e-file Provider

- TAX SERVICES
- INSURANCE
  - Life Insurance MassMutual
  - Health • Auto • TLC
  - Home • Business
- Immigration Services
- DDC. (6 Hrs. Defensive Class)
- Private Service Bureau (DMV Approved)

Jaydeb Gain

Tel: 347-536-5107
Office: 917.396.4509
41-15 75th Street, Suite 2
Elmhurst, NY 11373
gain_jaydeb@yahoo.com
www.JKGainMulti.com

ভ্রমন সেবার জগতে একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

দীর্ঘ ২০ বছরের অভিজ্ঞতা

রহমানিয়া ট্রাভেল সার্ভিসেস

Rahmania Travel Services
Best Service is our Goal

৭ দিনই খোলা

Hajj & Umrah Specialist

Emirates | Biman Bangladesh Airlines | EgyptAir | Qatar | Etihad | Kuwait Airways | Saudi Arabia

IATA Accredited Agent

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য আমরাই দিচ্ছি সর্বনিম্ন মূল্যে টিকিট বিক্রয়ের নিশ্চয়তা

Placid Express | small world | ria Money Transfer

দেশে যাওয়ার পথে অল্প খরচে পবিত্র ওমরাহ্ পালনের সুযোগ নিন

International/Domestic টিকিট ১০০% সীট কনফার্ম করার পর আমাদের অফিস থেকে ইস্যু করে থাকি।

718-205-3270
718-205-2677
646-322-1654

আমাদের সার্ভিস সমূহ

Ticket:
International/Domestic
Visa Services
Umrah Package
5 Years Multiple
Bussiness Visa (SAUDI)
Money Transfer
6 Hours Defensive

37-15 73rd Street, Suite 203 (Bangladesh Plaza)
Jackson Heights, NY 11372, Email: rahmaniatravel@yahoo.com

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
basharlaw.com

সবধরনের ইমিগ্রেশন সমাধানে
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

Khairul Bashar
Attorney At Law
(MBA., LL.M.)

* ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
* অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
* ওয়েভারস (I-601, I-601A & 1-212)
* বর্ডারে গ্রেপ্তার, ডিটেনশন ও বন্ড
* আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
* U - ভিসা, VAWA & SIJS
* EB-1, EB-2 NIW & EB-3
* বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
* কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

718-775-8509
212-464-8620

khairul@basharlaw.com

72-32 Broadway
Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D. C. 20006
Tel: (888) 771- 4529

Admitted in Washington D.C. and Alabama State Bar
Practice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন
Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com
OFFICE 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

বাসা-এপার্টমেন্ট-কন্ডো-বেসমেন্ট ভাড়া

House for Rent

Rnovated 3 bedrooms, 1 bathroom at 2000 Bogart Ave. Bronx, NY 10462, Rent $3500.
Two bedrooms at 1715 Saint Peters Ave. Bronx, NY 10461, rent $2500. one bedroom $2500.
Two bedrooms basement at 149th st, 115th Ave, Jamaica, NY 11436, rent $2000. Two bedrooms basement in ParkChester, rent $1800. One big Studio in Castle Hills, rent $1700. 4 bedrooms in Jamaica Hills, rent $3200. Studio for CityPHEPS at 1500 Parkchester, Bronx. 4 bedrooms on Perry St, Bronx, rent $3200.

আমরা CityPHEPS, Section-8 সহ সরকারি প্রোগ্রাম গ্রহণ করি। বাড়ি ভাড়া দিতে বা নিতে আজই যোগাযোগ করুন।

347-465-3220
কামরুজ্জামান বাচ্চু, ডিরেক্টর
আইল্যান্ড অ্যাডভ্যান্টেজ রিয়েলটি
(০১/১০/০০/০৭/সি)

বেসমেন্ট ভাড়া

হলিসে ১৯৭-০৩, ৮৯ রোডে সুন্দর পরিবেশে প্রাইভেট বাড়িতে একটি বেডরুম, কিচেন, বাথরুমসহ বেসমেন্টে একজনের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : 347-397-9175
(০৯/১১/০২/০২)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা হিল ৮৫ এভিনিউ ও ১৬৭ স্টিটে ২ বেডরুম, ২ বাথরুম, বিগ লিভিং রুম, ডাইনিং, কিচেন ও বিগ ব্যালকনিসহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া ২৮০০ ডলার।
ফোন : 917-815-4629
(০৯/১১/০২/০৫)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের কাছে ১টি ফুল বেডরুম ও ১টি হাফরুম, ১ বাথরুম, একসাথে কিচেন এবং লিভিংসহ অফিসিয়াল লিগ্যাল সেমিবেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। ৬৪ স্ট্রিট বিটুইন ৩৪ এভিনিউ ও ৩৫ এভিনিউ। ৬৫ স্ট্রিট সাবওয়ে স্টেশন থেকে হেঁটে দুই মিনিট এবং জ্যাকসন হাইটস থেকে হেঁটে ৭ মিনিট। আলাদা প্রবেশপথ।
ফোন : 347-924-4031
(০৯/১১/০২/০৫)

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১০৬ এভিনিউ ও ১৭৭ স্ট্রিটের সুন্দর পরিবেশে, বাস-মসজিদের সন্নিকটে, এফ ট্রেনের ১০ মিনিট দূরত্বে বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। স্টুডিও বাসা। কিচেন নেই, একজন পুরুষ অথবা মহিলা অথবা স্টুডেন্টের নিকট ভাড়া হবে।
ফোন : 929-350-2138
(০৯/১১/০২/০৭)

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৭৫ স্ট্রিট ও ৮৯ এভিনিউতে এফ ট্রেন দুই ব্লকের মধ্যে, মসজিদের পাশে একটি এক বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। ছোট ফ্যামিলি বা দুইজন মেয়ে বা মহিলা অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
ফোন : 917-365-5805 (After 1:00 Pm)
(০৯/১১/০২/০৯)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা, জ্যামাইকা সেন্টার 'ই' ট্রেন এবং ইয়র্ক কলেজ নিকটস্থ সেমিবেসমেন্টে দুই বেডরুম, সবসুবিধাসহ স্বামী-স্ত্রী বা ছোট পরিবারের কাছে সত্বর ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : 646-824-2844, 646-727-6610
(০৯/১১/০২/১০)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ২০৫ স্ট্রিটে সম্পূর্ণ রেনোভেটেড ১ বেডরুম, ১ লিভিংরুম, কিচেন ও আলাদা বাথরুমসহ সেমিবেসমেন্ট ভাড়া হবে। কিউ -৮৩ ও কিউ-৭৭ বাস স্টপের খুবই কাছে। সম্পূর্ণ আলাদা প্রবেশ পথ।
ফোন : 917-514-0907
(০৯/১১/০৩/১২)

বাসা ভাড়া

১০০-৩৫, হলিসে ২০৪ স্ট্রিটে প্রাইভেট বাসায় সেমিবেসমেন্ট, সেকেন্ড ফ্লোর ও এটিক ভাড়া দেওয়া হবে। সেমিবেসমেন্টে ৩ বেডরুম, লিভিং, ডাইনিং কিচেন ও ফুলবাথরুম। সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডরুম, লিভং, ডাইনিং কিচেন ও ফুলবাথরুম। এটিকে ১ বেডরুম, ওপেন লিভিং ও কিচেন ডাইনিং ও ফুল বাথরুম। মসজিদ, গ্রোসারি ও কিউ-৭৭, কিউ-২ ও কিউ-১১০ বাস বাসার কাছেই।
ফোন : 929-398-1824, 929-703-9474
(০৯/০৪/০২/০১)

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা মেরিক বুলেভার্ড ও লিবার্টি এভিনিউ কর্নারে প্রাইভেট বাসায় এক বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া। ইয়র্ক কলেজের পিছনে। বাসার সামনে বাস স্টপ।
ফোন : 347-283-9556, 310-295-8392
(০৫/২৯/০০/১৩)ই

বেসমেন্ট ভাড়া

হলিসে ১৯০ স্ট্রিটে বেসমেন্টে ২ বেডরুম, কিচেন, ডাইনিং ও ১ বাথরুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। কিউ-২ ও কিউ-৩ বাস ১ মিনিট, লং-আইল্যান্ড রেল ২ মিনিট এবং এফ ট্রেন ১০ মিনিটের দূরত্বে।
ফোন : 347-727-3315, 929-365-9063
(08/21/02/14)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ সংলগ্ন ১৮৭স্ট্রীটে মনোরম পরিবেশে খুবই কনভেনিয়েন্ট মিনি বেসমেন্ট কর্মজীবী কাপল এর নিকট চলিত মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হইবে।
ভাড়া সর্ব সাকুল্যে মাসে ১৪০০/= ডলার।
যোগাযোগ : 347-355-3275
(০৯/১১/০২/১৫)

বাসা ভাড়া

80th street & 31th Avenue Jackson Heights, আবু হুরায়রা মসজিদ এর পাশে ২বেডরুম এর street level ফ্লোর ভাড়া দেয়া হবে। কিচেন ,লিভিং রুম আলাদা।ফ্যামিলি অথবা ব্যাচেলরের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। ২৭০০ ডলার ভাড়া প্রতি মাসে।
কল অথবা ম্যাসেজ 646-578-9511, 646- 528-7692
(০৯/১১/০২/১৪)

বেসমেন্ট ভাড়া

হলিসে ১৯০ স্ট্রিটে বেসমেন্টে ২ বেডরুম, কিচেন, ডাইনিং ও ১ বাথরুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। কিউ-২ ও কিউ-৩ বাস ১ মিনিট এবং লংআইল্যান্ড রেল ২ মিনিট, এফ ট্রেন ১০ মিনিটের দূরত্বে।
ফোন : 347-727-3316
(০৯/০৪/০২/০৫)

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা হলিসে ১৯৮ স্ট্রিটে দুই রুম, কিচেন, বাথ, ড্রয়িংরুমসহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে। শুধুমাত্র ব্যাচেলরদের জন্য।
ফোন : 347-523-0027
(০৯/০৪/০৩/০৬)

বেসমেন্ট ভাড়া

২০৮-১১ হলিস এভিনিউ, কুইন্স ভিলেজে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট আগস্ট থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। বাসা ফুললি রেনোভেটেড। এক ব্লকের মধ্যে কিউ-২ ও কিউ-৭৭ বাস স্টপ। স্ট্রিট ক্লিনিং নেই, তাই স্ট্রিট পার্কিং এভেইলেবল।
ফোন : 646-393-7603
(০৯/০৪/০২/১১)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ ও ১৯৫ স্ট্রিটে তিন বেডরুমের সেমিবেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : 646-643-0729
(০৯/০৪/০১/১৩)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা হিলসে পারসন বুলেভার্ড সাবওয়ের নিকটে ৮৬ এভিনিউর (নরমাল রোড) উপর তৃতীয় তলায় তিন বেডরুম, ১ বাথরুম ও লিভিং-কিচেনসহ বাসাভাড়া দেওয়া হবে। ইউটিলিটি বিল আলাদা। শুধুমাত্র ফ্যামিলি যোগাযোগ করুন।
ফোন : 646-207-0992
(০৮/২৮/০৩/০২)

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে কন্ডোমনিয়ামে এক বেডরুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। Section-8 ভাউচারধারী ভাড়াটিয়াগণ স্বাগতম।
যোগাযোগ: 917-618-0740
(০৯/০৪/০২/১৬)

বাসা ভাড়া

সেপ্টেম্বর থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। সম্পূর্ণ নতুন ৩ বেডরুমের বেসমেন্ট। ১১১ স্ট্রিট J/Z সাবওয়ের কাছে। Q37, Q56, Q10, Q80 বাস সুবিধা রয়েছে। কাছেই গ্রোসারি ও মসজিদ। লোকেশন : 114 St & 86 Ave.
ফোন : 917-403-2414, 929-404-6106
(০৮/২৮/০২/০৫)

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা হিলসে পারসন বুলেভার্ড সাবওয়ের নিকটে ৮৬ এভিনিউর (নরমাল রোড) উপর তৃতীয় তলায় তিন বেডরুম, ১ বাথরুম ও লিভিং-কিচেনসহ বাসাভাড়া দেওয়া হবে। ইউটিলিটি বিল আলাদা। শুধুমাত্র ফ্যামিলি।
ফোন : 646-207-0992

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে কন্ডোমনিয়ামে তৃতীয় তলায় এক বেডরুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। Section-8 ভাউচারধারী ভাড়াটিয়াগণ স্বাগতম।
যোগাযোগ: 917-618-0740

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

১০৪-৪০ ১৯৪ স্ট্রিট সেন্ট আলবান্স, জ্যামাইকায় দুই বেডরুমের ব্রান্ড নিউ সেমিবেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। সেপারেট কিচেন, লিভিং রুম ও বাথরুম। এক ব্লকের মধ্যে বাস স্টপ কিউ-২।
ফোন : 929-404-8573, 929-373-8405

কানেকটিকাটে বিসনেস সেল/অপরচুনিটি

কানেকটিকাটের প্রাইম লোকেশনে ব্যাঙ্কুয়েট ফ্যাসিলিটিসহ পাকিস্তানি, বাংলাদেশি ও ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট বিক্রি হবে। ক্যাপাসিটি ২০০ পিপল। রানিং বিজনেস। গুড অপরচুনিটি।
ফোন : 917-560-5204

অত্যন্ত যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিকানো হয়

* Free Pick up and drop off
* 100% পাশের নিশ্চয়তা
* 5hr Certificate
* 6hr Certificate

যোগাযোগ:
914-343-2629 (Nuri)

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস-এর এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ বড় একটি রুম ভাড়া হবে, বড় কিচেন এবং ড্রয়িং রুম শেয়ার, শুধু মাত্র কর্মজীবি দুইটি মেয়ে কাছে ভাড়া হবে
বিস্তারিত জানতে কল করুন **+1 (347) 832-6930**

পাত্রী চাই

আমেরিকার নিউইয়র্কে বসবাসরত প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়িক পাত্রের জন্য একজন শিক্ষিত ২১ থেকে ২৩ বছরের পাত্রী চাই
যোগাযোগ - **516-770-0607**

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন

Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com

OFFICE
71-16 35th Ave
Jackson Heights
NY 11372.

রুম ভাড়া

রুম ভাড়া
ওজোন পার্কের কাছে মার্টেল ও ক্রেসপন্ড এভিনিউতে ব্যাচেলরের জন্য একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। এস ট্রেনের সাবওয়ের কাছে। বাথরুম কিচেন শেয়ার করতে হবে। সবকিছু সহ ভাড়া ৫০০ ডলার। একজন ব্যাচেলর বা স্টুডেন্ট।
ফোন : 929-462-3643
(০৯/১১/০২/০১)

রুম ভাড়া
জ্যামাইকা ১৭১ স্ট্রিট ও ৮৯ এভিনিউতে (১৬৯ সাবওয়ের পাশে) এপার্টমেন্টে একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে, সেপ্টেম্বর থেকে। এক বা দুইজন কর্মজীবি মহিলা অথবা ছাত্রী। বাথরুম-কিচেন শেয়ার করতে হবে।
ফোন : 929-350-3505, 929-438-9263
(০৯/১১/০১/০৪)

রুম ভাড়া
এস্টোরিয়ার ব্রডওয়ে এবং ২৯ স্ট্রিটে এন-ডব্লিউ ট্রেনের সাবওয়ের কাছাকাছি বাসার বেসমেন্টে এক রুম ভাড়া হবে।
ফোন : 917-337-1250, 929-401-6342
(০৯/১১/০২/১১)

রুম ভাড়া
উড্সাইডের উড সাইডে 3446-60th স্ট্রিটে দ্বিতীয় তলায় ফ্যামিলির সাথে ১টি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। আর, এম, ৭ ট্রেনের সাবওয়ে কাছে। অক্টোবর মাস থেকে উঠা যাবে।
ফোন : 929-235-5292, 929-690-9744
(০৯/০৪/০২/০৪)

রুম ভাড়া
চলতি মাসে অথবা পরের মাস থেকে একটি রুম ভাড়া হবে। ৭ ট্রেনের সাবওয়ে স্টেশনের নিকটে। 48-35 46th street, Woodside, NY, 11377. স্বামী-স্ত্রী অথবা মেয়ে স্টুডেন্ট অগ্রাধিকার।
ফোন : 347-536-6169, 347-653-6415
(০৯/০৪/০১/০৭)

রুম ভাড়া
ওজোন পার্কে বাংলাদেশি এলাকায় মসজিদ, গ্রোসারি, সাবওয়ে সংলগ্ন প্রাইভেট বাড়ির সম্পূর্ণ আলাদা একটি রুম অধুমপায়ী ব্যাচেলরের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে।
ফোন : 718-451-6414
(০৯/০৪/০১/১৪)

রুম ভাড়া
জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে একটি রুম ভাড়া হবে। একজন ব্যাচেলরকে। রেডি টু মুভ।
ফোন : 929-832-0803
(০৯/১১/০১/০৩)

রুম ভাড়া
জ্যামাইকা, হিলসাইড অ্যাভিনিউ এবং ১৩৬ স্ট্রিটের কাছে একটি ব্যক্তিগত বাড়িতে ভাড়ার জন্য একটি সেমিবেসমেন্ট কক্ষ খালি আছে। শুধুমাত্র অধূমপায়ীদের জন্য। বাড়ির ঠিক সামনেই ই ট্রেন ও বাসের সুবিধাজনক ব্যবস্থা রয়েছে।
ফোন : 347-257-6214
(০৮/২৮/০২/০৭)

রুমমেট আবশ্যক

রুমমেট আবশ্যক
ম্যানহাটন আপটাউনে ১৬৮ স্ট্রিট 'এ' ট্রেনের সাবওয়ের কাছে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে ৬ মাসের জন্য একজন রুমমেট আবশ্যক। নম্র, ভদ্র, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও কর্মজীবি হতে হবে। থাকা খাওয়াসহ ভাড়া ৮৫০ ডলার। অক্টোবর মাস থেকে।
ফোন : 929-268-7756
(০৯/১১/০১/০৮)

রুমমেট আবশ্যক
জ্যামাইকা পারসন বুলেভার্ডে, ১৬০ হিলসাইডে শেয়ারড রুমে রুমমেট আবশ্যক। রুম ফুল ফার্নিশড।
ফোন : 718-820-6078, 470-685-1078
(০৯/০৪/০৪/০৩)

রুমমেট আবশ্যক
জ্যাকসন হাইটসের কাছে ৭৬ স্ট্রিট ও ৩৪ এভিনিউতে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে একজন রুমমেট আবশ্যক। ইউটিলিটিসহ ভাড়া ৫৫০ ডলার।
ফোন : 929-404-8573
(০৮/০৭/০৪/১৭)

রুমমেট আবশ্যক
জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে জান্নাত ফার্মেসির উপরে ফ্ল্যাটে একজন ভদ্র, মার্জিত, এবং চাকুরীজীবি/ছাত্র ব্যাচেলর পুরুষ রুমমেট প্রয়োজন। অবশ্যই ধুমপানমুক্ত, পরিচ্ছন্ন এবং বন্ধুত্বপূর্ণ হতে হবে। ঠিকানা : ৩৪-৫৭, ৭২ স্ট্রিট, জ্যাকসন হাইটস, মিনা বাজারের পাশে। সপ্তাহে একদিন পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার মন-মানসিকতা থাকতে হবে।
ফোন : ৭১৮-৪০৭-৯২৫৮, ৭১৮-৯০৫-০৭৫২ (5pm-11pm)
(০৭/১০/০০/১৮)ই

রুমমেট আবশ্যক
জ্যাকসন হাইটসের কাছে উডসাইডে ৫৯ স্ট্রিট ও রুজভেল্ট এভিনিউতে এপার্টমেন্ট বাসায় দুই জন মুসলিম রুমমেট আবশ্যক। পাশেই মসজিদ, ও সব ট্রেনের সাবওয়ে।
ফোন : 929-282-5191, 646-496-2154
(০৮/২৮/০২/০৯)

ঢাকায় প্লট বিক্রি

ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে কমলাপুর রেল ও মেট্রো স্টেশনের নিকটে বাসাবো কদমতলা-রাজারবাগ মেইন রোডের পাশে ১৯৬৯ সনে খরিদকৃত এপার্টমেন্ট বিল্ডিং, কমিউনিটি সেন্টার, মেডিক্যাল ক্লিনিক, শপিং সেন্টার নির্মানের উপযোগী দেয়াল ঘেরা ৮ কাঠার একটি প্লট বিক্রি হবে। যোগাযোগ মোহাম্মদ খান।

-: ফোন :-
917-365-1401

House Sale

House / Condo Sale

Reduced for two family bricks at 2114 Locombe Ave. Bronx, NY 10473, asking: 975,000.

-: Open House :-
Friday, Saturday, Sunday
12 PM - 3PM

House for sale in East Hills, Long Island at 86 George St, East Hills, NY-11577, Asking $1,950,000. Single family house in Franklin Square, Long Island, Asking $680,000. Legal four fam-ily & 2 units in basement at 1715 Saint Peters Ave. Bronx, NY 10161 ask-ing $1,600,000. 2 bedrooms, 2 bath, Condo at 175-28 89th Ave. Jamaica, NY, price $350,000।
আমাদের কাছে ব্রঙ্কস, কুইন্স, ব্রুকলিন ও লং আইল্যান্ডে ১০০+ ব্যাংকের বাড়ি আছে। বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য কল করুন। আপনার বাড়ি বিক্রি করতে বা স্বপ্নের বাড়ি ক্রয় করতে অভিজ্ঞ রিয়েলটরের সহায়তা নিন।

347-465-3220
কামরুজ্জামান বাচ্চু, রিয়েলটর,
আইল্যান্ড অ্যাডভান্টেজ রিয়েলটি।

Buy-Sell-Rent-Invest

Are you thinking of selling your house for the highest price? Do you know that this is the right time to sell with maximum profit?
I can explain to you about all the tricks about selling house with top dollars. I also wrote a book about it, just call me and I will send you a free copy of my book.
My name is Jannat Rahman, Realtor with more than 10 years of experience working with Exit Realty Prime. My number is....
917-582-2582. Please call today.

বিনিয়োগ আবশ্যক

দীর্ঘদিনের পুরাতন সোসিয়াল এডাল্ট ডে কেয়ার সেন্টার ব্যবসায় বিনিয়োগের মাধ্যমে চাকুরীর সুযোগ
বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন :
718-451-6414

গ্রিন ট্যাক্সি ভাড়া

টয়োটা ক্যামরি হাইব্রিড ২০১৪ গ্রিন ট্যাক্সি ভাড়া দেওয়া হব। ভাড়া ৪০০ ডলার প্রতি সপ্তাহে। মিটার : verifone. ব্যাংক একাউন্ট থাকতে হবে।
টেক্সট অথবা কল : **917-447-0422**

ড্রাইভার আবশ্যক

Tesla-Y, Black 2023, গাড়ি উবার-লিফটের জন্য ভাড়া দেওয়া হবে। অভিজ্ঞ ড্রাইভার আবশ্যক। উডসাইড ও জ্যাকসন হাইটস অগ্রাধিকার।
ফোন : **646-399-3723**

মহিলা ড্রাইভিং প্রশিক্ষক

আপনি কি অভিজ্ঞ মহিলা ড্রাইভার দ্বারা সঠিক প্রশিক্ষণ নিয়ে NYC ড্রাইভার লাইসেন্স পেতে চান? DMV exam shedule, Road test সহ যাবতীয় সকল প্রকার সহায়তা করে থাকি। সঙ্গে থাকছে ড্রপঅফ ও পিকআপের ব্যবস্থা।
Zinat 347-987-5927.

ড্রাইভার আবশ্যক

Brand New Toyota Sienna ইয়োলো ট্যাক্সির জন্য একজন ফুল শিফটের এক ড্রাইভার অথবা দিন/রাতের শিফটের ড্রাইভার দরকার। Jackson Heights /Jamaica/Elmhurst
যোগাযোগ : **646-286-8845**

ড্রাইভার আবশ্যক

ম্যানহাটনে অবস্থিত ব্রডনস বেগল কোম্পানিতে Ford Transit Midsize গাড়ি চালানোর জন্য একজন ফুলটাইম ড্রাইভার দরকার।
কল অথবা টেক্সট, **718-600-0923**

দোকান ও বাড়ীর কনস্ট্রাকশন এর কাজ করা হয়
(নতুন ও পুরাতন)

টাইলস, সিলিং, ক্যাশ কাউন্টার, ইলেক্ট্রিক প্লাম্বিং, কেন্ডি রেক, বেসমেন্ট ফিক্সিং এবং দোকান ও বাড়ীর সম্পূর্ণ কনস্ট্রাকশনের কাজ করা হয়।

সাইন বোর্ড, লাইট বক্স, এল ই ডি, চ্যানেল লেটার মেনু বোর্ড, ব্যানার, স্টোর ফ্রন্ট, মিরর গ্লাস, এলোমোনিয়াম ফ্রেমিং এর কাজ করা হয়।

NOVA INTERIOR DECORATION & SIGN
NOVA CONSTRUCTION & RAKA SIGN INC.
7034 Broadway, Jackson Heights, NY 11372, Email: nrnova@yahoo.com
Tel: 646-920-7788

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন **Tel: 646-267-7751, 917-519-1151**
Email: ajkalnews@gmail.com
OFFICE 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

লোক আবশ্যক

ব্রুকলিনে ফটোফ্রেমিং স্টোরে কাজের জন্য একজন ইংরেজি জানা পুরুষ লোক আবশ্যক। কাজ শিখিয়ে নেয়া হবে। বয়স ৪৫ বছরের কম হতে হবে।

646-287-8203 (10am to 7pm)

পোল্ট্রি ফার্মে লোক আবশ্যক

একটি পোল্টি ফার্মে কাজের জন্য জন্য জরুরি ভিত্তিতে লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা দ্রুত যোগাযোগ করুন।

ফোন : **347-683-6382**

একাউন্টিং অফিসে সহায়ক আবশ্যক

জ্যামাইকায় একাউন্টিং অফিসে কাজের জন্য পার্টপাইম লোক (মহিলা) আবশ্যক।

ফোন : **917-667-2011**

পার্ট টাইম লোক আবশ্যক

একটি কনভিনিয়েন্স স্টোরে লোটো কাজে অভিজ্ঞ পার্ট টাইম একজন লোক আবশ্যক। সপ্তাহে এক বা দুইদিনের জন্য।

646-506-3577, 347-579-9707

প্রিন্টিং স্টোরে লোক আবশ্যক

হিলসাইডের বাংলাদেশি মালিকানার আল-প্রিন্টিং স্টোরে লোক আবশ্যক। অবশ্যই ডিজাইন, টাইপিং ফটোশপ ও কম্পিউটারের বেসিক নলেজ থাকতে হবে।

ফোন : **646-945-6794**

পাত্র/পাত্রী চাই

পাত্রী চাই : নিউইয়র্কে বসবাসরত ২৬ বছর বয়সী সিটিজেন, অটো মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য হিজাবী ও নামাজী পাত্রী চাই। পাত্রীর বয়স ১৮ থেকে ২৫ বছর হতে হবে। গার্জিয়ানরা সরাসরি বায়োডাটা পাঠাতে বা যোগাযোগ করতে পারেন।

Tuhin671@gmail.com
ফোন : **929-499-8563**

হোম কেয়ার এইড আবশ্যক

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার সংলগ্ন আবাসিক এলাকায় একটি ছয় বছরের অত্যন্ত চঞ্চল বাচ্চার লেখাপড়া করার জন্য সপ্তাহে দুইদিন (রবি ও সোম বার, সম্মিলিত ১৮ ঘন্টা) একজন মধ্যবয়সী মহিলা হোম হেলথ এইড আবশ্যক। হোম হেলথ সার্টিফিকেট থাকা আবশ্যক।

469-602-3106
469-888-3853

হোম কেয়ার এইড আবশ্যক

৩২-৫৬-৮৬ স্ট্রিট জ্যাকসন হাইটসে হোম কেয়ারে কাজের জন্য একজন লোক নেওয়া হবে। কাজ সকাল ৮টা থেকে ৪টা পর্যন্ত। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।

347-617-3433
347-484-6385

পাত্র চাই

আমেরিকান সিটিজেন পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। পাত্রী একটু অসুস্থ। এখানে যারা একা থাকেন তাদের জন্য। পাত্রীর বয়স ২৫ বছর।

ফোন : **929-401-7536**

পাত্র চাই

নিউইর্য়কে জন্য MD কোর্সে অধ্যয়নরত সুন্দরী তরুণীর জন্য, সমমানের পাত্র চাই।

ফোন : **516-441-5818**

Bride (Patri) Wanted

We are seeking a suitable match for our son, a handsome, 5'7" tall and accomplished 24-year-old young man from a respectable Muslim family. Recently completed Master's in Electrical Engineering from Columbia University, NY, and works as an engineer at a well-established tech company in Texas. We would ideally like to meet someone aged 20 or above who is well-educated, moderately tall and slim, religious, and family-oriented, who values both family life and her own professional aspirations, with an interest in pursuing a career after completing her education or Someone who is already established in her career.

Contact : USA: +1 347-293-3866
Bangladesh (WhatsApp): +880 1707-038130

হোম কেয়ার এইড আবশ্যক

জ্যামাইকায় হোম কেয়ারের মহিলা রোগীকে সপ্তাহে তিন দিন, দিনে দুই ঘন্টা করে দেখাশোনা ও সেবা দেওয়ার জন্য একজন মহিলা কেয়ারগিভার দরকার। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।

ফোন : **646-662-9353**

পেনসিলভানিয়ায় গ্রোসারি ও রেস্টুরেন্টে লোক আবশ্যক

পেনসিলভানিয়ায় বিভিন্ন কাজের জন্য লোক আবশ্যক।
(১) গ্রোসারীতে ১ জন ম্যানেজার ও ২ জন ছেলে হেল্পার দরকার। রেজিস্টারে ১ জন মেয়ে দরকার।
(২) রেস্টুরেন্টে ১ জন কারি শেফ, ১ জন তান্দুরি শেফ ২ জন কিচেন হেল্পার ছেলে দরকার। রেজিস্টারে ১ জন মেয়ে দরকার।
(৩) স্মোক শপে রেজিস্টারে ২ জন মেয়ে দরকার। থাকা খাওয়া ফ্রি বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।

মোবাইল : **646-765-1307**

ড্রাইভিং শিখুন

স্বল্প খরচে যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিখানো হয়

আপনাদের সময় অনুযায়ী ড্রাইভিং শিখানো হয়

লাস্ট লেসন ফ্রি
Free pick up drop
৫, ১০, ১৫ ও স্পেশাল প্যাকেজ
৩০ লেসন, ৩টি রোড টেস্ট

D.D.C. 6 Hours Class
10% Save all insurrance
রোড টেস্টের জন্য গাড়ি

মহিলাদের জন্য
মহিলা ইন্সট্রাকটার

হাইওয়ে Individual
আরলী রোড টেস্ট

যোগাযোগ: **646-991-9653**

ব্যাথার যন্ত্রনায় ভুগছেন ? আর কোন চিন্তা নয়!

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রেই আছে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ফিজিক্যাল থেরাপির বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান!

প্লাস ফিজিক্যাল থেরাপি পিসি
PLUS PHYSICAL THERAPY PC

74-09 37th Ave, #201 Jackson Heights, NY 11372

আমরা অভিজ্ঞ মহিলা থেরাপিস্ট দ্বারা যত্নসহকারে মহিলা এবং পুরুষ রোগীদের ১০০ শতাংশ সেবা দিয়ে থাকি।

যে কোন ধরনের ব্যাথা নিরাময়ের জন্য আমাদের এখানে এসে সম্পূর্ণ সুস্থ ও নিরাময় বোধ করুন।

বিস্তারিত জানতে কল করুন

তাহেরা রহমান : **৬৪৬-৮৭২-৯৭৬৮**

বাংলাদেশ সোসাইটি
নির্বাচন ২০২৬
সেলিম - আলী
পরিষদ
ঐক্য • অগ্রগতি • উন্নয়ন
আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি
মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক
BANGLADESH SOCIETY INC.
19 75
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক.
“ কমিউনিটির সেবায়, মানুষের পাশে সর্বদা ”
ফরিদপুর জেলার কৃতী সন্তান
NYPI-এর কর্ণধার
শক্তি ডি. গুপ্তা
JACKSON HEIGHTS QUEENS NY
সেলিম - আলী পরিষদ
কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা পরিষদের
অন্যতম সমন্বয়কারী নির্বাচিত হওয়ায়
প্রাণঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।
২০২৬

সাপ্তাহিক আজকাল
PAGE 62 Friday, 11 September 2026, Issue 939, www.ajkalusa.com

মিলন কান্তি দাস-এর কলাম সিলেটের সাহিত্য সংস্কৃতির গৌরবের অতীত
১২ পৃষ্ঠায়

ড. মাহবুব উল্লাহ্-এর কলাম গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংকট নিরসনে করণীয়
১০ পৃষ্ঠায়

ড. মারুফ চৌধুরী-এর কলাম বাংলাদেশ-চীন সম্পর্ক এখনই সময় নতুন উচ্চতায় পৌঁছানোর
০৫ পৃষ্ঠায়

জেরুজালেমে যুক্তরাজ্যের কনস্যুলেট বন্ধের নির্দেশ

আজকাল রিপোর্ট

অবৈধ ইসরায়েলি বসতি থেকে পণ্য আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপের ১১টি দেশ। তারই পাল্টা জবাবে অধিকৃত পূর্ব জেরুজালেমে যুক্তরাজ্যের কনস্যুলেট বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে ইসরায়েল। এমন পাল্টাপাল্টি বক্তব্য ও পদক্ষেপে দুই দেশের মধ্যে ক্রমেই তীব্রতর হওয়া বিরোধের সর্বশেষ তথ্য এই হামলার ঘটনা। এর ফলে দেশ দুটির কূটনৈতিক সম্পর্ক কার্যত চরম সংকটের পর্যায়ে পৌঁছেছে। গত ৯ সেপ্টেম্বর, ইসরায়েলি সরকার যুক্তরাজ্যের কনস্যুলেট বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে বলে সংবাদ প্রকাশ করেছে দ্য গার্ডিয়ান।

প্রতিবেদনের তথ্য মতে, ফিলিস্তিনি অধিকৃত পশ্চিম তীরে ইহুদি বসতি স্থাপনকারীদের কর্মকাণ্ডকে 'জাতিগত নিধন' বলে মন্তব্য করেন যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এড মিলিব্যান্ড। এর প্রতিক্রিয়ায় ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী গিদিওন সা'আর পাল্টা ব্যবস্থা ঘোষণা করেন। নেতানিয়াহু সরকারের নীরব সমর্থনে এসব বসতি স্থাপনকারীদের (সেটলার) অবৈধ কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। এর পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে কনস্যুলেট বন্ধ করে দেওয়া এবং যুক্তরাজ্যের বেশ কয়েকজন এমপির ইসরায়েল প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার ঘোষণা দেন।

শেখ জাররাহ এলাকায় অবস্থিত ব্রিটিশ কনস্যুলেটটি অধিকৃত ভূখণ্ডে ফিলিস্তিন-সংক্রান্ত বিষয়। এর মধ্যে গাজা, পশ্চিম তীর ও জেরুজালেম অন্তর্ভুক্ত নিয়ে কাজ করে। ইসরায়েলে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত তেল আবিবে অবস্থিত ব্রিটিশ দূতাবাসে এরপর ১৩ পৃষ্ঠায়

ভার্জিনিয়ায় নজরুল সম্মেলন ১৯-২০ সেপ্টেম্বর

আজকাল রিপোর্ট

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাম্য, মানবতা ও বিদ্রোহী চেতনার প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিতে ভার্জিনিয়ায় আগামী ১৯ ও ২০ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ২১তম নর্থ আমেরিকা নজরুল সম্মেলন। স্থানীয় 'রিচার্ড জে আর্নস্ট কমিউনিটি কালচারাল সেন্টারে' দুই দিনব্যাপী এ সম্মেলন আয়োজক হিসেবে রয়েছে 'বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকা, ইনক' (বাই)। এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

ওয়েস্টার্ন নিউইয়র্ক জাতীয়তাবাদী ফোরামের আলোচনা সভা

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ফোরামওয়েস্টার্ন নিউইয়র্কের উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে বিএনপির প্রতিষ্ঠা, দলের আদর্শ ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেন নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ফোরাম ওয়েস্টার্ন নিউইয়র্কের সভাপতি ইমতিয়াজ আহমেদ এরপর ৫৬ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে শেরপুর জেলা সমিতির এক মিলনমেলা

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কে শেরপুর জেলা সমিতির বার্ষিক বনভোজন ও মিলনমেলা গত ৬ সেপ্টেম্বর লং আইল্যান্ডের বেবিলনে অবস্থিত বেলমন্ট লেক স্টেট পার্কে অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবমুখর ও আনন্দঘন পরিবেশে অনুষ্ঠিত এ 'বার্ষিক বনভোজন ২০২৬-এ এক মিলনমেলা'য় এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

ফোবানায় সেরা ড্রামারের সম্মাননা পেলেন শাহাদাত ওসমান মিথুন

আজকাল রিপোর্ট

মিউজিকে অনন্য অবদানের জন্য প্রবাসী বাংলাদেশিদের সংগঠন ফেডারেশন অব বাংলাদেশি এসোসিয়েশনস ইন নর্থ আমেরিকা, ফোবানার ৪০তম সম্মেলনে বেস্ট ড্রামার সম্মাননা পেয়েছেন প্রতিভাবান ড্রামার মো: শাহাদাত ওসমান মিথুন। ৪০-তম ফোবানার ৩ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে বাদ্যযন্ত্রের অনন্য নৈপুণ্যের মঞ্চে সুর ও তালের অসাধারণ পরিবেশনা উপহার দিয়ে দর্শকদের মাতিয়ে রাখেন মিথুন। নিউইয়র্কের ইভানজেল ক্রিশ্চিয়ান সেন্টারে সম্মেলনের সমাপনী দিন ৬ সেপ্টেম্বর, মর্যাদাপূর্ণ 'বেস্ট এরপর ২০ পৃষ্ঠায়

আনজুমানে আল ইসলাহ'র উদ্যোগে ঈদে মীলাদুন্নবীর মাহফিল ও র‍্যালি

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা, ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য এবং প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এর প্রতি গভীর ভালোবাসার আবহে পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপন করেছে আনজুমানে আল ইসলাহ ইউএসএ। এ উপলক্ষ্যে সংগঠনের উদ্যোগে আলোচনা সভা, ইয়ুথ প্রোগ্রাম, বর্ণাঢ্য মুবারক রেলি ও আলোচনা মাহফিলসহ দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। গত ৬ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের ওজন পার্কস্থ এরপর ১৩ পৃষ্ঠায়

মিশিগানে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উৎযাপন

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে কেক কাটা, আলোচনা সভাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনটি উদযাপন করা হয়েছে। গত ৫ সেপ্টেম্বর হ্যামট্রাম্যাক শহরের কনান্ট স্ট্রিটের অস্থায়ী কার্যালয়ে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে মিশিগান বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক বকুল তালুকদারের সভাপতিত্বে ও বিএনপি নেতা নাজমুল হক কামালের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন বিএনপি নেতা বেলাল আহমেদ। এরপর ৫৬ পৃষ্ঠায়

LIBERTY BROKERAGE
GET YOUR INSURANCE
FROM US WITH THE BEST RATE
Our Services
TLC Insurance
Private Auto Ins.
Commercial Auto Ins.
Home & Business Ins.
DMV Express Service
TLC Plate Rent
TLC Base (Black & Green Cab)
Defensive Driving Course Certificate
Business Insurance
NYC Office:
41-05 69th Street,Woodside, NY-11377
Phone: 718-567-5600
www.libertybkg.com

DMV EXPRESS SERVICE
NEW REGISTRATION & PLATE
REGISTRATION RENEWAL
DUPLICATE TITLE
CUSTOM PLATES
VEHICLE TRANSFER
SURRENDER PLATES
TLC NEW APPLICATION
TLC PLATE RENEWAL
NEW YORK
ABC-1234
NEW YORK
T000000C
T&LC
CONTACT US
+1 718-504-7300
extchallenger@gmail.com
Our Location :
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377

সাপ্তাহিক আজকাল
The Weekly Ajkal | Vol.18, Issue 939 | 11 September 2026

সাহিত্য পাতায় লুৎফর রহমান রিটন-এর ছড়া হুক্কা হুয়ার কোরাস
>> ১৭ পাতায়

লড়ছে সেলিম-আলী ও কুনু-ফিরোজ প্যানেল

ইতিহাসের ব্যয়বহুল বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন ২৫ অক্টোবর

নির্বাচন কমিশনের আয় ১ লাখ ৩৯ হাজার ডলার

সাধারণ সম্পাদক পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী রাব্বী সৈয়দ

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রের প্রবাসী বাংলাদেশিদের মাদার সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন ত্রিবার্ষিক নির্বাচন জমে উঠেছে। নির্বাচনের মূল প্রতিদ্বন্দ্বীতা হচ্ছে বর্তমান সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে সেলিম-আলী পরিষদ এবং সাবেক সভাপতির নেতৃত্বে কুনু-ফিরোজ পরিষদের মধ্যে। ২১টি পদের কার্যকরি পরিষদের এ নির্বাচনে দুই পরিষদ থেকে পূর্ণাঙ্গ দুটি প্যালেলে লড়বেন ৪২ জন। এর বাইরে সাধারণ সম্পাদক পদে এবং সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে দুই স্বতন্ত্র প্রার্থী রয়েছেন। সব মিলিয়ে নির্বাচনে লড়বেন ৪৪ প্রার্থী। জানা গেছে, এবারের নির্বাচনে মোট ৪৮টি মনোনয়নপত্র বিক্রি হয়েছে। এতে আয় হয়েছে ২৪ হাজার ডলার। অন্যদিকে ৪৪টি মনোনয়নপত্র জমা বাবদ আয় হয়েছে ১ লাখ ১৫ হাজার ডলার। মনোনয়নপত্র বিক্রি ও দাখিল-দুই খাত মিলিয়ে নির্বাচন কমিশনের মোট আয় হয়েছে ১ লাখ ৩৯ হাজার ডলার। সদস্যপদের চাঁদার বিপরীতে সোসাইটিরআয় হয়েছে প্রায় ৭ লাখ ডলার। নির্বাচন এরপর ৩৫ পৃষ্ঠায়

নেতানিয়াহু'র নির্বাচনী কার্ড মামদানি ও খামেনি

আজকাল রিপোর্ট

ক্ষমতার লড়াই ও নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে ইজরাইলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু নিউইয়র্ক সিটির প্রথম মুসলিম মেয়র জোহরান মামদানিকেই প্রচারের হাতিয়ার করলেন। ইরান, লেবানন ও গাজা যুদ্ধে নিজ দেশের রাজনীতিতে কোনঠাসা নেতানিয়াহু আগামী নির্বাচনে পরাজয়ের সম্ভাবনায় মেয়র মামদানি ও ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ মোজতবা খামেনিকে কার্ড হিসেবে ব্যবহার করছেন। আগামী অক্টোবেরেই ইজরাইলে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সেখানে যুদ্ধবাজ প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর ভাগ্য নির্ধারিত হবে। ইরানের শাসকের সাথে এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

৩ নভেম্বর মধ্যবর্তী নির্বাচন

৫ হাজার ডলার 'ট্রাম্প ভাতা'র ঘোষণা

আজকাল রিপোর্ট

রিপাবলিকানরা কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে পারলে প্রাপ্তবয়স্ক আমেরিকানদের পাঁচ হাজার ডলার করে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার এই ঘোষণা ঘিরে শুরু হয়েছে আলোচনা। নির্বাচনের আগে এমন প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে ভোটারদের মন জয়ের চেষ্টা করছেন এ রিপাবলিকান। পাশাপাশি ইরান যুদ্ধ, মূল্যস্ফীতি ও নির্বাচনী লড়াই নিয়েও চাপে আছেন তিনি। ডেমোক্র্যাটরা বলছেন, এ ধরনের ঘোষণা নির্বাচনী আচরণ বিরোধী। ভোটারদের ঘুষ দেবার সামিল। তবে এতেও তাদের রক্ষা হবে না। ট্রাম্পের দলকে আমেরিকানরা প্রত্যাখান করবে। উল্লেখ্য সিনেটে নিজেদের আসনগুলো রক্ষা করে আরও ৪টি ও হাউজে ৬টি আসনে জিতলেই ডেমোক্র্যাটরা কংগ্রেসে মেজোরিটি পাবে। লাগামহীন ক্ষমতার রশি টেনে ধরতে পারবে ডেমোক্র্যাটরা। ডালাসে স্থানীয় সময় বুধবার রিপাবলিকান পার্টির মধ্যবর্তী বিস্তারিত ৫১ পৃষ্ঠায়

মিউজিক্যাল নাইট ২৭ সেপ্টেম্বর

আজকাল রিপোর্ট

প্রবাসের মাটিতে বাংলা সংগীত ও সংস্কৃতির আবহকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলতে ২৭ সেপ্টেম্বর রোববার ২০২৬ নিউইয়র্কে এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

মধ্যবর্তী নির্বাচনে ৯/৬ আসনই গেমচেঞ্জার

আজকাল রিপোর্ট

সিনেটের ৯টি আর হাউজের ৬টি আসনই ট্রাম্পের ভাগ্য নির্ধারিত হবে। কংগ্রেসের পাশা উল্টে গেলে হাতে শিকল পড়বে ট্রাম্পের। এককচ্ছত্র ক্ষমতা ব্যবহারে শিকল পড়বে হাতে। কংগ্রেসে (সিনেট ও হাউজ অব রিপ্রেজেনটেটিভস) রিপাবলিক্যানদের একক মেজোরিটি থাকায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প লাগামহীন ক্ষমতা ব্যবহারের উৎসব করছেন। ৩ নভেম্বরের কংগ্রেসের যেকোন একটি চেম্বারে ডেমোক্যাটরা মেজোরিটি পেলে লাগাম পড়বে ট্রাম্পের হাতে। নির্বাচনী জরিপগুলোতে সে আভাসই দিচ্ছে। সিনেটে রিপাবলিক্যানের আসন ৫৩টি এবং ডেমোক্র্যাটরা ৪৭টি (২ জন স্বতন্ত্রের সর্মথন সহ)। ৩ নভেম্বরের নির্বাচনে নিজেদের আসন রক্ষা সহ সিনেটে ৪টি ও হাউজে ৬টি আসনে রিপাবলিক্যান প্রার্থীদের পরাজিত করতে পারলে ডেমোক্র্যাটরা কংগ্রেসে মেজোরিটি দলে পরিণত হতে পারবে। আর টেনে এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

ইউনূসের গ্রামীণ কল্যাণের ৬৬৬ কোটি টাকা কর বলবৎ

মাসুদ করিম, *ঢাকা থেকে*

নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস প্রধান উপদেষ্টা হবার পর ম্যাজিকের মতো তার প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ কল্যাণের বিরুদ্ধে ৬৬৬ কোটি টাকার কর দেবার রায় প্রত্যাহার করেছিলো হাইকোর্ট। তখনই চারপাশে ফিসফাস, এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

আইএমএফ'র উদ্যোগে সমুদ্র ভ্রমণ ও নৈশভোজ

আজকাল রিপোর্ট

চ্যারিটিবল সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন অব মৌলভীবাজার (আইএমএফ)'র উদ্যোগে 'সমুদ্র ভ্রমণ ও নৈশভোজ'র আয়োজন করেছিল গত ৬ সেপ্টেম্বর এরপর ৫২ পৃষ্ঠায়

ল' সোসাইটির শরৎ উৎসব ও ফ্যামিল নাইট অনুষ্ঠিত

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশে ল' সোসাইটি ইউএসএ ইনকের বর্ণাঢ্য শরৎ উৎসব ও ফ্যামিলি নাইট গত ৪ সেপ্টেম্বর জ্যাকসন হাইটসের সানাই রেস্টুরেন্টের পার্টি হলে অনুষ্ঠিত হয়। সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ব্যারিস্টার এরপর ৩৫ পৃষ্ঠায়

Published by SHAH NAWAZ PUBLICATION INC. 71-16 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372. Tel: 646-267-7751, 917-519-1151 Email: ajkalnews@gmail.com